বাসবদত্তা।

৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

VASAVADATTA

A
POEM

BY

THE LATE MADANAMOHANA

Tarkala?kara.

EDITED BY

JOGENDRA NATH BANDYOPADHYA

VIDYAVUSHAN M. A.

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা, ৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৮ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

বাসবদত্তা।

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

VASAVADATTA

A
POEM

BY
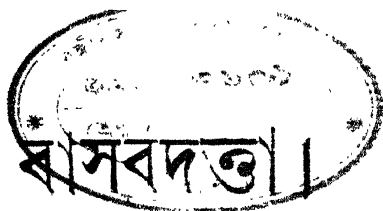
THE LATE MADANAMOHANA

Tarkalankara.

EDITED BY

JOGENDRA NATH BANDYOPADHYA

VIDYAVUSHAN M. A.

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা, ৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৮ সাল।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

১৭৫৮ শকে বাসবদত্তা প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহা গ্রন্থশেষে কবি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যথা ঃ—

"বসু পশুপতি-ভাল, একত্র মিলেছে ভাল,
সঙ্গে ঋষি চাঁদের মেলানী।
সেই শক নিরূপণ, এই গ্রন্থ সমাপন,
করিলেন শঙ্কর শিবানী।"

কবি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রসতরঙ্গিণী ও বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই বাসবদত্তা প্রণয়ন করেন। রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা এই দুই গ্রন্থই আদিরসবহুল হওয়াতে কবি পূর্ণ বয়সে যুবাকাললিখিত এই দুই গ্রন্থেরই উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার জীবদ্দশায় বাসবদত্তা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার এক ভগিনীপতি নিজের নাম দিয়া কেবল রসতরঙ্গিণী দুই একবার মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালের ফাল্গুন মাসের সপ্তবিংশ দিবসে কবি পরলোক যাত্রা করেন। তাহার কিছুদিন পরে ১২৬৯ সালে কবির উত্তরাধিকারিণী তৎসহ-ধর্ম্মিণীর অনুমতি লইয়া বহরমপুর-নিবাসী দেশহিতৈষী বিদ্যোৎ-সাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহোদয় উহার পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সম্পাদন করেন। উক্ত মহাশয় ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কণ

না করিলে বোধ হয় ইহা এতদিন লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর হইতে এই গ্রন্থের অভাব পুনরায় অনুভূত হইতেছিল। আমি অনেকগুলি ভদ্রলোক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিলাম। মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হওয়ার পরই কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি স্থানান্তরে যাওয়ায় তৃতীয় ফরমা হইতে দশম ফর্ম্মা পর্য্যন্ত আমা দ্বারা সং-শোধিত হয় নাই। ঐ অংশে যদি ভুল দৃষ্ট হয়, পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে বিনয়বচনে পাঠকগণের নিকট এই নিবেদন যে তাঁহারা নব্য-কবিশিরোমণি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এই কবিতা গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় নাম পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ
২৫শে জুলাই। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা।

বাসবদত্তা।

গণেশ-বন্দনা।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

হে হরসুত! বহু গুণযুত! হর দুষ্কৃতি ভারং।
হে গণপতি! কুরু সম্প্রতি, দুর্গতি অবহারং॥
হে গজমুখ! ভব সম্মুখ, ত্যজ বৈমুখভাবং।
দেহি সুবিধি, হে গুণনিধি! ভববারিধি নাবং॥
আশতমখ! সচতুর্ম্মুখ! পূজিত সুখ পাদং।
তং প্রতি নতি, কুরু রে মতি! শতশঃ স্তুতিবাদং॥
সংসৃতি কৃতি, স্থিতি সংহৃতি, কুরুষে কতিবারং।
হে পশুপতি! সুত মাংপ্রতি, কুরু দুর্গতি পারং॥
ভো ভবসুত! কুরু সন্তত, দূরিতং দ্রুত দূরং।
রণ-পণ্ডিত! গুণ-মণ্ডিত! সুখ-ভণ্ডিত-পূরং॥
ভূষিত-মণি-গণ্ডিত-ফণি-মণ্ডিত-মণিবন্ধং।
গুন-গুন-নদ-বহু ষট্পদ-সূচিত-মদগন্ধং॥
চঞ্চল-চল-মণিকুণ্ডল-কিঙ্কিণী-কলনাদং।
রাজিত-রজ, পদ নীরজ, মদন ব্রজ পাদং॥

প্রার্থনা।

পয়ার।

গণপতি! বিনতি, প্রণতি তব পায়।
মহিমা গরিমা সীমা, কেবা তব পায়?
অনবদ্য-বেদ-বিধি-বাদ-বেদ্য তুমি।
মূঢ় হয়ে নিগূঢ় কি, বলিব হে আমি?
সৃষ্টি-স্থিতি-হৃতি-কৃতি-প্রকৃতি-নিদান।
কার্য্য হয়ে ধার্য্য কার্য্য, কি করি বিধান?
অগতির গতি তুমি, পুরুষ-প্রধান।
প্রলয়ে বিলয় কর, নিলয়-প্রদান॥
কি করিব তব স্তব, ওহে গজানন!
যা বলিব তাই তুমি, জগত কারণ!
সুতরাং পুনরুক্তি উক্তি যুক্তি নয়।
দেহি ভক্তি! যাতে ভুক্তি, মুক্তি মম হয়॥
কি শক্তি প্রশক্তি আছে, অত্যুক্তি-করণে।
প্রণাম দিলাম ধাম দিও চরণে॥
বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর এই বর দিবে।
মদনে সদন দানে, বাম না হইবে॥

সূর্য্য-বন্দনা।

রাগিণী মল্লার।—তাল ঝাঁপতাল।

কিঙ্করে করুণা কর খরকর হে!
দীনে দীনে দয়া দেহি দিনকর হে!
মরীচি-সুরুচি-রুচি-ভাস্বর হে!
খরকর! খল-দল-নশ্বর হে!
তিমিরারি! তমোহর! তমো হর হে!
দুরিত দারিদ্র্য দুঃখ দূর কর হে!
পাপ তাপ পরিতাপ সংহর হে!
কাতরে বিতর কৃপা দিবাকর হে!
মার্ত্তণ্ড-প্রচণ্ড-ভানু-ভাস্কর হে!
মদনে সম্মোদ দেহ দিবাকর হে!

প্রার্থনা।

লঘু-ত্রিপদী।

ওহে ছায়ানাথ! কুরু ছায়াপাত,
আতপে সন্তাপ হর।
ত্রিজগত মণি! ওহে দিনমণি!
দ্যুমণি! করুণা কর॥
ক'রে যোড় হাত, করি প্রণিপাত,
দাঁড়াইয়া তব আগে।

যদি হয় বিঘ্ন, করিবে হে নিঘ্ন,
মদন এ বর মাগে ॥

বিষ্ণু-বন্দনা।

ভজন।

রাগ ভয়রোঁ।—তাল ছেপ্‌কা।

কালিয়-মর্দ্দন! কংসনিসূদন! কেশিমথন! কংসারে!
খগপতিবাহন! খেচরপালন! খিন্ন-খলবল-হারে!
গোকুল-গোলোকচন্দ্র! গদাধর! গরুড়বাহন! গিরিধারে!
ঘন-ঘন-ঘুঙ্গুর-ঘোষক! ঘনতনু! ঘোর-তিমির-সংহারে!
চঞ্চল-চম্পক-চারু-চটুল-চল-চীর! চতুর্ভুজ! চৈদ্যহরে!
ছদ্ম-বামন! ছিন্ন-রাবণ! ছলিত বলীবল! শৌরে!
জগজ্জন-জীবন! জৈন! জনার্দ্দন! জলদ-জলজ-রুচি-চোরে!
ত্রিভুবন-তারক! তাপনিবারক! তরুণ-তনু-জিত-তোয়ধরে!
দৈত্যদলবল-দলন! দুঃখ-হর! দুরিতদাহক! দেব! হরে!
নূতন-নীরদ-নীলকলেবর! নন্দনন্দন! নরকারে!
পতিতপাবন! পরম-কারণ! পীত-পটুপট ধারে!
বল্লব-বালক! বিপিন-বিহারক বংশীবট-তট-তীরে!
ভুবন-ভূষণ! ভকতি-ভাজন! ভীরু-ভবভয়-তারে!
মদনমোহন-মনসি-মোদন মন্দমধুমুরমান হরে!

প্রার্থনা।

পয়ার।

ওহে নারায়ণ! তব চরণ যুগলে।
কোটি কোটি শতকোটি, নতি কুতূহলে॥
যে পদকমল সেবা, করেন কমলা।
তাহার মহিমা ওহে! কার সাধ্য বলা॥
যাহাতে উদ্ভবা গঙ্গা, ত্রিলোক-তারিণী।
ত্রিপুরারি-ত্রিলোচন-শিরোবিহারিণী॥
যে পদপঙ্কজরজঃ, কণামাত্র পেয়ে।
পাষাণ মানবী হৈল, পাপে মুক্তা হয়ে॥
থাকুক্ সকল অঙ্গ, কেবল চরণে।
মরি কত গুণ কেবা, পারে, নির্ব্বচনে?
ওহে কি কহিব তব, নামের মহিমা,
কোটি কোটি কল্প, ব'লে নাহি হয় সীমা॥
একবার হরিনামে, এত পাপ হরে।
পাপীলোক তত পাপ, করিতে না পারে॥
অচিন্ত্য তোমার গুণ! ওহে চিন্তামণি!
বলিতে সকল বুঝি, না পারেন ফণি॥
তবে এই দীনজন, কি বলিতে পারে,
বামন হইয়া হাত, দিবে নিশাকরে?
পতিত-তারণ, কর্ম্ম, যদি হে তোমার,
এ দীনে তারিতে তবে, কেন হয় ভার?

তুমি না তারিবে যদি, পতিত-পাবন!
আমার কি হবে প্রভু! তোমারি গঞ্জন ॥
দীননাথ, কৃপাময়, আছে যদি নাম,
না করিয়া কৃপা তবে, কেন হবে বাম?
আমি না ছাড়িব প্রভু! তোমার চরণ,
মদন কহিছে ইথে, আছে প্রাণপণ ॥

শিব-বন্দনা।

ভজন।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

প্রভু দয়াময় হে! দীন হীনে দয়া কর ॥ ধ্রু ॥
শম্ভু! শুভঙ্কর! শঙ্কর হে! দেহি পদদ্বয়মীশ্বর হে!
ভস্ম-বিভূষিত-বিগ্রহ হে! দৈত্য-বলাবলি-নিগ্রহ হে!
ভোগি ফণায় ভয়ঙ্কর হে! পাদতলাশ্রিত কিঙ্কর হে!
ভীমকলেবর! ভৈরব হে! ভূতভবাজনিসম্ভব হে!
ভীরুভয়াপহ! ভীষণ হে! ভীমভবাম্বুধি-তারণ হে!
ভূত-ভরৈরভিভূষিত হে! ভাল-সুধাকর-ভাষিত হে!
ভক্ত-ভবাগতি-ভঞ্জন হে! সর্ব্ব সুরাসুর-রঞ্জন হে!
নির্ভর-পামরগঞ্জন হে! সত্য-সুতত্ত্ব-নিরঞ্জন হে!
নিত্য-বিশুদ্ধ-সুখঞ্জন হে! পার্ব্বতী-মানস-খঞ্জন হে।
ব্যাল-বিলাসিত-কুন্তল হে! কুণ্ডলি-মণ্ডিত-কুণ্ডল হে!
লোল-জটাপুট-লুণ্ঠিত হে! ভোগিভরাভূতি গুণ্ঠিত হে!

দীন-সুদুঃখ-বিদারণ হে! ত্বঞ্চ-প্রপঞ্চিত-কারণ হে!
যুদ্ধ-বিশারদ পণ্ডিত হে! ভূতি-বিভূতি-সুমণ্ডিত হে!
দীন দয়াময় ধূর্জ্জটী হে! ব্যালবিলাসলসৎকোটি হে!
ভক্ত-ভবাব্ধি-বিমোচন হে! কাম-নিমীলন-লোচন হে!
মদনাশ্রিত-পাদ-সুপঙ্কজ হে! ক্ষুব্ধ-মনো-মকরধ্বজ হে!

প্রার্থনা।

পয়ার।

আশুতোষ! আশু আশা, পূরাও আমার।
পঞ্চানন! প্রপঞ্চে, বঞ্চোনা বার বার॥
পঞ্চজনে তঞ্চ করে, লাঞ্ছনা বা কত।
অকিঞ্চন জন ধন, জনে আছে হত॥
ওহে যোগিবর! ভোগিধর! স্মরহর!
কৃপা কর, কাতর কিঙ্করে, গঙ্গাধর!
আশা ত্যজ, মজ মন বৃষধ্বজপায়।
হায়! হায়! একি দায়, মিছে দিন যায়॥
ওহে শিব কি কহিব, কি দিব উপমা?
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য, কে করিবে সীমা?
ভালবাস দিগবাস, নাহি বাস চাও।
শ্মশানে আসনে, ভূত সনে সদা ধাও॥
অস্থিমালা ভিক্ষাঝোলা, আলাভোলাপ্রায়।
ভোলানাথ! ভূতনাথ! অনাথের ন্যায়॥

মোটাসোটা জটাগোটা, লুটায় ধুলায়।
ধুস্তূর বিস্তর খাও, ভস্ম মাখ গায়॥
ভিক্ষা কর কি ভাবে, সে ভাব কেবা পায়।
কি অভাবে এভাব সে, ভাব না যোগায়॥
সূর্য্য চন্দ্র হুতাশন, লোচন তোমার।
ভালে জ্বলে জ্বলন, কে দেখিয়াছে কার?
খণ্ডশশী বসি সদা, সুধা ধারা ক্ষরে।
জননী জাহ্নবী যিনি, জটার ভিতরে॥
হেন অপরূপ রূপ, কে দেখেছে কার?
সব রীত বিপরীত, একি চমৎকার!
ওহে কৃত্তিবাস! কীর্ত্তি কি কব তোমার,
গোটা দুটা বিল্বপত্রে, তুষ্টি হয় কার?
বুঝিলাম তুমি প্রভু, নিজে আত্মারাম।
বিষয় আশয় নাহি, সদা পূর্ণ কাম॥
তোমার মহিমা, সীমা কে করিতে পারে?
হলাহল পানে, মৃত্যু নাহি ঘেরে যারে॥
নিরাকার কি সাকার, বলা সাধ্য কার?
যাহা তুমি, তুমি জান, ওহে বিশ্বাধার!
আমি দীন হীন ক্ষীণ, অতি অর্ব্বাচীন।
না জেনে আপনা, যথা পিপাসিত মীন॥
তোমারে জানিতে প্রভু, কি আছে শকতি?
তুমি যা লওয়াবে, তাই লবে মোর মতি॥

অতএব দীননাথ! দীনে দয়া ক'রে।
পদছায়া দিও প্রভু! মদন কিঙ্করে॥

জয়দুর্গা-বন্দনা।

রাগ ভয়রোঁ।—তাল ছেপ্‌কা।

হে ভবভামিনি! ভীম বিলোচনি!
ভৈরব নাদিনি! শৈলসুতে!
শঙ্খিনি! চক্রিণি! বজ্রিনি! শূলিনি!
বাণ-কৃপাণক-তূণযুতে!
হে শিবমোহিনী! শুম্ভ-নিসূদিনি!
দৈত্য-বিদারিণি! দুঃখ-হরে!
হে গিরিনন্দিনি! শক্র-বিমর্দ্দিনি!
দীন-দয়াময়ি! দম্ভ-করে।
হে সুরবন্দিনি! কর্ম্ম-নিবন্ধিনি!
পাপ-বিনিন্দিনি! বিঘ্ন-হরে!
হে রণ-রঙ্গিণি! যুদ্ধ-তরঙ্গিণি!
অঙ্গ-বিভঙ্গিণি! রঙ্গ-ভরে!
হে বহু-ভাষিণি! দৈত্য বিনাশিনি!
যুদ্ধ-বিলাসিনি! পাহি শিবে!
হে মৃদুহাসিনি! ঘোর-নিনাদিনি!
তারয় তারিণি! মাংহি ভবে॥

প্রার্থনা।

পয়ার।

জয়! জয়দুর্গা জয়! জন্মজরা-হরা।
কঠোর জঠর-জ্বালা, হর হরদারা॥
শিবানী সর্ব্বাণী বাণী, ভবানী ভাবিনী।
ভৈরবী রৌরবী ভীমা, ভৈরব-ভামিনী॥
কৈরব নয়নী কালী, কৌরব-দমিনী।
কপর্দ্দিনী মহীষ-মর্দ্দিনী কাত্যায়নী॥
খলদল বল হরা, পরাৎপরা তারা।
নিরাকারা নির্ব্বিকারা, সাকারা সাকারা॥
ভবদারা ভবহরা, ভবের জননী।
ভব জানে কি বিভব, ও পদ দুখানি॥
যে পদে আরাধে সাধে, স্বয়ং শঙ্কর।
তাহার মহিমা সীমা, কি জানে কিঙ্কর?
অন্নপূর্ণা অপর্ণা, সুবর্ণবর্ণা তুমি।
নিত্য ভৃত্য তব তত্ত্ব, কি জানিব আমি?
নিরাধার! নিরাহার! নীরাহার ক'রে।
বিধি বিষ্ণু সদাশিব, নাহি পান যাঁরে॥
বিশ্বের জননী তুমি, বিশ্বেশভামিনী।
অন্য কি কহিব তুমি, শিবের জননী॥
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, উদর ভিতরে।
ক্ষুদ্র জীব তাঁর তত্ত্ব. কি জানিতে পারে?

নিমিষে কর গো সৃষ্টি, প্রলয় সংহার।
বলিতে তোমার তত্ত্ব, সাধ্য আছে কার?
বেদে বলে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতি তোমায়।
মহামায়া মায়াময়ী, কেহ বলে তায়॥
যে হও সে হও, তাতে না করি বিবাদ!
আদার ব্যাপারি কেন, জাহাজ-সংবাদ?
এই মাত্র জানি তারা, তুমি গো জননী।
আমি গো সন্তান তব, ত্রিলোক-তারিণি!
নষ্ট দুষ্ট শিষ্ট কিম্বা, যদি পাপী হই।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, অন্য কারু নই॥
কুসন্তান ব'লে পিতা, যদি করে রাগ।
কোথায় জননী, মাগো! করে তারে ত্যাগ?
ঠাকুরাণি ঠেলনা গো! আর ঠাঁই নাই।
মদন কহিছে মাগো! শিবের দোহাই॥

সরস্বতী-বন্দনা।

রাগিণী বাগেশ্বরী বাহার।—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

সরোজরাজে কে বিরাজে? করেতে বীণা,
কে ও নবীনা, ত্রিভাঙ্গমা সাজে। ধ্রু।

তোটকছন্দ।

অয়ি বাণি! তবানিশমংঘ্রিযুগং।
করবাণি নতিং শতকোটি যুগং॥
শিব-বিষ্ণু-বিরিঞ্চি-বিচিন্ত্য-পদং।
মদনায়, বিতর মোক্ষপদং॥

প্রার্থনা।

পয়ার।

ওগো বাণি! শিবানি! তোমার শ্রীচরণে।
স্থান দান কর মাগো! এই দীন জনে॥
না জানি জননি! কিছু তব স্তুতিবাদ।
তবু মোর মতি স্তুতি-বাদে করে সাধ॥
আদি কবি বিধি যদি, নিরবধি ভণে।
তথাপি অসাধ্য তাঁর, অত্যুক্তি করণে॥
যে বলিবে যেই বাক্য, তুমি যদি তাই!
সুতরাং অত্যুক্তি-প্রসক্তি আর নাই॥
অতএব তোমার, যেমন যারে দয়া।
সেই রূপ সে বলিবে, ওগো মহামায়া।
ইথে এই দীন যদি, অসঙ্গত বলে।
দোষ না লইবা রাঙ্গা চরণ-যুগলে॥
যে পদ নীরজরজ, কণা মাত্র পেয়ে।
বিধি ব্যাস বিখ্যাত, জগতে কবি হ'য়ে॥

যত বল বুদ্ধি বল, সব ও চরণ।
নতুবা কোথায় হবে, বাক্যের স্ফূরণ?
অতএব দীন প্রতি, হৈও না কৃপণা।
মদনে প্রদান কর, পদধূলি কণা॥

গুরু-বন্দনা।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল জৎ।

দীনে কর সুদিন উদয়।
দীন দয়াময়! দীনে দেহি পদদ্বয়॥
না জানি তব ভজন, ওহে বিপদভঞ্জন!
তাহে শমন গঞ্জন, হেরিয়া কাঁপে হৃদয়॥

পয়ার।

ওহে গুরু কল্পতরু! কুরু জ্ঞান দান হে!
করনা করুণা মোরে, করুণানিধান হে!
তপনতনয়-তাপ, তরুণ হইল হে!
একারণ ও চরণ, শরণ লইল হে!
এই অভাজন জন, কলুষ-ভাজন হে!
এবে তবে কিবে হবে, ভাবে অনুক্ষণ হে!
অপার-সংসার-পারা-বার-পারাপার হে!
নাহি পাই, ভাবি তাই, উপায় এবার হে!
পাপ তাপ পরিতাপ, সন্তাপেতে মরি হে!
এ পাথারে কাতরে, বিতর কৃপাতরি হে!

ওহে নাথ জগন্নাথ! অনাথের নাথ হে!
কষ্টে নষ্ট হই, কর তুষ্টি-দৃষ্টিপাত হে!
তব তত্ত্ব, তত্ত্ব কি করিবে এই মূঢ় হে!
অনন্ত নিতান্ত ভ্রান্ত, জানিতে নিগূঢ় হে!
শুনে যমডঙ্কা, শঙ্কা-সঙ্কোচিত অতি হে!
বাঁচাও ঘুচাও ভীতি, চাও মোর প্রতি হে!
অকিঞ্চনে বঞ্চনা, ক'রোনা প্রভু আর হে!
জ্ঞানরত্ন দিয়া বাঞ্ছা, পুরাও আমার হে!

গ্রন্থাবতারিকা।

পয়ার।

শেষশায়ি-চরণে, অশেষ প্রণিপাত।
গড় করি গজাননে, হয়ে যোড় হাত॥
সুখসদ্ম-পদ্মা-পাদ-পদ্মে প্রণমিয়া,
গিরিশে হরিষে শেষে, প্রণতি করিয়া,
বাগ্বাণী-বরদা-শারদা-শ্রীচরণে,
কতি কতি করি নতি, নরনারায়ণে,
দুর্গা! দুর্গা! বলি গ্রন্থ, করিব সূচনা,
যে কারণে এই গ্রন্থ, হইল রচনা।
পূর্ব্বে পূর্ব্বাবধি, এক অপূর্ব্ব নগর,
গুণ-অনুরূপ নাম, আছে যশোহর।

যথায় বিখ্যাত, ইশফ্‌পুর পরগণা,
বৃথা চক্ষু তার, না দেখিল যেই জনা।
তার মধ্যে গ্রামচূড়া, নবপাড়া নাম,
নবীন কৈলাস যেন, দর্শনে সুঠাম।
তথায় শ্রীশিবচন্দ্র, রায় গুণমণি,
প্রশস্ত কায়স্থ বংশে, যিনি চূড়ামণি।
যাঁর যশে যশোময়, ছিল যশোহর,
যেন নব চন্দ্র নব-পাড়ার ভিতর।
শিব এসে নববেশে, নবপাড়া গ্রামে,
বুঝি শিবচন্দ্র রূপে, বসতি স্ব ধামে।
এবে সে সে বেশ ছেড়ে, ভব সে সুবেশে,
সতী সহ সতীপতি, এ নব নিবেশে।
ভবভোগ ভুঞ্জিতে, আপনি মৃত্যুঞ্জয়,
এসেছেন ত্যজিয়া, কপালে ধনঞ্জয়।
নাহি সে বিষম দৃষ্টি, সমদৃষ্টি সদা,
ভীম উগ্ররূপী নন, সুশান্ত সর্ব্বদা।
যাহাতে প্রলয়কালে, হইত সংহার,
সে আগুন তমোগুণ, নাহি তাঁর আর।
প্রায় পূর্ব্ব গুণ দোষ, হয়েছিল হীন,
কিন্তু আশুতোষ দোষ, ছিল চিরদিন।
ধনাভাবে পূর্ব্বে দেহ-আদি ছিল দান,
এক্ষণেও সেই সর্ব্ব, ছিল বিদ্যমান।

এই রূপে বহুকাল, করি নানা ভোগ,
শেষে শিবচন্দ্র পুনঃ, আরম্ভিল যোগ ।
ভব ভবসুখ অনুভব করি শেষে,
ত্যজি মায়াময় দেহ, গেলেন কৈলাসে ।
চারি সুত গুণযুত, রেখে বর্ত্তমান,
শিবচন্দ্র শেষে, হইলেন অন্তর্দ্ধান ।
গুণ রূপ অনুরূপ, চারি সহোদর,
জাতিতে অবর কিন্তু, গুণে সর্ব্ব বর ।
রতিকান্ত, কালিকান্ত, সর্ব্ব গুণধাম,
বাণীকান্ত, নবকান্ত, এই চারি নাম ।
যেমন সুবর্ণ সুধাকর রত্নাকর,
তেমতি গুণানুরূপ, নাম সবাকার ।
জ্যেষ্ঠ গুণ-জ্যেষ্ঠ, শিষ্ট, বিশিষ্ট-প্রকৃতি,
বাণীকান্ত তৃতীয়, নিতান্ত শান্তমতি ।
কনিষ্ঠ, কেবল তিনি বয়েসে কনিষ্ঠ,
গুণ গণনায় কিন্তু, পরম গরিষ্ঠ ।
কি কহিব আমি, সব মধ্যমের গুণ ?
যারে গুণ দিয়া ব্রহ্মা, হলেন নির্গুণ,
শঙ্কর সর্ব্বস্ব দিয়া, নিজে দিগম্বর,
ইথে কি করিব আমি, বাক্য আড়ম্বর ?
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যারে, করিয়া অর্পণ,
অনঙ্গ অনঙ্গ শেষে, হইল মদন ।

যাহার দাতৃত্ব-তত্ত্ব, সংক্ষেপেতে বলি,
দানে অভিমানে গেল, পাতালেতে বলি।
কল্প করি কল্পতরু, করিলেক দান,
রত্নাকর যত্ন বিনে, না দেন নিধান।
স্বভাবে আপনি ইনি, সদা দেন ধন,
যথা ঘন ঘন, করে স্বভাবে বর্ষণ।
দেব দ্বিজে নিজে যিনি, দৃঢ়-ভক্তি অতি,
বলিষ্ঠ বিশিষ্ট শিষ্ট, ইষ্ট-নিষ্ঠ-মতি।
শাস্ত্রালাপে কালযাপ, নাহি পাপ লেশ,
যার যশে বিশেষে, প্রকাশে সেই দেশ।
গণিয়া যাহার গুণ, দিবস রজনী,
না পারেন শেষ, শেষ করিতে আপনি।
সেই কালীকান্ত, কান্ত, শান্ত-দান্ত-মতি,
করিলেন এই অনুমতি মোর প্রতি;—
'বররুচি ভাগিনেয়, সুবন্ধু নামেতে,
শেষ বক্তা বলি খ্যাতি, যাহার জগতে;
তাহার রচিত গদ্য, শ্লেষ-সংঘটিত,
যে বাসবদত্তা গ্রন্থ আছে প্রচলিত,
তাহার তাৎপর্য্য ধার্য্য, সংক্ষেপে করিয়া,
ভাষায় ভাষিত কর, সত্বর হইয়া।'
সেই অনুমতিক্রমে, এই মতি-হীন,
গ্রন্থ-রচনাতে, চিন্তে ভাবে দিন দিন।

তথাপি ইহাতে আমি, করিনু প্রয়াস,
ওহে গুণিগণ! না করিহ উপহাস।
যদ্যপি আমার কাব্য, শ্রাব্য-যোগ্য নয়,
কৌতুক বলিয়া তবু, দৃষ্টি যুক্তি হয়।
শুকপক্ষী মুখে যদি, বাক্য শুনা যায়,
কীর বলে, কোন্ ধীর, ফিরে নাহি চায়?
অতএব গ্রন্থারম্ভে, সুজন নিকটে,
মদন প্রার্থনা এই, করে করপুটে।

গ্রন্থারম্ভঃ।

রাজধানী-বর্ণনা।

রাগিণী বাহার। তাল খয়রা।

কিবা অপরূপ স্বরূপ, বিরাজে ধীরাজে॥ ধ্রু॥

লঘু-ত্রিপদী।

অতি মনোহর, মহেন্দ্র নগর,
ছিল এক রাজধানী।
তাহার তুলনা, ভুলেও ভুলনা,
তুলনা মিলেনা জানি॥
যবে সেই শোভা, অতি মনোলোভা,
দেখয়ে অমরাবতী।

রূপে হয়ে হীনা, ঈর্ষাতে প্রবীণা,
ক্ষুণ্ণা নিজ পতি প্রতি॥
কত শত স্থলে, মণিখনি জ্বলে,
সে ভাসে প্রকাশে দিশি।
হেন আলো হয়, নাহিক নির্ণয়,
একি দিবা কিবা নিশি॥
গড়্খাই জল, দেখিয়া প্রবল,
শত্রুগণ পায় শঙ্কা।
যেন চারি ভিত, সমুদ্র-বেষ্টিত,
শোভিছে সুবর্ণ লঙ্কা॥
চারিদিকে তার, আছে চারি দ্বার,
প্রত্যেকে সহস্র দ্বারী।
হেন লাগে ভয়, বুঝি যমালয়,
সহজে যাইতে নারি॥
অট্টালিকাময়, পুরী সমুদায়,
দশ ক্রোশ আয়তন।
প্রস্তরে-গ্রথিত, অতি সুনির্ম্মিত,
যাহার নাহি পতন॥
মধ্যে রাজবাটী, কিবা পরিপাটি,
শোভে সিপাহীর পারা।
মাঝে যেন শশী, চারি দিগে বসি,
সবে শোভে তারা তারা॥

অট্টালিকা-মাঝে, রাজপুরী সাজে,
দেখিতে কিবা সে রঙ্গ।
যথা চারুভিত্ত, পর্ব্বতে শোভিত,
মাঝে সাজে মেরুশৃঙ্গ ॥
গৃহের ভিতরে, শোভে থরে থরে,
হরেক হীরক মণি।
যেন দিবা নিশি, আছে আসি বসি,
কত শশী দিনমণি ॥
ঝলকে ঝালর, ঝুলিছে বেলর,
ঝাড় ঝল ঝল জ্বলে।
তাতে বাতিপাঁতি, নাহি করে ভাতি,
মণির কিরণ-বলে ॥
এরূপে রচিত, মুকুরে খচিত,
ছবি সব শোভে তায়।
গৃহের-বাহিরে, থরে থরে হীরে,
কি কাজ করেছে হায়!
কি কব অধিক, ধিক্! ধিক্! ধিক্!
এমন নয়নে তার।
যেই অভাজন, পেয়ে দুনয়ন,
না হেরিল সে বাহার!
যদি একবার, তাহার বাহার,
দেখে কভু কোন জন।

বলে কেন বিধি, হয়ে গুণনিধি,

না দিলে শত নয়ন ॥

জিনি-চিন্তামণি, যথা-চিন্তামণি,

ভূপতিরে পেয়ে পতি।

স্বভাবে চপলা, আপনি কমলা,

অচলা আছেন সতী ॥

তেজে দিনমণি, রাজা চিন্তামণি,

মহেন্দ্রনগরীপতি।

মন্ত্রে বিভীষণ, গুণে গজানন,

বুদ্ধে যেন বৃহস্পতি ॥

ভুবনে গৌরব, মানেতে কৌরব,

দান-ধ্যানে যেন বলি।

বলে বলরাম, সর্ব্ব-গুণ-ধাম,

প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম-বলী ॥

সত্যে যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে দশশির,

নীর-সম স্থির-মতি।

যার বীরদাপে, ধরাধর কাঁপে,

যত্যাচারে মহাযতি ॥

রাম-রাজ্য-মত, রাজা প্রজা যত,

সমাদরে সম পালে।

গ্রহ পীড়া ভয়, রাজ্যে নাহি হয়,

রিষ্টি নাই বৃষ্টিকালে ॥

তাঁহার কুমার, জিনিয়াছে মার,
রূপের সৌন্দর্য্য-হেতু।
ধরণীর মাঝে, সেই যুবরাজে,
নামেতে কন্দর্পকেতু॥
তাঁর গুণ রূপ, অতি অপরূপ,
চপলা প্রকাশে হাসে।
চরণ-যুগল, যেন রক্তোৎপল,
সলিলে সলীলে ভাসে॥
করীবর-কর, গুরু-উরুবর,
কিম্বা রম্ভা-তরু রাজে।
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
হীরক বলয় সাজে॥
নয়নযুগল, জিনিয়া কমল,
ভ্রমর ভ্রমিছে তায়।
মুখ-সুধাকর, হেরে সুধাকর,
নখছলে পড়ে পায়॥
উরু গুরু ভালে, পড়িয়াছে ভালে,
কামের কামান খানা।
আকর্ণ সন্ধান, করিয়া সন্ধান,
নারীদলে দেয় হানা॥
সমরে করাল, যার করবাল,
বাল বৃদ্ধ নাহি বাছে।

পেলে বৈরিগণ, করিয়া ছেদন,
করতলস্থলে নাচে ॥
রণে সুপণ্ডিত, বাণে অখণ্ডিত,
হানিলে মারে সে প্রাণে।
শাস্ত্রে সুনিপুণ, আছে নানা গুণ,
কর্ণ-সম স্বর্ণ দানে ॥
ত্রিলোক খুঁজিলে, হেন নাহি মিলে,
নানা-গুণগণাক্রান্ত।
সেই তার মত, কহে এই মত,
মদনেরে কালীকান্ত ॥

রজনী-বর্ণন।

রাগিণী বাহার। তাল আড়াঠেকা।

শূন্য নিকুঞ্জ কাননে, বসিয়া কিশোরী
ভাবে কিশোর-বিহনে ॥ বেশ ভূষা সজ্জা
করি, সঙ্গে লয়ে সহচরী, গাঁথি হার কুসু-
মেরি, কান্দিছে সঘনে ॥ ধ্রু ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

মধু-সম মধুমাসে, তারা তারাগণ-পাশে,
শশী আসি বসি নিশিযোগে।
রজনী সজনী লয়ে, গুরু-জন গুরু-ভয়ে
আইল কৌতুকে সুখভোগে ॥

রজনীরে করে ধরি, সন্ধ্যা সুসন্ধান করি
চলি গেল করিয়া মিলন।
নিশিকে না হেরে আগে, শশী ছিল অনুরাগে,
পরে তাহা করিল গমন॥
প্রেয়সীরে পেয়ে পাশে, শশী মৃদু মৃদু হাসে,
হরিষে বরিষে সুধাধার।
রজনীরে ক'রে কোলে, তিমির বসন ফেলে,
কলে বলে করিছে বিহার॥
শশীর দেখিয়া রঙ্গ, সে কথা যতেক ভৃঙ্গ,
হুঙ্কারেতে বলিয়া বেড়ায়।
হয়ে হিমাংশুহিতাশী হেনকালে বায়ু আসি,
উপহাসে সে সব উড়ায়॥
শশীর সে রাস হেরে, কোকিল বৈরিতা করে,
কুহু কুহু কুহরে ডাকিছে।
এইরূপ ব্যবহার, হেরে সবে সবাকার,
ফুলগণ পুলকে হাসিছে॥
নিশিগন্ধা, বেল, কুন্দ, গন্ধরাজ, মুচুকুন্দ,
মকরন্দ, সুগন্ধ বন্ধুক।
টগর, কাঞ্চন-কলি, সেঁওতি, পিউলি, বেলি,
কৃষ্ণকেলি, পলাশ, কিংশুক॥
কুমুদ প্রমোদ মদে, বিকসিত হয়ে হ্রদে,
ভৃঙ্গ-সঙ্গে রঙ্গ কত করে।

জলচরে জলচরে, কেলি করে পরস্পরে,
কুতূহলে স্থলে স্থলচরে ॥
বিষাদ বিবাদ বাধে, অবাধে মনের সাধে,
সবে সাধে নিজ নিজ সাধ ।
বিরহ বিচ্ছেদ খেদ, পরস্পর হয়ে ভেদ,
পলাইল করিয়া বিবাদ ॥
নিজ গৃহে নির্বিরহে, সবে সুখে সুখে রহে,
যামিনীর প্রভাব এমন ।
প্রিয়ে সে প্রেয়সী-রসে, তুলিয়া হৃদয়াকাশে,
অনায়াসে তোষে তার মন ॥
কত নারী কুঞ্জে কুঞ্জে, নানামত সুখ ভুঞ্জে,
প্রিয়পাশে করে অভিসার ।
নায়ক নাবিক হয়ে, তরুণী-তরণি লয়ে,
সুখে যায় সুখ-পারাবার ॥
কেহ চিরঅভিলাষী, হয়ে ছিল পরবাসী,
আবেশে আবাসে সুখে আসি ।
লইয়া নিজ কামিনী, পেয়ে এ সুখ-যামিনী,
সারা নিশি পোহাইছে বসি ॥
একে মন্দ সমীরণ, তাহে শশীর কিরণ,
কাম-উদ্দীপন ক্ষণে ক্ষণে ।
কথায় কথায় কেহ, রসেতে অবশ দেহ,
ঘন ঘন মাতিছে মদনে ॥

এরূপে নগরবাসী, সবে দুঃখ তমো নাশি,
গৃহে রহে লইয়া রমণী।
যার ছিল যে বাসনা, সে পুরায় সে কামনা,
পেয়ে এই সুখের রজনী ॥
ক্রমে নিশি হয় সাঙ্গ, নিদ্রায় বিবশ অঙ্গ,
অলসেতে ঢালিয়া শয্যায়।
সুখে মুখে মুখ দিয়ে, হৃদয়ে হৃদয় থুয়ে,
প্রিয়া লয়ে সবে নিদ্রা যায় ॥
রজনী-সম্ভোগ-পরে, স্নান করিবার তরে,
শশী অস্তাচলে উত্তরিল।
অনন্তর কুতূহলে, পশ্চিম জলধিজলে,
তারাগণ-সহ ঝাঁপ দিল ॥
একাকিনী আমি নারী, কেমনে রহিতে পারি,
ইহা ভেবে নিশি যায় চলে।
সারি সারি শারি শুকে, শাখী পরে শুয়ে সুখে,
কৌতুকে এসব কথা বলে ॥
কোকিল অখিল নিশি, পেয়ে সুখে সুখশশী,
বসি বসি করে জাগরণ।
লোহিত নয়ন ভরে, 'উহু উহু' শব্দ করে,
অলস আবেশে অনুক্ষণ ॥
ময়ূর ময়ূরী হুরী, ডাক ডাকে ভূরি ভূরি,
কলরবে কলরব বন।

বকুলে মুকুল ফুটে, অলিকুল চলে ছুটে,
মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
নিশি-অবসান-ভাগে, কেহ বা বিভাস-রাগে,
ললিত আলাপে গীত গায়।
সেই সে মধুর তানে, চেতনা পাইয়ে প্রাণে,
শেল বিন্ধে বিরহিণী-গায়॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত,
মুনি ঋষি যতি কত জন।
ব্রহ্মা মুরারেতি করে, বর্দ্ধি মৃদু মৃদু স্বরে,
অন্নপূর্ণা শিবাদি ভজন॥
কেহ গায় মুরহর, ডাকয়ে শিব শঙ্কর,
শ্রীযশু দুলাল নন্দলালে।
কেহ দুর্গা দুর্গা বলি, কুশ বা কুসুম তুলি,
কোশা লৈয়া প্রাতঃস্নানে চলে॥
কোন নারী বিপ্রলব্ধা, পতিরে না পেয়ে ক্ষুব্ধা,
মানভরে ফিরিয়া বসিল।
কহিছে যামিনী যায়, প্রাণ কেন নাহি যায়,
যদি নাথ ঘরে না আইল।
কোন বা অভিসারিকা, ডাকিছে শুক শারিকা,
দেখে আস্তে ব্যস্তে আঁখি মেলে।
উঠিয়া ঘুমের ঘোরে, অতি ভোরে ঘোরে২,
ত্বরা করে ঘরে ঘরে চলে॥

কোন বা খণ্ডিতা সতী, প্রভাতে আগত পতি,
রতিচিহ্ন দেখে কোপান্বিতা।
গুরু অভিমান-ভরে, পতিরে না নিল ঘরে,
শেষে হইল কলহান্তরিতা॥
স্বাধীনা স্বাধীন-পতি, লয়ে সারারাতি রতি,
করে অতি কাতরা নিদ্রায়।
পতিরে লইয়া পাশে, বান্ধি বাহুলতাপাশে,
নিদ্রা-আশে প্রাতে নিদ্রা যায়॥
এই রূপে নিশি-রঙ্গ, সকল হইলে সাঙ্গ,
শশী-সঙ্গে যামিনী পোহায়।
হেনকালে যুবরায়, ছিলেন সুখে নিদ্রায়,
তাঁরে স্বপ্ন মদনে দেখায়॥

কন্দর্পকেতুর স্বপ্ন-বিবরণ।

রাগিণী লুম্। তাল জৎ।

করি করি হে মিনতি থাক এ সুখ রজনী
পোহাও না হেরি কামিনী॥ ধ্রু॥
যদি অপরূপ শশী, উদয় হইল আসি,
হৃদিসরোরুহদলে পশিবে এখনি॥

পয়ার।

ক্রমে অস্ত শশী সঙ্গে, করি তারাগণ।
মকরন্দ-গন্ধে ভৃঙ্গ, করয়ে ভ্রমণ॥

শাখী-পরে শারি শুক, করে কলধ্বনি।
অরুণ উদয় হয়, প্রভাতা যামিনী॥
মণিময় পর্য্যঙ্কেতে, রাজার নন্দন।
অবিরত নিদ্রা যায়, হৈয়া অচেতন॥
শুভক্ষণে শুভ স্বপ্ন, হইল গোচর।
নাহি জানে খেচর, ভূচর বনচর॥
দেখিতে না পান চক্ষু, সে পরম রস।
বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তি চিত্ত, নিদ্রায় বিবশ॥
অন্য যে পদার্থ সার্থ, করিয়া অন্তর।
অন্তরে করয়ে নিদ্রা, নৃপের গোচর॥
ত্রিভুবন লোভনীয়া, যেন পূর্ণ-শশী।
স্বপ্নে দেখা দিল আসি, ষোড়শী রূপসী॥
অপরূপ রসকূপ, অনুপ সে রূপ।
রূপের স্বরূপ তার, বর্ণিব কি রূপ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, কামিনীর বর্ণ।
মসীময় বর্ণে বর্ণে, হয় বা বিবর্ণ॥
ইহা ভেবে বর্ণনে, উচিত হওয়া চুপ।
স্বরূপ সে রূপ পাছে, হইবে বিরূপ॥
তথাপি কহিব যথা, শক্তি অনুসারে।
সে রূপ যে রূপ কিছু, পারি বর্ণিবারে॥

কামিনীর রূপ-বর্ণন।

পয়ার।

কুটিল কুন্তলে কিবা, বান্ধিয়াছে বেণী।
কুণ্ডলী করিয়া যেন, কাল কুণ্ডলিনী ॥
রমণী-স্বরূপ মণি, সদা রক্ষা করে।
তার চোরে অপাঙ্গ, ভঙ্গিতে বিষে যারে ॥
ভালে ভাল বিলসিত, অলকা বিলাসে।
মুখপদ্মমধুআশে, অলি আসে পাশে ॥
শশাঙ্ক শশঙ্ক হেরি, হেরি সে মুখ-সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা ॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু, দেখিয়া ভ্রূধনু।
অভিমানে হর-হুতা,-শনে ত্যজে তনু ॥
নাসা-বংশ নয়ন-যুগল-মাঝে শোভে।
যেন বৈসে শুকপক্ষী, ওষ্ঠবিম্ব-লোভে ॥
কিম্বা নেত্র-সুধাসিন্ধু, বিভাগের হেতু!
তার মধ্যে বুঝি বিধি, বান্ধিয়াছে সেতু ॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে, রঞ্জিত অঞ্জন।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে, চঞ্চল খঞ্জন ॥
একেত অসহ্য শর, কটাক্ষ বিষম।
তাহাতে অঞ্জন কটু, কালকূটসম ॥
কি কহিব অধর, অধর করে বিম্ব।
অনুমানি ত্রিভুবনে, নাহি প্রতিবিম্ব ॥

সে বদন-বিধু অতি, পরম বিভব।
অধররাগেতে যেন, সন্ধ্যাঅনুভব ॥
কুন্দ সুকুসুমসম, দশনের শোভা।
ঈর্ষায় দাড়িম্ববীজ, বুঝি শোণ-আভা ॥
হাস্যমুখী সে যখন, মৃদু মৃদু হাসে।
পদ্মরাগোপরি কত, মুক্তা পরকাশে ॥
শোভে ভুজ মৃণাল, লাবণ্যসরোবরে।
পাণিপদ্ম প্রকাশে, নখর রবিকরে ॥
ক্ষীণাঙ্গিনী সে রমণী, হইয়া তৎপর।
উচ্চ কুচ ধরাধর, ধরে বক্ষোপর ॥
কি জানি কখন যদি, পড়ে নিজ ভারে।
চুচুকের ছলে বিধি, বিন্ধে লৌহসারে ॥
নিরখি সে কুচ শম্ভু, বুঝি কাম ডরে।
পশিল অনঙ্গ হয়ে, কটির মাঝারে ॥
ত্রিবলির ঊর্দ্ধে তার, শোভে রোমাবলী।
নাভিপদ্মগন্ধে যেন, ধায় ভৃঙ্গাবলী ॥
কি বলি ত্রিবলি কিছু, বলিতে না পারি।
রতিপতি উঠিতে, সোপান সারি সারি ॥
সুবলনি মধ্যখানি, কি বাখানি তার।
আছে কি না আছে অনু,-মান করা ভার ॥
ভূধর হইতে গুরু, সে নিতম্ব ভারি।
বুঝি বুঝিবারে হরি, হন গিরিধারী ॥

জঘনেতে শোভে মণি, কাঞ্চী গুণশ্রেণী।
যুব-জন-মনোহরা, বান্ধিতে বন্ধনী॥
সতর্কেতে নানা তর্ক, করি হয় স্থির।
জঘন মদনপুরে, কনকপ্রাচীর॥
কেবা করে করীকরে, সে উরুতুলনা।
কদলী তুলনা তার, মনেও তুল না॥
সুধু ধরা ভারে ধৈর্য্য, নহে বিষধর।
তাহে তার ধরাধর, সম পয়োধর॥
আর ততোধিক গুরু, নিতম্বের ভর।
এ সকল ভারে ফণি,-পতি সকাতর॥
ইহা দেখি বিধি তার, কৈল মন্দগতি।
যথা মন্দ মন্দ চলে, মরালের পাঁতি॥
তথাপিও ফণিপতি, থাকিয়া থাকিয়া।
মেদিনীসহিত উঠে, কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
করীবর হেরি উরু, গুরুপয়োধর।
মন্দমতি মন্দগতি, নিরখি তৎপর॥
কি হইবে মুণ্ড শুণ্ড, মন্দগতি তার।
ইহা ভাবি দেয় দেহে, ধূলি অনিবার॥
নিজ নিপুণতা ধাতা, জ্ঞাপন করিতে।
অপরূপ রূপ তার, সৃজিল জগতে॥
তার নিদর্শন দেখ, এই বিপরীত।
নখচন্দ্রে করে পাদ,-পদ্ম বিকসিত॥

বুঝি মণি নূপুরের, করি কলধ্বনি।
পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে, জাগায় সে ধ্বনি॥
সপ্তস্বরা শরসম, শুনি তার স্বর।
দেখি পিক 'উহু উহু', করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন, পুনঃ পাওয়া ভার।
মদনের মোহ হয়, ভাবি রূপ তার॥

স্বপ্নান্তাবস্থা।

রাগিণী টোড়ি।—তাল একতালা;

মন-হরিণী আমার, মন-বনে পশিল। মম
ধৈর্য্য-তৃণ-সব, উন্মুলন করিল॥ ধ্রু॥
পাতিয়ে স্বপন-পাশ, ধরিতে করিনু আশ,
তাহাতে নিদ্রার ফাঁস, অমনি খসিল॥

লঘু-ত্রিপদী।

সে রূপ নিদ্রায়, হেরি যুবরায়,
গোপনে স্বপনাবাসে।
তায় ত্বরা করে, চায় ধরিবারে,
মদনআবেশে শেষে॥
চেতনা পাইয়া, উঠে শিহরিয়া,
তাহারে না হেরে ঘরে।
বেগেতে বাহিরে, দেখে ঘুরে ফিরে,
পরে আইল ঘরে ফিরে।

বুঝি সে ললনা, করিয়া ছলনা,
গোপনে গোপনে আছে।
ইহা মনে করে, বাহিরে ও ঘরে,
যায় চায় ফিরে পাছে ॥
এরূপ স্বপন, নৃপের নন্দন,
হেরি হৈল চমকিত।
স্বপ্নে যারে হেরি, তারে না নেহারি,
ভাবে একি আচম্বিত ॥
যেন হারানিধি, হস্তে দিয়া বিধি,
পুনরায় হরে লয়।
যথা শিরোমণি, হারায়ে সাপিনী,
অন্তরে তাপিত হয় ॥
তেমতি কুমার, ভাবি অনিবার,
নিবারিতে নারে দুঃখ।
ক্ষণেক শিহরে, ক্ষণে ধরাপরে,
পড়ে পরিহরি সুখ ॥
হৃদয় বিদরে, তথাপি আদরে,
পুনঃ করয়ে শয়ন।
স্বপ্ন দেখিবারে, নিদ্রা বাঞ্ছা করে,
মুদ্রিত করি নয়ন ॥
কি হল কি হল, বুঝি প্রাণ গেল,
কি ঘটিল অকস্মাৎ।

হরি হরি একি, মরি মরি দেখি,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ॥
করিয়া নিধন, কোন শত্রুজন,
সে ধন লইল হরে।
কিবা সে রমণী, গেল বা আপনি,
চলিয়া ছলিয়া মোরে॥
কহে পুনঃ উঠে, এ ঘোর সঙ্কটে,
দেখা দিয়ে রাখ প্রিয়ে।
তুমি প্রাণ-ধন, বিনা তোমা ধন,
থাকিব কি ধন লয়ে॥
এই প্রাণপ্রিয়ে, দেখ মোর হিয়ে,
প্রফুল্ল কুমুদপ্রায়।
তোমা বিধু বিনে, বিরহতপনে,
তাপেতে শুকায়ে যায়॥
নারি নিবারিতে, লাবণ্যবারিতে,
তোমার প্রেম-তরঙ্গ।
উপায় কি করি, মম মন-তরি,
ডুবিল কি দেখ রঙ্গ॥
তোমার বিরহে, মোর প্রাণ দহে,
নাহি চাহে দেহে রহে।
ও বিধুবদন, না হেরি নয়ন,
নীরাধারা ধারা বহে॥

একে ত অন্তর, দহে নিরন্তর,
দারুণ মদন-শিখী।
স্নেহে শত গুণ, হয়ে সে আগুন,
দ্বিগুণ করয়ে দেখি॥
দিয়া ধৈর্য্যবারি, নিবারিতে নারি,
অবারিত হয়ে জ্বলে।
নিবারণজন্য, অনন্য-শরণ্য,
বিতর লাবণ্যজলে॥
তব নবঘন, সম স্তনয়ন,
বিতর তাহার ধার।
কিম্বা অকপটে, সিঞ্চ স্তনঘটে,
সঙ্কটে করহে পার॥
কি কাজ পীযূষে, তবাধর রসে,
যদি কর রসায়ন।
তবে কামজ্বরে, পারি বাঁচিবারে,
নতুবা গেল জীবন॥
নারীর হৃদয়, নবনীতময়,
অনায়াসে গলি যায়।
তবে তব হিয়ে, কেন ওহে প্রিয়ে,
হইল পাষাণপ্রায়॥
মিছে পরিহাস, করে সর্ব্বনাশ,
কেনবা কর আমার।

কহি যে বচন, রাখহ জীবন,
দেখা দেহ একবার ॥
পেয়ে বহু তাপ, করিয়া বিলাপ,
এই মতে কতমত।
ক্ষণে ক্ষণে ধায়, ক্ষণে মোহ যায়,
ক্ষণে উন্মাদমত ॥
পড়িয়া ধরায়, ধূসরিতকায়,
এ দুঃখ জানাব কায়।
ভয়ে যত জন, নিজ পরিজন,
নৃপতিরে না জানায় ॥
সবে ঠারে ঠোরে, ভাষে পরস্পরে,
একি দেখি অকস্মাৎ।
অদ্য যুবরাজ, উন্মাদের সাজ,
কি হল দৈব-বশাৎ ॥
মনের ব্যসনে, ত্যজিয়া বসনে,
ম্রিয়মাণ অনশন।
নানা উপহার, তুচ্ছ নিদ্রাহার,
না গলে হার ভূষণ ॥
এরূপ বিবশ, রহে সে দিবস,
দিনমণি অস্ত যায়।
নিশিতে অবাক, দেখি চক্রবাক,
চক্রবাক মোহ যায় ॥

দেখহ বিরহ, কিবা সে দুঃসহ,
এক রজনীর তরে।
পদ্মিনী সকলে, ভ্রমরের ছলে,
কালকূট পান করে॥
দুঃখনীর তীরে, তরুণী-তরিরে,
কষ্টেতে আশ্রয় করি।
এরূপে কুমার, দিবা হয়ে পার,
ঠেকিলেন বিভাবরী॥
মদনজ্বালায়, দ্বিগুণ জ্বালায়,
দেখিয়া উদিত শশী।
হায় একি কাল, মদন-জঞ্জাল,
ভাবয়ে নিরখি নিশি॥

দ্বিতীয় নিশি-বিরহ-বর্ণন।

রাগ মালকোষ, বাহার।—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

মনে মনে করি না করি বিষাদ। বিদিত
করায়ে বিধি ঘটালে প্রমাদ॥ ধ্রু ॥
স্বপনে হেরেছি যায়, তারি পিছে মন
ধায়, প্রাণ বুঝি পরে যায়, না পুরিতে সাধ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

উদয় গিরিকুহরে, ছিলেন শয়ন করে,
উঠি আসি গগন-কানন।
দুরন্ত শশী-কেশরী, কিরণ-নখরে করি,
তমো-করি করে বিদারণ॥
প্রকাশ হইল ভালে, যামিনী কামিনীভালে,
যেন শোভে সিন্দূরের বিন্দু।
মদনের গুপ্ত চর, এই হেতু নিশাচর,
হয়ে সদা চরে ফিরে ইন্দু॥
সশঙ্ক শশাঙ্কে হেরি, ভ্রমে নানা ভ্রম করি,
ভাবে বসি সে কন্দর্পকেতু।
ভবনের জয় হেতু, মীনকেতুর জয়কেতু,
অথবা উদিত ধূমকেতু॥
সুহৃৎকর শশীকর, রমণের বশীকর,
বিরহীর দুঃখের আকর।
একেত সে মধুনিশি, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণশশী,
তাহাতে সে নবীন নাগর॥
না জানে বিরহজ্বালা, ঘটিল বিষম জ্বালা,
তনুজ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল।
না পায় উপায় বিধি, তারে ভাবে নিরবধি,
বিধি কিবা প্রমাদ পাড়িল॥

একে ভাবে মৌনভাবে, সমভাবে সদা ভাবে,
প্রিয়াভাবে সকলি অভাব।
দেখ দেখি প্রেমদায়, ভাবিয়ে সে প্রেমদায়,
বড় দায় প্রেমের প্রভাব ॥
উদিত হইল ইন্দু, উথলিল শোকসিন্ধু,
বারি-বিন্দু নয়নেতে ঝরে।
নহে সে নিষেধবেলা, লজ্জা ভয় দুই বেলা,
সে প্রবাহ রাখিতে না পারে ॥
প্রেমবায়ুর পেয়ে সঙ্গ, বাড়িল প্রেমতরঙ্গ,
তনু-তরি হারা হৈল প্রায়।
নয়নসলিলে ভাসে, সকাতরে মৃদুভাষে,
প্রেমাভাষে ভাসে যুবরায় ॥
হৃদয়ে বিরহানল, ক্রমেতে হয়ে প্রবল,
তনুতৃণ দহিছে কেবল।
না পায় উপায়বারি, কেহ নাহি সহকারি,
কেমনে নির্ব্বাণ করি বল ॥
ছিল যারা অনুকূল, তারা হয়ে প্রতিকূল,
যায় চলে অকূলে ফেলিয়া।
মন সদা তারে ধায়, নয়ন দেখিতে চায়,
প্রাণ যায় তাহার লাগিয়া ॥
ক্রমে তনু হৈল তনু ভাবি সেই বরতনু,
অতনুর জ্বর হৈল তায়।

সুকুমার মনকরি, মোহপঙ্কে বদ্ধ করি,
নৃপতিনন্দন মূর্চ্ছা যায়॥
হৃদয়ে প্রেমের ছাপা, কভু নাহি রহে ছাপা,
জগৎ ছাপা প্রকাশিত হয়।
ধরাধরি সবে ধরি, ধরা হৈতে তুলে ধরি,
ত্বরা করি চেতন করায়॥
ভূপতির আজ্ঞামত, শান্তি করে কতমত,
নানামত চিকিৎসকগণ।
কুমারের সেই ভাব, দেখে করে অনুভব,
কি ভাব এ ব্যাধির কারণ॥
বৈদ্য কহে অপস্মার, গণকেতে কহে সার,
গ্রহ যে বৈগুণ্য বড় দেখি।
ভূতাগত স্কন্ধে হয়, ভৌতিক ওজাতে কয়,
ক্ষিতিতলে খড়ি দাগ লিখি॥
এমত মত বিমত, পরস্পর অসম্মত,
দেখি নৃপ না পায় উপায়।
নাহি হয় রোগস্থির, রাজা হইয়া অস্থির,
শোকাকুল হয়ে ফিরে রায়॥
মদন কহিছে সার, এত নহে অপস্মার,
নহে অন্য ব্যাধি আমি জানি।
প্রেমসুখ রত্নাকর, তরাইতে ত্বরা কর,
মিলাইয়া তরুণী-তরণি॥

কন্দর্পকেতুর উন্মাদাবস্থা।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

বিচ্ছেদানলে, প্রাণ দহে বিরহজ্বালায়।
এ দুঃখে জানাব কায়, হিমকর কর জিনি
দ্বিগুণে৷ বাড়ায় তায়॥ ধ্রু॥
একবার হয় মন, বিষ পানে ত্যজি প্রাণ,
আবার ভাবি প্রয়োজন, কি জানি হয়
আমায়॥

পয়ার।

এই রূপ নিশি দিবে, নৃপের নন্দন।
একভাবে ভাবে সেই, স্বপ্নবিবরণ॥
সজল পঙ্কজপত্র, উশীর চন্দন।
তাপ নিবারিতে অঙ্গে, করয়ে লেপন॥
অন্তরে গুমরে দহে, বিরহ-জ্বলন।
বাহিরে চন্দনে তাহা, হয় কি বারণ॥
পয়ান উপরে পঙ্ক, করিলে লেপন।
সে অনল নাহি যথা, হয় নিবারণ॥
বরঞ্চ দ্বিগুণ পুনঃ, হয় সে আগুন।
তেমতি হইল তার, চন্দনের গুণ॥
ধরার ধূলায় গায়, ধূসরিত-কায়।
হায় হায় করে সায়, না দেয় কথায়॥

নিজ জন পরিজন, সুহৃদ সজ্জন।
সঙ্গে সঙ্গ নাহি, কথোপকথন ॥
কথায় কথায় কত, প্রলাপে আলাপ।
সন্তাপ সন্তত তাপ, করে কালযাপ ॥
দিশিহারা দিশি দিশি, চায় দিবা নিশি।
দিবসু অবশ দিগ,-বাস থাকে বসি ॥
হাহাকার অলঙ্কার, শবাকারপ্রায়।
আহার বিহার হার, নাহিক গলায় ॥
বসন-ভূষণ-হীন, আসন-বর্জ্জিত।
সমুচিত হিতাহিত, বিহিত-রহিত ॥
সম্ভাষে না ভাষে কিছু, ভাসে দুঃখনীরে।
অমনি রমণী ভাবে, ভাবে রমণীরে ॥
মণিহারা ফণী দুঃখ, গণিয়া আপনি।
যেমন তাপিত মন, দিবস রজনী ॥
তেমতি তাহার মতি, অতি নীতিহীন।
নিতি নিতি প্রতি বেলা, ক্ষীণ দিন দিন ॥
উন্মত্তের সাজ যুব,-রাজ ইহা ভেবে।
সদা সেই অনুরূপ, সেবা করে সবে ॥
বৃহচ্চন্দনাদি সে, মধ্যম-নারায়ণ।
সদত করয়ে তৈল, গাত্রেতে মর্দ্দন ॥
গুপ্তহ্রদ আছে যথা, সূর্য্যাদি-বর্জ্জিত।
পঙ্কে পরিপূর্ণ বৃক্ষ, লতা-আচ্ছাদিত ॥

তুলিয়া তাহার বারি, গাগরী সাজায়।
শত ভার পরিমাণে, মজ্জন করায় ॥
মকরধ্বজ রসাসিন্ধু, বিন্দু পরিমাণে।
ক্ষণে ক্ষণে সেবনে, মধুর অনুপানে ॥
চতুর্ম্মুখ বৈমুখ, হইল অভিপ্রায়।
দেখি চিন্তামণি রায়, করে হায় হায় ॥
সুস্নিগ্ধ খাদ্যের দ্রব্য, সেব্য চর্ব্ব্য মত।
লেহ্য পেয় স্বর্ণকটো,-রাতে শত শত ॥
নাহি দেখে গুণ তাহে, দ্বিগুণ বিগুণ।
ক্রমে বৃদ্ধি যোউগৃহে, লাগিল আগুন ॥
যেবা আশা বাসা কি, শুশ্রুষা তাহে মানে।
মরি মরি করিকর, বক্ষদেশে হানে ॥
দেখিয়ে অস্থির হয়ে, চারু চিন্তামণি।
উন্মাদ বিযাদ হেরি, পরমাদ গণি ॥
শত শত নানামত, করে কত ক্রম।
ক্রম সে বিষম বৃদ্ধি, নহে উপশম ॥
যতেক করয়ে শান্তি, হয় কান্তি-হ্রাস।
গুপ্তভাব ব্যক্ত নহে, ক্ষিপ্ততা-প্রকাশ ॥
উন্মত্ত জানিয়া শেষে, দেশে সর্ব্ব জনা।
নগরে নগরে পরে, করে সে ঘোষণা ॥
রস রত্নাকর দ্বিজ, মদনে রচিল।
কালীর প্রভাবে ভাব, প্রকাশ হইল ॥

কন্দর্পকেতুর প্রতি বন্ধু মকরন্দের হিতোপদেশ।

পয়ার।

বিকট দেখিয়া কেহ, নিকটে না যায়।
অন্তর হইতে অস্ত, আভাসে সুধায়॥
নানা জন নানা বার্ত্তা, করয়ে চালনা।
ঠারে ঠোরে ঘোরে ঘারে, সঞ্চারে সূচনা॥
ইঙ্গিতে ত্বরিতে আইসে, সুহৃদ-সজ্জন।
পাশে বসি তোষে মন, করিতে রঞ্জন॥
কন্দর্পকেতুর মিত্র, পাত্রপুত্র যেই।
উন্মাদ-সম্বাদ পেয়ে, দ্রুত আইল সেই॥
গুণবান গুণধাম, মকরন্দ নাম।
আস্তে ব্যস্তে উত্তরিল, কুমারের ধাম॥
ধীরে ধীরে ধীর গিয়ে, কুমারের পাশ।
দেখে ধূলি ধূসরাঙ্গ, ঘন বহে শ্বাস॥
অঞ্চলে মুছায়ে অঙ্গ, বিস্তর কৌশলে।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া ভঙ্গি,-ভাবে হিত বলে॥
তুমি মোর প্রাণ বন্ধু, আমি মাত্র দেহ।
চেতন হইয়া উঠ, এই ভিক্ষা দেহ॥
তুমি মম বুদ্ধি বল, তুমি হে জীবন।
তিলেক না হেরে হই, স্বজীবে নিধন॥

গুণজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ তুমি, বিজ্ঞ প্রাজ্ঞবান।
বীর ধীর স্থির-মতি, ভীষ্মের সমান॥
জগৎ-গণ্য-মান্য তুমি, ধন্য খ্যাতাপন্ন।
তব দানে বিপন্ন, সকল সুসম্পন্ন॥
সরস্বতী-বরপুত্র, বিদ্যায় আপনি।
নিতান্ত সুশান্ত দান্ত, গুণিগণ-মণি॥
সুরগুরুসদৃশ, অভ্রান্ত-বুদ্ধি তুমি।
ভ্রান্ত হয়ে হিত-বাক্য, কি কহিব আমি॥
সহজে ঔদার্য্য ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য-স্বভাব।
মাধুর্য্য চাতুর্য্য শৌর্য্য, নহে ক্রৌর্য্যভাব॥
ধনেতে ধনেশ রূপে, গুণে গুণবান।
ত্রিভুবনে কেবা আছে, তোমার সমান॥
কিসের অভাব তব, হৈল হেন ভাব।
ভাব না বুঝিতে পারি, এ কেমন ভাব॥
কিম্বা কার ভাবে হই,-য়াছ ভাবান্তর।
নহে কেন এক ভাবে, ভাব নিরন্তর॥
শৈশব কালের ভাব, ভুলিয়াছ ভাই।
ভালো ভালো বুঝিনু সে, ভাব আর নাই॥
যদি কোন ভাব মনে, হয়েছে উদয়।
আমারে কি গুপ্তভাব, উপযুক্ত হয়॥
ভদ্রজন ভ্রমে কোথা, দিশা-হারা হয়।
সুজন কুজনমত, কভু তারা নয়॥

কুজনের মৈত্রীভাব, যেন জলে রেখা।
সম্ভাষ না করে পরে, যদি হয় দেখা ॥
আপাতত মুখে মধু, তালফলসম।
পরিণামে পরিপাকে, হয় সে বিষম ॥
সজ্জনের প্রীতি প্রতি,-দিন প্রতি বেলা।
সিতপক্ষ শশীসম, বাড়ে প্রতিকলা ॥
পাষাণের রেখাসম, সম চিরদিন।
নিধন হইলে তবু, নাহি ভাবে ভিন ॥
ইহার দৃষ্টান্ত নীর, ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয় এই নাম মাত্র, প্রীতি পরস্পর ॥
জ্বাল দিয়া দুগ্ধেরে, বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর, আগে ভাগে মরে ॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু, দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ, দিতে সেই দাহে ॥
এই মত সজ্জন, মরণ-অবসরে।
যথা সাধ্য অপরের, উপকার করে ॥
তার সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য, থাকি রাহুমুখে।
তথাপি প্রদান করে, পুণ্য অন্য লোকে ॥
মশকের রীতিসম, হয় অসজ্জন।
কেবল পরের ছিদ্র, করে অন্বেষণ ॥
অগ্রেতে কানের কাছে, করে মৃদুধ্বনি।
পরে পৃষ্ঠ-মাংস খায়, নিঃশঙ্ক এমনি ॥

খলের চরিত্র কিছু, এমনি বিচিত্র।
কে জানিতে পারে তার, কেবা শত্রু মিত্র ॥
দেখা হৈলে দূর হৈতে, করয়ে সম্ভাষ।
কাছে আসি বসি কহে, মৃদু মৃদু ভাষ ॥
কিন্তু কুটিলতা তার, প্রতি পায় পায়।
অনন্ত খলের অন্ত, কেবা অন্ত পায় ॥
পরদোষ-দর্শনেতে, সহস্র নয়ন।
শুনিতে পরের নিন্দা, অযুত শ্রবণ ॥
রচিতে পরের নিন্দা, সহস্র রসনা।
শতমুখ হয় হেন, করয়ে বাসনা ॥
দেখিতে স্বদোষ আর, সজ্জনের গুণ।
অন্ধ হয় সে দুর্ম্মতি, এমতি বিগুণ ॥
মনে মনোগত ভাব, থাকে এক মত।
বাক্যেতে সে ভাব ব্যক্ত, করে অন্যমত ॥
কার্য্যমত সেমত, বিমত হয় তার।
খলের চরিত্র চিত্ত, এমত প্রকার ॥
সজ্জনের মনে মনে, থাকে যেই ভাব।
বাক্যেতে সে ভাব কভু, নহে অন্যভাব ॥
কার্য্যেতেও সেই ভাব, নহে ব্যতিক্রম।
স্বভাবে সতের ভাব, এইমত ক্রম ॥
তুমি বন্ধু সুধীর, গম্ভীর সুচতুর।
সুস্থির হইয়া কেন, অস্থির অতুর ॥

মনস্থির কর স্থির, হৈওনা অস্থির।
স্থির বিনা কোন কর্ম্ম, নাহি হয় স্থির॥
সর্ব্ব সিদ্ধ সাধ্যে সিদ্ধি, সাধে সেই ধীর।
সর্ব্বদা যাহার মন, থাকয়ে সুস্থির॥
পরের বিপত্ত্যে খল, উল্লাসিত মন।
তোমার এ ভাব দেখে, হাসে খলগণ॥
খল খল খলদল, খল খল হাসে।
তোমার এ ভাব দেখে, সুখে সুখে ভাসে॥
পরের বিপত্ত্যে তারা, হয় হৃষ্টচিত।
অতএব নহে তব, এ ভাব উচিত॥
পূর্ব্বে যে জগত যশে, করেছো উজ্জ্বল।
তারে তুমি শক্রহাসে, করিছো ধবল॥
মকরন্দ কাব্য মক,-রন্দ করে পান।
অচেতনে কুমার, চৈতন্ত জ্ঞান পান॥
ধীরে ধীরে ধীর কহে, মৃদু মধুস্বর।
যেন মধু-মত্তপিক, করে পঞ্চস্বর॥
কাব্য-রস-রত্নাকরে, করিয়া মজ্জন।
কালীর আভাসে ভাষে, মদনমোহন॥

কন্দর্পকেতুর মকরন্দ-প্রত্যুক্তি।

রাগিণী বাহার পঞ্চম।—তাল তেওট।

না মানে মানা মনোকরী হেরি রূপ স্বপনে।
সে রূপে উপমা দিতে ত্রিজগতে দেখিনে॥ ধ্রু॥

ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুন হে প্রাণবঁধু, যে সব মধু মধু,
হাসিয়া মৃদু মৃদু, জানালে।
ভাল এ উপদেশ, আমারে সবিশেষ,
করিয়া অবশেষ, শুনালে॥
ভাল হে ভাল বটে, যদি এলে নিকটে,
শুন তা অকপটে, যা বলি।
তুমিতো আছ ভাল, শুনিলে থাকি ভাল,
কহতো সুমঙ্গল, সকলি॥
আমার যেবা দুঃখ, কহিতে ফাটে বুক,
ক্ষণেক নাহি সুখ, মনেতে।
কি আর কব ভাই, ভাল কহিতে চাই,
ভাবি কি আমি নাই, আমাতে॥
যদি হে এলে হেথা, শুন হে সব কথা,
কহি যে মন-ব্যথা, তোমারে।
শুন হে সে সম্ভাষা, যাহাতে করি আশা,
ঘটিল এ দুর্দ্দশা, আমারে॥

একই নিশিশেষে, আসিয়া নিদ্রাবেশে,
সুমনোহরবেশে, কামিনী।
দিয়া সে দরশন, হরিল মোর মন,
স্বপনে ত্রিভুবন,-মোহিনী ॥
সে ধনী মৃদুহাসে, দশনে তমো নাশে,
চপলা পরকাশে, যেমনে।
গগন হাতে খসি, যেন শরদ-শশী,
রয়েছে তার বসি, বদনে ॥
তাহার দু-নয়ন, নিরখি হয় মন,
দুটি খঞ্জন যেন, বসিয়া।
তার মোহন ছাঁদে, মোর পরাণ কাঁদে,
সে যে কটাক্ষ-ফাঁদে, পড়িয়া ॥
কুণ্ডল দুল দুলে, রেখেছে শ্রুতিমূলে,
ফাঁসিয়া ভূরুছলে, তুলিয়া।
যুবক মন-চাঁদা, আসি পড়িবে বাঁধা,
খাইতে মুখ-সুধা ভুলিয়া ॥
তাহার কুচ উচ্চ, কমলকলিগুচ্ছ,
হেরিলে হয় তুচ্ছ, সকলি।
তাহে মুকুতাহারে, মরি কি শোভা করে,
যেন কি শিব-শিরে, গরলি ॥
উপরি রোমাবলি, তদধো তিনবলি,
করিছে যেন তুলি, ধরিয়া।

অতি নিবিড় ঘন, তাহার সে জঘন,
দেখায়ে নিল মন, হরিয়া ॥
কিবা সে মনোহর, তাহার উরুবর,
যেন কি করিকর,-যুগলে।
বাজে নূপুর ঘন, যেন ভ্রমরগণ,
ডাকিছে সে চরণ,-কমলে.॥
একপে সে অবলা, জিনি কামের কলা,
আসিয়া সে চপলা,-বরণী।
মম হৃদি-গগনে, প্রকাশ হয় ক্ষণে,
চলিয়া গেল মেনে, তখনি ॥
মরি সে সুখ-নিধি, করেতে দিয়া বিধি,
হইয়া প্রতিরোধী, হরিল।
মম মানস-পাখি, আমারে দিয়া ফাঁকি,
তাহার সনে সুখী, হইল ॥
বারেক তারে হেরে, মন পড়েছে ফেরে,
একি ঘটিল মোরে, স্বপনে।
দেখ তার বিরহে, সদত প্রাণ দহে,
রহিতে নাহি চাহে, ভবনে ॥
হেন মানস করি, হইব বনচারী,
অথবা ফণি ধরি, ভুঞ্জিব।
বরঞ্চ সুখবাসী, না পেলে সে প্রেয়সী,
করি অনলরাশি, পশিব ॥

সেই স্বপনে দেখা, না পেয়ে তার দেখা,
মিছে এ প্রাণ রাখা, শরীরে।
করিয়া জ্ঞান হত, সে গেছে যেই পথ,
আমিও সেই পথ, ধরিরে ॥
বুঝি যামিনীশেষে, কাল কামিনীবেশে,
বিধি আপনি এসে, বধিলে।
দেখায়ে প্রেমদায়, ঘটায়ে প্রেনদায়,
কি বাদ হায় হায়, সাধিলে।
ভাবিয়ে এ সন্তাপ, বিধি উপরে তাপ,
অলীক এ আলাপ, করিলে।
শুন শুন হে ভাই, নিবিড় বনে যাই,
নতুবা ত্রাণ পাই, মরিলে ॥
আমি হয়ে বিবাগী, হইব দেশত্যাগী,
তুমিহে হও ভাগী, এ দুঃখে।
হেন কর উপায়, না জানে বাপ মায়,
যেন না ভান পায়, বিপক্ষে ॥
এই সে মনোরথ, সাধিবে মনোরথ,
দুজনে বনগত, হইব।
এই ভাবিনু সার, সুখ নাহিক আর,
মিছার গৃহ ছার, ছাড়িব ॥
তুমি পরমসখা, যদি হে দিলে দেখা,
কি আর লেখা যোথা, করিয়া।

মদন দিল সায়, এমনি প্রেমদায়,

রাজাও বনে যায়, চলিয়া ॥

কামিনীর উদ্দেশ-পরামর্শ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

কেন চিন্তা কর সখা কি তোমার হে।

তব চিন্তা চিন্তামণি করেন অনিবার হে ॥ ধ্রু ॥

সাধিতে নিজ বাসনা, তাঁর কর উপাসনা,

যদি হয় কৃপাকণা, দান একবার হে।

পয়ার।

কুমারের অভিপ্রায়, শুনি মকরন্দ।

করপুটে করে স্তব, বাড়িল আনন্দ ॥

প্রেমানন্দে নিরানন্দ, কেন বন্ধু আর।

সুসাধ্য স্বপন-সিদ্ধ, করিব তোমার ॥

ইহা যদি সখ্য ঐক্য, করিয়াছ মনে।

তবে হেন মৌনিভাবে, ভাবিতেছ কেনে ॥

ধৈর্য্যমতে কার্য্য-আজ্ঞা, করহ প্রবীণ।

আছি চিরদিন তব, আজ্ঞার অধীন ॥

এবা কোন কর্ম্ম বন্ধু, মর্ম্ম যা কহিলে।

একা আমা হৈতে সিদ্ধি, হয় অবহেলে ॥

জলে চলি স্থলজ্ঞানে, শূন্যে হই পাখি।
সমীরণ হুতাশন, তৃণ-সম-দেখি ॥
অনায়াসে যাই যথা, স্বর্গ-মন্দাকিনী।
যমালয় করি জয়, ধর্ম্মরাজে জিনি ॥
বলতো বলির পুরী, করি সাঙ্গ চূর!
আজ্ঞামাত্রে সুর জিনি, যাই সুরপুর ॥
ভাণ্ডসম দেখি এ, ব্রহ্মাণ্ড ত্রিভুবন।
কোথায় রহিবে তব, কামিনীরতন ॥
অনুমতি হৈলে আনি, ইন্দ্রের অপ্সরী।
কোন কার্য্যে আইসে, তব কামিনী-সুন্দরী ॥
এত কার্য্য অতি লঘু, তাহে গুরু করি।
কি লাগি হইবে বন্ধু, তুমি বনচারী ॥
সুস্থির হইয়া ধীর, থাকহে ভবনে।
আজ্ঞা পাই যাই আমি, কামিনীসন্ধানে ॥
কিন্তু যদি হেন বেশে, থাক সখা তুমি।
তবে তোমা রাখি একা, যাইতে নারি আমি ॥
আনন্দে কহিল হিত, মকরন্দ রায়।
না হয় সম্মত মত, না দেন কথায় ॥
পরামর্শ শুনি হর্ষ, না হন কুমার।
সত্বর উত্তর বহু,-তর দেন তার ॥
যেমন জীবন-হীন, দেহ নাহি রয়।
বলহীন মীন যথা, বিনা জলাশয় ॥

তেমতি কামিনীবিনে, আমার শরীর।
ক্ষণমাত্র ওহে মিত্র, নাহি হয় স্থির॥
আমি হে অসার দেহ, সেই সার দেহী।
বলনা ললনাবিনা, কিসে গৃহে রহি॥
এইরূপ ভ্রমক্রম, ব্যতিক্রম দেখি।
মকরন্দ বাক-মক,-রন্দে করে সুখী॥
চল বন্ধু অদ্যাই, যামিনীশেষভাগে।
যদি তুমি হেন বদ্ধ, তার অনুরাগে॥
আমি তব সহ কহ, দিব সহযোগ।
যতবল সকল, সহিব দুঃখভোগ।
মিলায়ে সুমুখী সুখী, করিব তোমায়।
ইহাতে কাহারো হাতে, যদি প্রাণ যায়॥
সে রতন লাগি দেহ, করিব পতন।
নিশ্চয় জানিবে বন্ধু, এই মোর পণ॥
অবিলম্বে লম্বোদর, জননীরে স্মরি।
যাত্রা কর কিঞ্চিত, থাকিতে বিভাবরী॥
দোঁহে মেলি এই বলা,-বলি করে স্থির।
গৃহ হৈতে বাহির, হইছে দুই ধীর॥
ভাবি তাই ভালি ভাই, কালীর খেলায়।
দেখি স্বপ্ন প্রাণরত্ন, হারাইতে যায়॥
মদন লাগিলে পিছে, সদন ছাড়ায়।
বলি বলিহারি মেনে, পীরিতি তোমায়॥

অথ পীরিতির ভৎর্সনা।

রাগ মালকোষ বাহার। তাল খেম্টা।

পীরিতে নাহি সুখ ফোট্টা। শেষটা প্রাণের পরে চোট্টা॥ দেখেছো যেবা সুখ, সে সব পেটে ভুখ, শেষ মেনে কেবল দুঃখ, মোট্টা। এরূপে দিন দুটো, যে কিছু মজা লুটো, পরে এক সার ফুটো, লোট্টা॥

দীর্ঘ-মালঝাঁপ।

একি রীত, বিপরীত, ও পীরিত, তোর রে।
যারে ধর, প্রাণ হর, শেষ কর, ভোর রে॥
হাহাকার, সবাকার, শবাকার, দেহ রে।
ভেবে তায়, সত্তপায়, নাহি পায়, কেহ রে॥
দেহ থাক, দেখে তাক, নাহি বাক, সরে রে।
তোর স্থানে, কুলমানে, ধন প্রাণে, মরে রে॥
যারে ভায়া, কর দয়া, তার কায়া, সার রে।
দীন বাছা, গলে কাচা, শেষ বাঁচা, ভার রে॥
যারে ভুল্কী, লাগে চুল্কী, এক ফুল্কী, প্রেম রে।
তার আগে, ভুত ভাগে, যত চাগে, ফ্রেম রে॥
চতুর্মুখ, বহির্মুখ, তার সুখ, নাই রে।
অতিরেক, নাহি সেক, দুঃখ এক, বই রে॥
হরি হরি, মরি মরি, বলিহারি, যাই রে।
কুবিক্রম, করো ক্রম, হর ভ্রম, তাই রে॥

প্রেমলেঠা, বড় এটা, শেষ কেটা, রাখে রে।
হায় হায়, তোর দায়, প্রাণ যায়, আখেরে॥
হেন পাঁশ, প্রেম ফাঁস, যারে আঁস, লাগে রে।
যায় জান, কুলমান, ধনপ্রাণ, ভাগে রে॥
কবি শর্ম্ম, কহে মর্ম্ম, এই কর্ম্ম,-ফল রে।
যথামতি, তথাগতি, পায় প্রতি,-ফল রে॥

কামিনী-উদ্দেশে গমন।

রাগিণী কল্যাণ।—তাল জৎ।

কাল-নিবারিণী কালী কল্যাণ-দায়িনী।
দুস্তরে নিস্তার তারা কুল-কুণ্ডলিনী॥
ভবদারা ভবভয়ে, সদয়া ভব অভয়ে, জননি
জননী হয়ে কেন ভুলিলে তারিণী॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী-যমক।

মনে করি মনোযোগ, পাইয়া উষার যোগ,
যোগাসনে বসিল অমনি।
গণ্ডযোগে দিয়া বলি, যাত্রা করে দুর্গা বলি,
মকরন্দ সহ গুণমণি॥
পুরবাসি জনে সব, দেখে সুনিদ্রায় শব,
দ্রুত সাজে সেই অবসরে।

উভয়ে একত্রে পরে, যোড়ার পোষাক পরে,
প্রহরির হাতে হৈতে সরে ॥
শিরে পাগ বান্ধি শালে, প্রবেশিল অশ্বশালে,
বাছে তাজি বাজি পক্ষরাজ।
ভালো পাঁচ হাতিয়াব, লয়ে ঢাল তলয়ার,
কটিতে আঁটিল যুবরাজ ॥
অতি সুচতুর রায়, ত্বরা করি পুনরায়,
তোষাখানা হইল প্রবেশ।
প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল, বাছি লইল কেবল,
পথের সম্বল বল বেশ ॥
সাহসে বান্ধিয়ে হিয়ে, দোঁহে অশ্ব আরোহিয়ে,
কুতূহলে চাবুক হেলায়।
সেই বশ্য অশ্ব যায়, নভস্বত হারে যায়,
শতক্রোশ চলিল হেলায় ॥
ছাড়াইল নিজ সীমা, দেখিয়া বনের সীমা,
মনে মনে কত ভয় গণে।
গত হৈল নিশিকান্ত, প্রকাশে নলিনী-কান্ত,
দীপ্তবন্ত উদয় গগনে ॥
বিকাশ হইল দিগ, হেরে রায় চতুর্দ্দিগ,
দিক্-নিরূপণ নাহি হয়।
পথহারা হয়ে ফিরে, বনমধ্যে ফিরে ফিরে,
চলিতে অচল হয় হয় ॥

দেখি বনে নানা লতা, অনুকল্প কল্পলতা,
পরিমল কুসুমসহিতে।
তাহে মকরন্দ বহে, গন্ধ বহে গন্ধবহে,
সে কুমার না পারে সহিতে॥
প্রফুল্ল বকবকুলে, মালতী মুকুলকুলে,
অলিকুলে করিছে বিহার।
বেল কুন্দ যূথি জাতি, চম্পকাদি নানাজাতি,
হেরে স্মরে স্বপন-বিহার॥
সারি সারি শারিশুক, নানারঙ্গে ভুঞ্জে সুখ,
পিক করে কুহু কুহু ধ্বনি।
রতিসহ পঞ্চশরে, হানিতেছে পঞ্চশরে,
সে শরে কুমার স্মরে ধনী॥
অশ্ব রাখি তরুতল, স্থল দেখি সুশীতল,
ধরাতলে বসিল ত্বরায়।
উপজিল প্রেমদায়, ভাবে স্বপ্ন প্রেমদায়,
ভাল দায় হৈল বলে রায়॥
বুদ্ধিমান ধীর শান্ত, কুমারে করিতে শান্ত,
স্নিগ্ধ করে সুশীতল জলে।
কামিনীর প্রেমানল, দহে তাহে মনোনল,
জলে আর অধিকন্তু জলে॥

অন্ত্যযমক পয়ার।

পরে বন্ধু মকরন্দ, রায় গুণাকর।
কত কহে কন্দর্পকে,-তুর ধরি কর ॥
স্মরণ করহে যাহা, করিয়াছ পণ।
এমনে কেমনে বন্ধু, সাধিবে স্বপন ॥
স্থির হও চলি চল, কামিনী-অঞ্চলে।
বলিয়া নয়নবারি, নিবারি অঞ্চলে ॥
দেখিল কন্দর্প হত, কন্দর্পের জালে।
ছলে বলে সুবোধ, প্রবোধ বাক্যজালে ॥
বলে বন্ধু বন হেরি, হইলা বিগুণ।
এবে উঠ কহি পুনঃ, কামিনীর গুণ ॥
ওহে বন্ধু তার মন, বন নিরখিলে।
দেখিবে তুলনা তার, মিলে না অখিলে ॥
শুন ভূপ তার রূপ, সরোবরকূলে।
রঞ্জন খঞ্জন কত, নাচে শিখিকুলে ॥
কোকিল কাকলী করে, কিবা কলধ্বনি।
তার ধ্বনি মারে মারে, এমনি সে ধনী ॥
মুখ-অরবিন্দে মক,-রন্দ সদা গলে।
ইহা বলি যত অলি, হারাবলি গলে ॥
তাহার নিকুঞ্জ বন, হেন মনোহর।
মদন সদনভ্রমে, কোপে ধান হর ॥

সে নিকুঞ্জে গাঁথে, বসি তব লাগি হার।
এমতে কি সখা দেখা, পাবে হে তাহার॥
ইহা শুনি উঠিয়া, বসিল সে কুমার।
বলে বন্ধু হেন ভাগ্য, হবে কি আমার॥
হায় হায় বলি পুনঃ, ছাড়িল নিশ্বাস।
মনের চাঞ্চল্য গেল, বাড়িল আশ্বাস॥
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে করে, সমুচিত দণ্ড।
দেখিল গগনে বেলা, হইল চারিদণ্ড॥
নানাবিধ বনফুল, তুলি দুই জন।
স্নিগ্ধ সরোবরে পরে, করিল মজ্জন॥
ইষ্ট মত ইষ্ট পূজা, সারি সেইক্ষণ।
বনফল জল দোঁহে, করিল ভক্ষণ॥
তৃণ জল ফল পরে, অশ্বে করে পান।
সেই অবসরে মুখ,-শুদ্ধি করে পান॥
অবিলম্বে দোঁহে অশ্ব, হৈল আরোহণ।
বাজিতে লাগায়ে বাজি, চলে হন হন॥
নিমিষে নিমিষে রাখি, নানা দিগদেশ।
মনের আনন্দে যায়, কামিনী-উদ্দেশ॥
এইমতে এড়াইল কত, কত মত স্থান।
বিনা উপসর্গে মার্গে, করিছে প্রস্থান॥
দূর হৈতে বিন্ধ্যগিরি, হেরি দুই ধীর।
বলে বন্ধু তথা যাব, চল ধীরে ধীর॥

মন তোষে সাহসে, সহসা বেন্ধে বুক।
ঘোড়ায় দৌড়ায় তবু, মারিছে চাবুক॥
দ্বিজ মনসিজ নিজ, ভাবিয়া একান্ত।
কাব্য-রত্নাকরে ভাসে, ভাষে কালীকান্ত॥

বিন্ধ্যগিরি-বর্ণন।

লঘুত্রিপদী-মধ্যযমক।

যুবরায় চলে, অগ্রে বিন্ধ্যাচলে,
করে দূরে দরশন।
দেখে পুলকিত, হয় সচকিত,
আনন্দে প্রফুল্ল মন॥
ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড, করিবারে খণ্ড,
করিতে মার্ত্তণ্ডরোধ।
দেখিতে প্রখর, সহস্র-শিখর,
ধরেছিল করি ক্রোধ॥
দেখি সুরগণে, পরমাদ গণে,
সকলে মন্ত্রণা করে।
পড়িয়া সঙ্কটে অগস্ত্যনিকটে,
নিবেদন করে পরে॥
করিয়া বিরোধ, চন্দ্র সূর্য্য রোধ,
করিয়াছে বিন্ধ্যগিরি।

সদা অন্ধকার, নাহি জ্ঞান কার,
একি দিবা বিভাবরী ॥
কি ঘটাল বিধি, নাহি যজ্ঞ-বিধি,
অনশনে প্রাণে মরি।
না করিলে ত্রাণ, নাহি পরিত্রাণ,
রাখ প্রাণদান করি ॥
দেবের দুর্গতি, দেখে শীঘ্রগতি,
অগস্ত্য তথায় যান।
গিরি পেয়ে গুরু, যত্ন করে গুরু,
নতি করে গুরুপায় ॥
মুনি ছলে বলে, থাক ইহা বলে,
কুতূহলে গেল চলে।
বিন্ধ্য শুদ্ধমতি, গুরুঅনুমতি,
তদবধি প্রতিপালে ॥
দেখিল অমনি, স্থানে স্থানে মণি,
দিনমণি যেন জ্বলে।
শাখা শাখামৃগ, বাস খগ মৃগ,
তুরগে উরগ চলে ॥
করে বীণা ধরি, কত বিদ্যাধরি,
করিছে মধুর গান।
হৈল হৃষ্টচিত, মণিতে খচিত,
নিরখিয়া নানা স্থান ॥

হীরক পাথর, শোভে থরেথর,
শিখরের আগে ভাগে।
করিয়া নিনাদ, কত নদী নদ,
পড়ে অদ্রি নিম্নভাগে॥
ঢাকিয়া অম্বরে, গহ্বরে সম্বরে,
শতেক শম্বরকুল।
করি করে করি, শত শত করি,
মারি করিতেছে তুল॥
বানর ভল্লুক, গণ্ডার উল্লুক,
কাছে কত পালে পালে।
গোমুখ গবয়, সবে সমবয়,
সুহৃদতা ভাব পালে॥
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, দেখিলে আপদ,
আপাতত উপজয়।
মনুষ্যাদি গেলে, উবু উবু গেলে,
নাহিক কোন সংশয়॥
সমৃক কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ,
ভ্রমে অন্য জঙ্গমেতে।
উষ্ট্র লোষ্ট্র খর, তাজি বাজি খর,
ভ্রমে নিজ বিক্রমেতে॥
যমের সোসর, হাতে ধনুঃশর,
যতেক শবরগণ।

দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ব্যাকুল,
ব্যগ্র অগ্রে ছাড়ে বন ॥
দেখিয়া শবরে, কেহ বা বিবরে,
ডরে করে পলায়ন।
কেহ করি শ্রয়, লইতে আশ্রয়,
কুচ্ছ্রয়ে গহন বন ॥
অঙ্গে ঝরে ঝরে, কত রক্ত ঝরে,
যেন ঝোরা ঝরে তায়।
কেহ মূর্চ্ছাগত, কার শ্বাসগত,
কাহারো জীবন যায় ॥
দেখিয়া সকল, মহাকলকল,
বিকল কন্দর্পকেতু।
উঠে কত দূর, হিয়ে দুর দুর,
কাঁপয়ে ভয়ের হেতু ॥
নামিয়া কুহরে, শরীর সিহরে,
হেরে অন্ধকারময়।
হারাইয়া দিক্, হৈল বড় দিক্,
দিক্ ঠিক নাহি হয় ॥
পেয়ে বহু কষ্ট, বাহির প্রকোষ্ঠ,
অকষ্টবন্ধের ন্যায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পড়িয়া ভ্রমেতে,
ক্রমেতে বাহির যায় ॥

উভয়ে সত্বরে, অভয়ে উত্তরে,
উত্তরিল পরে আসি।
হয়ে নিঃশরণ্য, দেখে বিন্ধ্যারণ্য,
বন্য পশু রাশি রাশি॥
তার চারি ভীত, হেরে হৈল ভীত,
কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুলহে বদন,
এক্ষণে ভয়ে কি করে॥

গঙ্গা-দর্শন।

রাগিণী মূলতান।—তাল ছোট চৌতাল।

জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে।
ত্রিজগত-জীবন-জীবন-ভঙ্গে॥
বলি কলিমলহর নিরমলভঙ্গে।
নির্ভর ভ্রমিভর ভীমতরঙ্গে॥
বিধিকবকমলজকমলকরঙ্গে।
হরিপদচারিণি বিপদ-বিভঙ্গে॥
মদন-হৃদয়-ভয় পরিভব দঙ্গে॥

পয়ার।

নামিয়া আইল দোঁহে, দেখি বিন্ধ্যাচল।
বলে গুণমণি, একি কোলাহল॥

হইয়াছি স্তব্ধ শব্দ, শুনে অকস্মাৎ।
যেন অব্দে ক্ষুব্ধ বহে, প্রলয়ের বাত ॥
একি ঘনাঘন ঘন, করিছে গর্জ্জন।
কিম্বা ফণিপতি অতি, করিছে তর্জ্জন।
ঐরাবত শব্দবৎ, মহান্ ভৈরব।
জ্ঞান হয় দিগ্‌হয়, করিতেছে রব ॥
যা হয় নির্ণয় বন্ধু, কর অন্বেষণ।
শব্দ অনুসারে চল, করিব গমন ॥
হয়ে হর্ষ পরামর্শ, এই করে স্থির।
উত্তরে উত্তরে পরে, সত্বরে সুধীর ॥
দেখে বেগবতী ভগ,-বতী ভাগীরথী।
উদ্ধারিতে যান সতী, সগরসন্ততি ॥
সেই জল তরল, হইয়া অবিরল।
কল কল শব্দে করে, মহা কল কল ॥
নিকট হইয়া দেখে, বিকট তরঙ্গ।
আবর্ত্তের গর্ত্ত বর্ম্ম, দেখিতে কি রঙ্গ ॥
ভ্রমিতেছে ভ্রমিতে বা, কত জলচর।
গম্ভীর সলিলে ভাসে, কুম্ভীর মকর ॥
কঠোর কমঠ ঘটা, তটের নিকটে।
ভাসে গ্রাসে অনায়াসে, মৎস্যে অকপটে ॥
কর্কশ ঘোষক জন্তু, মশক-আকার।
ভীষক শিশুক ভাসে, কত বার বার ॥

সহ-বৎস মৎস্য কত, ফিরিছে সঘনে।
পাছে তিমিঙ্গিলে গিলে, এই ভয় মনে॥
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহিছে তথায়।
কল্লোল হিল্লোল হেরি, উল্লাসিত কায়॥
তটে রাখি অশ্ব বিশ্ব,-জননীর নীর।
হর্ষে স্পর্শ করি দোঁহে, পবিত্রশরীর॥
গঙ্গাতে অর্ভকদ্বয়, করিয়া মজ্জন।
দৈবিক বৈদিক ক্রিয়া, করে সমাপন॥
আনন্দেতে মগ্ন গল,-লগ্নবাস হয়ে।
বলে রঙ্গে হের গঙ্গে, অপাঙ্গে অভয়ে॥
অংহ সংঘ সংঘটিত, ঝটিতি নিবার।
মদনে সদন দেহি, কহে রত্নাকর॥

অথ কন্দর্পকেতুর গঙ্গা-স্তুতি।

ললিত ত্রিপদী।

সুরশৈবলিনী নাম, হইয়া গো মোক্ষধাম,
ত্রিগুণের গুণ তুমি,
একাধারে ধরেছ।
ছিলে ব্রহ্ম কমণ্ডলে, দ্রবময়ী গঙ্গা হলে,
কে পায় তোমার অন্ত,
অনন্তরে তেরেছ॥

পতিতপাবনী তুমি, পবিত্র করিয়া ভূমি,
সগরের ধ্বংস বংশ,
আসি উদ্ধারিয়েছ।
অধম করিতে ত্রাণ, ক্ষিতিতলে অধিষ্ঠান,
অপরূপা আনন্দে,
অলকানন্দা হয়েছ॥
গলদেশে দিয়ে বাস, যে করে যে অভিলাষ,
তুমি তারে সেই আশ,
হেলায় পূরায়েছ।
আমি দীন কি কহিব, ও মহিমা কি জানিব,
যে কিছু জানেন শিব,
তারে জ্ঞান দিয়েছ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত, সবে তব পদানত,
বিধিরে বিবিধমত,
জ্ঞান দান করেছ।
এমতি তব মহিমা, কে করিতে পারে সীমা,
একেবারে যম-শঙ্কা,
ডঙ্কা দিয়ে হরেছ॥
তপ জপ যোগবল, সকলি তোমার জল,
মরি কি অসংখ্য ফল,
জীবেরে বিতরেছ।

কি ভাবে সপত্নী-ভয়ে, কিম্বা কুতূকিনী হয়ে,
শিব-শির আরোহিয়ে,
শরীর সম্বরেছ ॥
ওগো সুরধনি ধন্যে, ভকতবৎসলজন্যে
তুমি মাগো জহ্নুকন্যে,
এই নাম লয়েছ।
ভগীরথে দিয়ে ছায়া, উদ্ধারিতে দগ্ধকায়া,
শতমুখী হয়ে দয়া,
প্রকাশিয়া রয়েছ ॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, মহেশমোহিনী মায়া,
হয়ে গোদাবরী গয়া,
অবনীতে এসেছ।
ওগো শিবপ্রেমপাত্রী, জীবের কৈবল্যদাত্রী,
মদনের মুক্তি-কর্ত্রী,
হয়ে মাগো বসেছ ॥

অথ বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শন।

রাগিণী ঝিঁঝিট আলাইয়া। তাল তেওরা।

কার বামা সমরে নীরদবরণী। হাহাকারা পড়িছে
রুধিরধারা চঞ্চলা কুলবালা বিহ্বলা রমণী ॥
শবশির হৃদিপরে, অভয় বিতরে করে, নরশির

বামে ধরে। এলোকেশী দিগম্বরী, করে অসি ভয়ঙ্করী, নগমগনা ত্রিলোচনী। ভাবিয়ে রতন বলে, হৃদি সরোরুহদলে, হ্রাং হ্রিং স্থিরীভব ত্রৈলোক্যতারিণী ॥

পয়ার।

যথা শাস্ত্র বিস্তর, করিয়া গঙ্গাস্তুতি।
কহে গুণসিন্ধু বন্ধু, চল শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়াছি যোগমায়া, সঙ্গে সদাশিব।
চল বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্য-বাসিনী দেখিব ॥
যোগে যোগমায়া হেরে, জুড়াব জীবন।
বঙ্গে যাত্রা কর লয়ে, জাহ্নবী-জীবন ॥
ভাবিলে ভবের ভাঙ্গে, ভবের ভাবনা।
তাঁহারে হরেরে হেরে, হরিব যাতনা ॥
চল চল চকিতে, চলিতে চায় চিত।
হেরিব হরের দারা, হয়ে হরষিত ॥
এ কথায় তথায়, মাতার দেখিবারে।
দোঁহে দেহে চায় যায়, কহে বারে বারে ॥
নিন্দি ইন্দীবর বর, মন্দিরের শোভা।
অলিনে মলিন করে, প্রস্তরের আভা ॥
তদুপরে দীপ্তি করে, কাঞ্চন কলস।
অনায়াসে সে ভাসে, প্রকাশে দিগদশ ॥

বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ, করেছে কত যত্নে।
থরেথরে রচিত, খচিত মণিরত্নে ॥
তার মধ্যে মণিপুরে, মণিবেদিকায়।
নীল শীত পীত সিত, রক্তপুষ্প তায় ॥
ফুল্ল-অরবিন্দ-মক,-রন্দে আমোদিত।
আখণ্ডলমণ্ডল, অধিক সুশোভিত ॥
হেরিল তথায় বিন্ধ্য,-বাসিনী রূপিণী।
দশভুজা মহামায়া, মহিষমর্দ্দিনী ॥
করি-অরি পৃষ্ঠে করি, দক্ষিণ চরণ।
অসুরের স্কন্ধে বামাঙ্গুষ্ঠ আরোপণ ॥
কিভঙ্গি সুভঙ্গি ভাব, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা।
দশকরে অস্ত্র দশ, করে সুরঙ্গিমা ॥
কোটি ইন্দু-বিনিন্দিত, মুখ ইন্দু-পূর্ণ।
রূপে দর্পকের দর্প, তূর্ণ করে চূর্ণ ॥
এরূপ হেরিয়া হৃষ্ট, ভাবে ভাবে ইষ্ট।
দেখে দাক্ষায়ণীরূপ, দেখা দিলা ইষ্ট ॥
ভাবি ভাবকের ভাবে, ভৈরবভামিনী।
অপরূপ কালীরূপ, দেখান তখনি ॥
দেখে যে বিরাজে মাজে, হরউরোমাঝে।
যেন হর-হৃদি-হ্রদে, কোকনদ সাজে ॥
তরুণ অরুণ জিনি, চরণ বরণ।
তাহাতে অঙ্গুলিগুলি, শোভে আভরণ ॥

বিধু বিধুন্তুদ দন্তে, দশ খান হয়ে।
নখছলে পদতলে, পড়ে আছে ভয়ে॥
বাজিছে রঞ্জিত, মণি-মঞ্জীর-রঞ্জিত।
শোভে যেন নবঘনে, তড়িত জড়িত॥
গুরু উরু রম্ভাতরু, অম্বার সাজিছে।
সঘনে জঘনে ঘনে, কিঙ্কিণী বাজিছে॥
ত্রিবলি বলিত যার, মধ্যদেশ সাজে।
বুঝি গুণে বান্ধিয়াছে, মৃগরাজে মাঝে॥
গভীর নাভির ধার, সরোবর-তীরে।
ত্রিবলিসোপান শোভে, নামিতে সে নীরে॥
বুঝি উচ্চ কুচ করি, কুম্ভের সমান।
রোমাবলি করে করি, করে জলপান॥
ভাল মুণ্ডমালা যার, দুলিছে গলায়।
বরাভয়ে অসিকরে, নৃমুণ্ড হেলায়॥
বদন শরদ-শশি, সদা শোভা পায়।
লাঞ্ছন মৃগের আঁখি, তেঁই দেখা যায়॥
ভালে ভাল আলো করে, রশ্মি-খণ্ড-শশি।
তদুপরি পরিষ্কৃত, শোভে কেশরাশি॥
কুহু কিম্বা রাহু বাহু, করিয়া প্রকাশ।
কেশছলে বুঝি বিধু, করিতেছে গ্রাস॥
মুক্তকেশী মুক্তকেশী, হয়ে দশভুজা।
কুমারে দর্শন দিলা, কালী চতুর্ভুজা॥

মদনেরে মহামায়া, দেবী যোগমায়া।
অপরূপ কালীরূপ, দেখান অভয়া॥

অথ যোগমায়ার পূজা।

হৃষ্টচিত্তে শিষ্ট দুইজন। পূজার করয়ে আয়োজন॥
মনে মনে আনন্দ বিপুল। নদীকূলে তুলে নানাফুল॥
আনিল উৎপল শতদল। সরল সরল বিল্বদল॥
স্থলজ জলজ কত শত। সিউলি পিউলি মনোমত॥
শ্বেতপীত লোহিতাদিজবা। পুষ্পপরিমাণে গণে কেবা॥
অপর অপরাজিতা আনে। চম্পক চামেলি তার সনে॥
শিরীষ হরিষমনে তুলে। সেউতি সুজাতি জুতি ফুলে॥
বনে বনে করিয়া বিহার। সুমনে সুমনে গাথি হার॥
যেখানে পাইল যেবা ফল। করঙ্গ পূরিয়ে গঙ্গাজল॥
সংগ্রহ করিয়া সব সুখে। দোহে বসে দেবীর সম্মুখে॥
চন্দনে চর্চ্চিত করি ফুল। মনের আনন্দে সমাকুল॥
নিতান্ত একান্ত করি মন। উভয় রচয় আচমন॥
যেমত যেমত মত বিধি। দুজন পূজেন তথাবিধি॥
সুবুদ্ধি আসনশুদ্ধি পরে। ন্যাসের বিন্যাস বহু করে।
করিতে নিয়াম প্রাণায়াম। প্রায় তায় যায় এক যাম।
মানসে মানস পূজাসারি। দেয় সদ্য পদে পাদ্যবারি॥
ধেয়ান করিয়া পদতলে। সেই ফুলফলজল ঢালে॥

ভাবিয়ে হৃদয়ে পদদ্বয়। ত্রৈবিধ্য নৈবেদ্য নিবেদয়॥
যথাশক্তি মনে ভক্তিভাবে। জপে শক্তি মন্ত্র শক্তিভাবে
প্রদক্ষিণ করি যোড়হাত। অষ্টাঙ্গে হইল প্রণিপাত॥
কালীরে কলিরে দিয়েবলি। মদনে বলিছে স্তবাবলি॥

অথ যোগমায়ার স্তব।

কালি কুরু কালি কুরু কালভয়খণ্ডনং।
ভালতললম্বি-শশিবিম্বকৃতমণ্ডনং॥ তীক্ষ্ণ-
তরবারি-হৃতমুণ্ডশিরমুণ্ডনং। চর্ম্মঅসি-
ধর্ম্মদিতিমর্ম্মকৃতদণ্ডনং॥ ধ্রু॥
বাণ খরশান সুকৃপাণ, নরপাণিনী।
ঘোর-রণ-রঙ্গ ঘন-ঘুঙ্গুর-নিনাদিনী॥
কুত্ত করবাল নৃকপাল কর-কারিণী।
দৈত্যদলহীনবলজীবন-সংহারিণী॥
লটপট দীর্ঘজট কটুনট-ভাষিণী।
লিহি লিহি লোল জিহি জিহি হিহি-হাসিনী॥
খড়্গাকৃতখণ্ডনরমুণ্ডবর-মালিনী।
ধকধকফেরুমুখমধ্যশিখি-জ্বালিনী॥
দম্ফ করি ঝম্প রণঝম্প মহী-কম্পিনী।
দম্ভ করি ভম্ভরব ভূতগণ-দম্ভিনী॥
অঙ্গ কতি ভঙ্গ রণভঙ্গি বহু-রঙ্গিণী।
মুণ্ড লয়ে তাললয়ে সঙ্গনাচে সঙ্গিনী॥

রত্নে কর যত্ন হে সপত্ন ভয়-হারিণী।
দেহি মদনায় দৃঢ়ভক্তি মরি তারিণী ॥

অথ ককারাদি স্তব।

ক

কালী কালে কালহরা, কৈবল্য-কারিণী।
কণ্টকের কণ্ঠ কুণ্ঠ, করকুণ্ডলিনী ॥

খ

খর খর খট্টাঙ্গ, খেটক খর্পরধরা।
খগনাসা খলনাশা, খগখণ্ড করা ॥

গ

গিরিসুতা গজেন্দ্র,-গমনী গঙ্গা গয়া।
গোপনে গোপিনীগৃহে, গিরীশের জায়া ॥

ঘ

ঘনাঘনরূপা ঘোর, ঘন-নিনাদিনী।
ঘানর ঘুংঘুর ঘণ্টা, ঘর্ঘর-ঘোষিণী ॥

ঙ

ঙকার বিষয় চণ্ড, অভিধানে ধ্বনি।
ঙকার না চাহি মাগো, ঙকার-দমনী ॥

চ

চন্দ্রমুখী চণ্ডমায়া, চামুণ্ডা চণ্ডিকা।
চাও চণ্ডা চকিতে, চার্ব্বঙ্গি চিদাত্মিকা ॥

ছ

ছিন্নরূপা ছিন্নমস্তা, ছিন্নহস্ত মালে।
ছায়া দেহ ছায়ারূপা, ছলনা ছায়ালে॥

জ

জয় জগদম্বা জয়া, জগত-জননী।
জীবজন্মজরাহরা, জঠর-জীবনী॥

ঝ

ঝঞ্ঝারূপা ঝঞ্ঝাট, ঝটিতি ঝাঁপ মোর।
ঝম্পঝড়রূপাআঁখি, ঝরে ঝর ঝর॥

ঞ

ঞকার কুৎসিত শব্দ, রুদ্র ও ঞকার।
ঞকার-কারিণী, ঞচরণে তোমার॥

ট

টমকে টানিয়া টিকি, টীপিয়া গো মারে।
টল টলে পৃথ্বী টঙ্ক, টাঙ্গীর টঙ্কারে॥

ঠ

ঠক ঠকে ঠেকিয়াছি, ঠকের ঠমকে।
ঠাকুরাণী ঠাঁই নাই, ঠেলোনা আমাকে॥

ড

ডাগর ডমরু ডঙ্কা, ডিণ্ডিম-বাদিনী।
ডাকি ডামরের ভরে, ডাঁড়াও তারিণী॥

ঢ

ঢল ঢল ঢুলে আঁখি, ঢুণ্ঢুভ-ঢলনী।
ঢঙ্গে ঢালে ঢেকা দিয়া, ঢাকগো ঢৌকিনী॥

ণ

ণত্ব ণকারের অর্থ, তত্বজ্ঞান কয়।
ণত্বরূপা ণত্ববিনা, ণত্ব কেবা পায়॥

ত

তব তত্ব নাই তারা, ত্রিতাপ-হারিণী।
তপন-তনয়-তাপে, তরাও তারিণী॥

থ

থেকে থেকে থমকে, থমকি থর থর।
থামাও আমায় থৈ, থৈ নৃত্য কর॥

দ

দীনদয়াময়ি দুর্গে, দুর্গতি-দমনী।
দৈত্য-দল-দলনী গো, দুরিতদারিণী॥

ধ

ধরণি-ধারিণী ধরা, ধাত্রী ধূমা ধৃতি।
ধরাধর-সুতা ধীরা, ধীর কর মতি॥

ন

নানা নট নিয়ে নাট্য, করেছি নিকটে।
নারায়ণী নয়নে, নেহার এই নটে॥

প

পশুপতিপ্রিয়া পাপি,-পতিত-পাবনী।
প্রপঞ্চপাশেতে পরি-ত্রাহি পারায়ণী॥

ফ

ফেলাইয়ে ফিরে ফিরে, ফেলনা মা ফেরে।
কেন ফন্দি ফান্দে ফেলে, ফাঁকি দাও মোরে॥

ব

বিশ্বমাতা বিশ্বম্ভরা, বিশ্বেশ-বনিতা।
বিঘ্ন হর বিঘ্ন হরা, বিঘ্নেশ-প্রসূতা॥

ভ

ভীমবেশভামিনী গো, ভবানি ভাবিনী।
ভ্রূকুটি ভীষণাননা, ভীমা ভৈরবিনী॥

ম

মহেশ্বর-মোহিনী, মাতঙ্গী মৃড়জায়া।
মহা মোহে মোহিয়া, মজালে মহামায়া॥

য

যামিনী যোগিনী যোগ,-মায়া যোগেশ্বরী।
যাতায়াতে যাতনা, জুড়ায় যাচ্ঞা করি॥

র

রুদ্রাণী রঞ্জনী রমা, রিপুবট্ রসে।
রাজি নয় রসনা, রসে না তব রসে॥

ল

লোলা লাক্ষারূপা লজ্জা, ললিত-ললনা।
লোহিতাক্ষী লক্ষ্মী লোকে, লজ্জিত করোনা॥

ব

বেদবাদী ব্রহ্মবলে, বিকৃতি-বিহীন।
বল বলিব কি আমি, বুদ্ধিবিদ্যাহীন॥

শ

শক্তি শবাসনা শিশু, শ্রুতির শোভন।
শমন-শঙ্কায় শিবে, তুমি গো শরণ॥

ষ

ষোড়শী ষড়ঙ্গা ষট্,-চরণ বরণী।
ষড়জ-সঙ্গিনী ষট্,-বদন জননী॥

স

সত্যরূপা সত্বগুণা, সত্যব্রতা সতী।
সংসারে সারাৎসারা, সতের সুমতি॥

হ

হের হরদারা হরি,-হৃদয়বাসিনী।
হাহাকার হর হৈমা, হরিণী-নয়নী॥

ক্ষ

ক্ষণপ্রভাবরণী, ক্ষণদা দেহ ক্ষণ।
ক্ষুণ্ন হই ক্ষেমঙ্করী, ক্ষম এই ক্ষণ॥

পয়ার।

অ।—নাদ্যা অনন্ত অম্বা, অপর্ণা অম্বিকা।
আ।—দ্যা আশারূপা আত্মা, আশা-প্রকাশিকা॥
ই। চ্ছাময়ি ইন্দুমুখী, ইন্দিরা ইন্দ্রাণী।
ঈ।—ষদ্ ঈক্ষণে ঈহা, পুরাও ঈশানী॥
উ।—মা উগ্রা উমাপতি, উরোনিবাসিনী।
ঊ।—দ্ধমুখী ঊদ্ধনেত্রা, ঊর্দ্ধাধোগমনী॥
ঋ।—রূপা ঋপদদাত্রী, ৯কারস্বরূপা।
৯। স্নুতঘাতিনী একার্ণবে একরূপা॥
এ।—বে এসংসারে এসে, এই লাভ হলো।
ঐ।—কান্ত ঐহিক ঐন্দ্রজালে প্রাণ গেল॥
ও। গো ওড়ো আভা ওজোরূপা ঔৎসর্গিকা।
অং।—হহরা অংরূপিণী, অঃকার অংশিকা॥
এইরূপ স্তব যদি, করিল মদনে।
রত্নাকর কহে কালী, জানিলেন মনে॥

যোগমায়ার বরপ্রদান।

পয়ার।

স্তব শুনে তুষ্টা হয়ে, জগত-জননী।
যোগমায়া অন্নপূর্ণা, প্রসন্না আপনি॥
দীনের প্রতি প্রীতি, দৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাণী।
বর লহ বর লহ, বলেন ভবানী॥

সচকিত চক্ষু মেলে, মকরন্দ শুনি।
ভীতচিত মহাত্রাস, মনে মনে গুণি॥
বলে বন্ধু শুন দৈবে, হৈল দৈববাণী।
স্তবে স্তবে তুষ্টা বুঝি, হলেন শিবানী॥
গগনে পাতিয়া পরে, শ্রবণ দুখানি।
চারিদিগে চায় দোঁহে, করি পুটপাণি॥
পুনরায় সেই শব্দ, হইছে অমনি।
বর লহ বর লহ, শুনিল তখনি॥
এই বাক্য শুনিতে, পাইয়া দুই জ্ঞানী।
নতমস্তে যোড়হস্তে, কহে এই বাণী॥
যদি মা কিঙ্করে বর, দিবে গো তারিণি।
এবে তবে শ্রবণ, কর গো সে কাহিনী॥
এক দিন তমোহীন, বসন্তযামিনী।
স্বপ্নে দিয়ে দেখা একা, সুন্দরী কামিনী॥
মোর মন হরে পলা,-ইল সে পাপিনী।
আর দেখা নাহি দেয়, সে কালসাপিনী॥
আমাকে উন্মত্ত করি,-য়াছে সেই ধনী।
তাহারে না হেরে প্রাণ, যায় গো জননী॥
অতএব যেই রূপে, পাই সে রমণী।
এই বর মোরে দেহি, গিরিশমোহিনী॥
পুনরায় গগনেতে, হৈল এই ধ্বনি।
অচিরেতে মনোবাঞ্ছা, পুরিবে বাছনি॥

এই বাক্য শুনি হৃষ্ট, দুই গুণমণি।
কালীরে প্রণতি করে, লুটায়ে ধরণি॥
এইরূপে দেখে দোঁহে, বিন্ধ্য-নিবাসিনী।
কৃতকার্য্য হয়ে যায়, উদ্দেশে কামিনী॥
কিন্তু মদনের হেরে, ও পদ দুখানি।
চলিতে নয়নে ঝরে, দর দর পানী॥

বন্ধুদ্বয়ের বিন্ধ্যাটবিপ্রবেশ।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

শিব শঙ্করী ক্ষেম ক্ষেমঙ্করী জননী। হের
হরমোহিনী, চরণ-তরণি দিয়ে ত্বরায়
তরাও তারিণী॥ ধ্রু॥

পয়ার।

পরে পরদিন দীন, দয়াময়ী ভেবে।
উভয় অভয় হয়ে, ভ্রমে হৃষ্টভাবে॥
সহিত সুহৃৎ হৃৎ, পুলকপূর্ণিত।
যুবরাজ অশ্বরাজ, চড়ি হরষিত॥
ত্বরিত নৈঋতভাগে, কিঞ্চিৎ হেলিয়া।
হেলায় চালায় ঘোড়া, ঘোড়ায় মিলিয়া॥
কুমার কুমার যেন, ময়ূরবাহনে।
কতিপয় ক্রোশ গিয়ে, প্রবেশে গহনে॥

প্রবেশিতে বিন্ধ্যারণ্য, কহিছে কুমার।
বল বন্ধু একি দেখি, অতি চমৎকার॥
ভয়ঙ্কর অন্ধকার, দিবসরজনী।
না হয় উদয় বুঝি, শশি দিনমণি॥
ঘন ঘনঘটাচ্ছটা, সদৃশ বরণ।
তাহে ঘন ঘন হয়, তর্জ্জন গর্জ্জন॥
একি দেখি রাহু কিম্বা, কুহুর ভবন।
কিম্বা বন্ধু অন্ধ অন্ধ,-কারের সদন॥
মকরন্দ কহে বন্ধু, করহ শ্রবণ।
বিন্ধ্যারণ্য নামে এই, ভয়ানক বন॥
ইহ বনে চরে বন,-চর বহুতর।
সিংহ ব্যাঘ্র মহীষ, বরাহ উষ্ট্রথর॥
ইহারা যখন করে, তর্জ্জন গর্জ্জন।
জ্ঞান হয় প্রলয়ের, মেঘ-বিস্ফূর্জ্জন॥
মৃগয়া করিতে পূর্ব্বে, কত নৃপগণ।
আসিতেন সহসৈন্য, বিন্ধ্যারণ্যবন॥
কিন্তু জন্তুগুলা অতি, দন্তুরিতকায়।
দেখিয়া ভূপতিগণ, ফিরে যাইত প্রায়॥
আর যাহা শুনিয়াছি, শুন নৃপবর।
এই বনমধ্যে ছিল, হিরণ্যনগর॥
বিক্রম নামেতে তথা, ছিলেন ভূপতি।
শক্রসম বিক্রমেতে, কিন্তু শান্তমতি॥

জলনিধিমধ্যে যথা, আছিল রাবণ।
নৃপতি তেমতি ছিল, লয়ে এই বন॥
প্রস্তর প্রাচীর দেয়া, ছিল চারি পাশ।
প্রজাগণ লয়ে তার, মধ্যে ছিল বাস॥
নৃপ হরিহরভক্ত, ছিল অতিশয়।
সে মূর্ত্তি স্থাপিয়াছিল, সেই মহাশয়॥
কিন্তু জন্তুগুলা কাল,-রূপী হয়ে কাল।
সেই পুরীমধ্যে পরে, পাড়িল জঞ্জাল॥
প্রতিদিন পুরীমধ্যে, করিয়া প্রবেশ।
প্রজাসহ সেই পুরী, শেষ কৈল শেষ॥
প্রজারাজাহীন পুরী, স্বভাবে মলিন।
পতিহীন নারীমত, প্রতিদিন ক্ষীণ॥
এইরূপ পশুগণ, হইয়া দুর্ব্বার।
ক্রমে বিক্রমের রাজ্য, করেছে সংহার॥
ইহা শুনি কুমার, কহিছে মরি হাই।
কি বলিলে বন্ধু বিক্র,-মের রাজ্য নাই॥
অতি ধর্ম্মশীল রাজা, সুশীল সুশান্ত।
সবংশে নির্ব্বংশ সে কি, হয়েছে নিতান্ত॥
তাহার গুণের কথা, কি কব তোমায়।
কে পারে বলিতে তাহা, সকল কথায়॥
কথায় কথায় অদ্য, হইল স্মরণ।
শুন বন্ধু ভূপতির, গুণের কথন॥

এক দিন করপুটে, পিতার চরণে।
নিবেদন করিলাম, মৃগয়া-কারণে॥
ইহা শুনি ভূপতি, করিয়া উপহাস।
মোর প্রতি মহামতি, করিলা সম্ভাষ॥
মৃগয়া করিবে বাপু, সে নহে সহজ।
কিন্তু বনে ভ্রমে কত, মহামত্ত গজ॥
মৃগয়া লাগিয়া গয়া, হয় প্রাণধন।
একারণ মহাজন, না যান গহন॥
শুন একদিন আমি, অশ্ব আরোহণে।
গিয়াছিনু মৃগ-জন্য বিন্ধ্যারণ্যবনে॥
ভ্রমিতে তাহার বাট, বিভ্রাট যতেক।
বিশেষিয়া তার কথা, কহিব কতেক॥
সুদূরে থাকুক সুখে, বনেতে বিহার।
মৃগ মেরে ফিরে ঘরে, আসা হৈল ভার॥
সপ্তাহ পর্য্যন্ত অন্ত, না পাই তাহার।
দিকভ্রমে ভ্রমি বন, করে জলাহার॥
এইরূপ কষ্ট-শ্রেষ্ঠ, অষ্টাহের পর।
হিরণ্য নামেতে এক, মিলিল নগর॥
পুরমধ্যে প্রবেশিয়া, দেখি রম্যস্থান।
ছাড়ি ঘোড়া যোড়া ধড়া, জুড়াইল প্রাণ॥
বিক্রমনামেতে রাজা, তার অধিপতি।
আমারে লইয়া সমা,-দর কৈল অতি॥

সপ্তাহ আমাকে প্রায়, রাখিয়া তথায়।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, ভোজন করায়॥
পরে সঙ্গে শত দূত, রাজপুত দিয়ে।
বিদায় করিল রাজা, বিনয় করিয়ে॥
ভাগো সেই রাজা রক্ষা, করিল জীবন।
নতুবা যাইত প্রাণ, মৃগয়াকারণ॥
এইরূপ পিতার, বচনে হয়ে শান্ত।
মৃগয়া করিতে পরে, হইলাম ক্ষান্ত॥
তোমার কথায় অদ্য, জানিনু বিশেষ।
সেই বিন্ধ্যারণ্য বটে, সেই এই দেশ॥
কিন্তু বন্ধু চল বিন্ধ্যা,-রণ্য প্রবেশিব।
বিক্রম রাজার রাজ্য, চল নিরখিব॥
কিরূপে সে নরপতি, ছিল এই বনে।
সে সব দেখিতে বাঞ্ছা, আছে বড় মনে॥
ভয় কি কালীর নাম, করিয়া স্মরণ।
দোঁহে প্রবেশিব বনে, কহিছে মদন॥

একাবলী হিন্দি মিশ্র।

দোই বঁধু কসি বান্ধিল জোড়া।
তাজ শিরে পরি যোড়িল ঘোড়া॥
বাজীগলে ঘন ঘুঙ্গুর বোলে।
কাঞ্চনলাঞ্ছন শোভন দোলে॥

ঝম্পই ঘোটক খট খট ধায়ে।
ধূলিকণা কত উঠই পায়ে ॥
পাছ করে কত গাছ বিগাছা।
ধায়ত ধড়বড়ি ঘোটক বাছা ॥
বাজীপরে নহি চাবুক মারে।
বায়ুভরে চলি আপন জোরে ॥
অশ্বপিঠে বসি দো অশবারা।
নিরখত মঙ্গল জঙ্গল ঝোরা ॥
বোলত কোল মহাকলরোলে।
সিংহ বধে ধরি হস্তি কপোলে ॥
ব্যাঘ্রগুলা কত কোক বিদারে।
মাভৈরিতি যুবরায় ফুকারে ॥
গর্দ্দভ গোমুখ ব্যাঘ্র শৃগালা।
কেশরী শূকর নাগ বিশালা ॥
ভল্লূক উল্লূক সল্লক জাতি।
পল্লব বল্লভ বানর পাঁতি ॥
ঢুঁড়ত ঘূরত পল্বলনীরে।
রোয়ত শূকর মেঘগভীরে ॥
আঁখি রাখি অনিমীখ বিভোরে।
কানন-শোভন ভূপতি হেরে ॥
কালী বলে পথি ভীতি ন মানে।
ধন্ধ কহে কলিগুণ বাখানে ॥

বনচরসমূহের বিক্রম-দর্শন।

রাগিণী ললিত বিভাস। তাল জৎ।

মা আমি কি রূপে যাইব ভবপার। দুর্গম
দেখিয়ে দুর্গে ভাবি অনিবার। তরিবার
বিধি নাই, দিবে-নিশি ভাবি তাই, মা
হয়ে তনয়ে মা কি ভুলিলে এবার ॥ ধ্রু।

পয়ার।

সুজন দুজন ঘোর, বিজন-ভিতরে।
সঞ্চিত কিঞ্চিত ভয়, নাহিক অন্তরে ॥
অনন্তরে কিঞ্চিৎ, অন্তরে দোঁহে গিয়ে।
দেখিল আশ্চর্য্য এক, অন্তরে থাকিয়ে ॥
এক মদমত্ত গজ,-রাজ ধূলিসাজ।
চলিছে গলিছে মদ, করিছে বিরাজ ॥
নিশ্বাসে প্রশ্বাস হবে, প্রাণের আশ্বাস।
অনন্ত গরজে যেন, হয় যে বিশ্বাস ॥
নীল মহামহীধর, কিম্বা অহীধর।
অথবা কি ধরাধর, কিম্বা ধারাধর ॥
জবন পবন যেন, প্রলয়সময়ে।
তেমতি তাহার শ্বাস, বহে রয়ে রয়ে ॥
মাতঙ্গে আতঙ্গে হেরে, যত বনচর।
পলায় আলয় কেহ, কাঁপে থর থর ॥

বনস্থল স্থলেস্থল, হৈল তলস্থূল।
গজের গরজে কারু, হয় স্থূল ভুল॥
হস্তীবর মস্ত হস্ত, করিয়া ক্ষেপণ।
আস্তে ব্যস্তে ত্রস্ত হয়ে, করিছে গমন॥
হেন কালে এক সিংহ, সিংহনাদ করে।
লাঙ্গুলে লংঘিয়া এলো, মাতঙ্গেরোপরে॥
চিৎকারে চিৎকার হয়ে, পড়ে কত পশু।
সেই শব্দে স্তব্ধ শুনে, মরে পশু-শিশু॥
সংপাত হইয়া যেন, শত বজ্রাঘাত।
একবারে হস্তিবরে, হইল আঘাত॥
লাঙ্গুলের চট্‌চটি, দন্ত কট্‌মটি।
নখরের খিটি খিটি, মুখের খামাটি॥
রাগে আগে জাগে সব, শরীরের শির।
তর্জ্জন গর্জ্জন ঘন, করিয়া গভীর॥
উগ্ররূপী অগ্রে গ্রীবা, ব্যগ্র করি গ্রাস।
আক্রোশে কর্কশদৃষ্টি, করিয়া প্রকাশ॥
চপটে চপেটাঘাত, করিয়া দপটে।
করি-শির-কপাট, দোফাট কৈল চোটে॥
ভগ্নকুম্ভলগ্ন মুক্তা,-ফল গেল ফুটে।
দর দর রুধির, অধীর হয়ে ছুটে॥
মাতঙ্গের ভঙ্গ অঙ্গ, করে ধড় ফড়।
তাহে লক্ষ বৃক্ষ ভাঙ্গে, যেন বহে ঝড়॥

এইরূপে কেশরী, আসুরী কর্ম্ম করে।
হস্তি-মস্ত-মস্তিষ্ক, লইয়া গেল হরে॥
অদ্ভুত অভূতপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সহমিত্র রাজপুত্র, উঠে চমকিয়া॥
কহে বন্ধু এথা হৈতে, করহে প্রস্থান।
বুঝি সিংহহাতেহৈতে, গেল আজি প্রাণ॥
এইমত করে স্থির, অস্থির দুজন।
ক্ষুণ্ণ হয়ে অন্য দিকে, করিছে গমন॥
দেখে দুই বিপুল, শার্দ্দূল পরস্পর।
তুমুল সংগ্রাম করে, হইয়া তৎপর॥
নখাঘাতে বিদীর্ণ, বিশীর্ণ কলেবর।
গরজে ভৈরব রব, কাঁপে থর থর॥
চট পট চপেট, চাপটে দোঁহে মারে।
গাত্র ফেটে রক্ত ছুটে, পড়ে ভারে ভারে।
কভু বা উভয়ে বাহু, উভয়ে ধরিয়া।
গড়াগড়ি যায় ধরা,-তলেতে পড়িয়া॥
এইরূপ বিষম, হেরিয়া দুই জন।
ত্রস্ত হয়ে অন্যত্র, করিছে পলায়ন॥
সম্মুখে দুজন পরে, করে নিরীক্ষণ।
মহান্ মহীষ ব্যাঘ্র,-সনে করে রণ॥
মত্ত হয়ে মহীষ, করিছে ঘনধ্বনি।
খর খুরে খুঁড়ে ক্ষুব্ধা, করিছে মেদিনী॥

ক্ষুরাগ্রে ব্যাঘ্রের গাত্রে, করিছে তাড়ন।
শৃঙ্গেতে লংঘিয়া অঙ্গ, করে বিদারণ॥
তরক্ষু ক্ষোভেতে লক্ষ্য, করিয়া মহীষে।
দোপাট চাপট মারে, রুধির বরিষে॥
নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, শীর্ণ করে কায়।
এক লাপে লুলাপে সে, ধরিল গলায়॥
মহীষ সবেগে রেগে, আগে শৃঙ্গভাগে।
উদরে বিদরে ধরে, মারে সেই বাঘে॥
সুশাণ বিষাণ ঘায়, অশান হইয়া।
ব্যাঘ্র গড়াগড়ি যায়, ধরায় পড়িয়া॥
মৃগাদন বদন, বমন করে রক্ত।
শমনসদন যায়, হইয়া অশক্ত॥
এইরূপ দেখে দোঁহে, থাকি বহু দূর।
অশ্ব আরোহিয়ে হিয়ে, কাঁপে দুরু দুর॥
সেদিক ছাড়িয়া পূর্ব্বে, করিছে গমন।
দেখে তথা ভল্লূকে, ভল্লূকে করে রণ॥
পূর্ব্বে না যাইব বলে, ব্যস্ত যুবরায়।
উত্তর দিগেতে গতি, করিছে ত্বরায়॥
দেখে তথা খড়্গীতে, ব্যাঘ্রেতে যুদ্ধ করে।
দূর হৈতে দেখে দোঁহে, পলাইছে ডরে॥
এইরূপ সঙ্কটে, পড়িয়া দুই জন।
অস্থির হইয়া বনে, করিছে ভ্রমণ॥

কহে ওহে মিত্র এবে, কি করি বিধান।
বুঝি পশুগুলাহাতে, গেল আজি প্রাণ॥
হায় হায় কি করিব, কোথায় যাইব।
এ ঘোর সঙ্কটে ত্রাণ, কিরূপে পাইব॥
হায় কি করিলে বিধি, এই কি হইবে।
একান্ত জন্তুর হাতে, জীবন যাইবে॥
কেনবা আইনু হায়, বিষম গহন।
ওহে বন্ধু গেল প্রাণ, কি করি এখন॥
মকরন্দ বলে বন্ধু, না কর রোদন।
চল পুনঃ পশ্চিমেতে, করি হে গমন॥
পুনরায় যুবরায়, মিত্রের কথায়।
বারুণদিকেতে অশ্ব, চালাইয়া যায়॥
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পরে, করিয়া গমন।
উত্তম্ পথের চিহ্ন, করে দরশন॥
সেই পথে পরে দোঁহে, চলিল হেলায়।
নাগর নগর এক, দেখিবারে পায়॥
প্রাসাদ দেখিয়া গেল, মনের বিষাদ।
কিন্তু তবু কাঁপে হিয়ে, শুনি সিংহনাদ॥
রাজপুত্র মিত্র বলে, জিজ্ঞাসেন তায়।
বল বন্ধু এ কোন, নগরী দেখা যায়॥
মকরন্দ কন্দর্প,-কেতুকে কহে তবে।
বুঝি বন্ধু হিরণ্য,-নগর এই হবে॥

শুনিয়াছি বনমধ্যে, হিরণ্য নগর।
চল ইথে প্রবেশিব, আর কি হে ডর॥
প্রবেশিয়া হরিহর, হরিষে হেরিব।
তথা তড়াগের তোয়ে, মজ্জন করিব॥
বুঝি কালী অকূলেতে, কুলাইলা কূল॥
মদন কহিছে ইথে, কি আছে হে ভুল॥

হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন।

রাগিণী মল্লার। তাল জৎ।

মরি মরি দেখি একি নগর এমন। নাহি
চিহ্ন ধন জন নিবিড় গহন। শ্রীরাজ
বিক্রমালয়, কিরূপে হইল লয়, হেন
মোর মনে লয়, কি শমন-সদন॥

কুসুমমালিকা ছন্দঃ।

হেরে হিরণ্যনগর হরষিত দুই জন।
যেন পাণিপরে পায় পরে পরশে গগন॥
যথা দুঃখী দেখে দ্রাবিণ প্রাবিণচিত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়॥
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশুমিলনে॥

যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাসে পাশে দিবাকরে দেখে॥
হল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়॥
বলে বন্ধু হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই।
চল পরিশেষে পুরিপরিসরে দোঁহে যাই॥
যায় দোঁহে মেলি এই বলাবলি করি স্থির।
ধীরে ধীরে ধীরে বিধিরে বন্দিয়া দুই ধীর॥
এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে সুবেশে দুজন।
দেখে একে একে থেকে থেকে সকল সদন॥
সে যে সহজে সহ যে প্রজারাজাহীনপুরী।
যথা শ্রীহীন মলিন ক্ষীণ পতিহীন নারী॥
চলে চাইতে চাইতে চারিদিক চলচিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর বানরীগনে সুখে কেলী করে॥
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধীর।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর॥
দোঁহে দেখে এই দৈবদুঃখে দুঃখিতহৃদয়।
যবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয়॥
দেখে সুচারুশোভিত সরসিজ সরোবর।
সদা শোভিছে সোপানসারি সব থরেথর॥

করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীর সমীর সে নীর টল টল॥
যত ফুটিছে নলীন, কত ছুটিছে অলিন।
মধু লুঠিছে বলিন, পরে উঠিছে পুলীন॥
তাহে জুটিছে সমীর, যেন ফুটিছে শরীর।
কাম ছুটিছে কি তীর, মান টুটিছে নারীব॥
পিক করে কুহু কুহু, নৃপ করে উহু উহু।
বায়ু বহে হুহু হুহু, দেহ দহে মুহুর্মুহু॥
নৃপ জর জর স্মরে, কামিনীর রূপ স্মরে।
যেন পড়ে অপস্মরে, ভূপ সকলি বিস্মরে॥
জল ঢলে ঢল ঢল, পিক করে কল কল।
মন করে চল চল, আঁখি করে ছল ছল॥
অলি করে গুণ গুণ, গায় মদনের গুণ।
দেখে হইল দ্বিগুণ জ্বলে বিরহ-আগুন॥
তাহে বহে পদ্মগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ।
নৃপ দেখে এই ছন্দ, একেবারে হইল ধন্দ॥
ভূপ এইরূপ অপরূপ বিরূপ দেখিয়া।
স্থির হইল আপনি, মেনে মনে প্রবোধিয়া॥
ভেবে মনোগত ভাবে না করিয়া পরকাশ।
নৃপ কথোপকথন করে বঁধুর সকাশ॥
দেখ বন্ধু হে কি অপরূপ সরোবরনিধি।
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজেছে কি বিধি॥

কিবা মৃদুল মরুতে বহে জলের তরঙ্গ।
বুঝি ঘন ঘন অনঙ্গের অপাঙ্গের ভঙ্গ॥
আর কত শত শতদল শোভিছে সলিলে।
মেলি সহস্র নয়ন কাম দেখিছে অখিলে॥
চল বেলা বহে যায় আর দেখিতে সকলে।
বলে জলে চলে মজ্জন করিল কুতূহলে॥
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা করে অতঃপর।
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর॥
ইহা করি স্থির দুই ধীর সরোবরতীরে।
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে॥
দেখে চারি পাশ কুসুমনিবাস-সুশোভিত।
তার মাঝে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত॥
তার ভিতর কি মনোহর হরিহরমূর্ত্তি।
হেরে হয় যে হৃদয় শতদল-দল-স্ফূর্ত্তি॥
মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে॥
মূঢ়ভেদ বাদি বিবাদি করিতে তমোভেদ।
হরি হইলেন ত্রিপুরারি তনুতে অভেদ॥
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ॥
আধা কপালফলকে শোভে অলকার পাঁতি।
আধা ধক্‌ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবারাতি॥

আধা তিলক-আলোকে তিনলোকে করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা ॥
কিবা নলীন মলিনকারি নয়ন তরল।
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি যেন রক্তোৎপল ॥
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল ॥
আধা বনমালা গলায় ভুলায় গোপীমন।
আধা রুদ্র অক্ষমালা আলা করে ত্রিভুবন ॥
আধা কুঙ্কুম কস্তূরি হরিচন্দনচর্চ্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্মবিভূষিত ॥
কিবা করকিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র।
আধা অমর ডমরু করে আর শিঙ্গা বক্র ॥
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া।
আধা বাঘছালা ভোলার ভুজঙ্গমালা বেড়া ॥
আধা চরণ-কমলে শোভে কাঞ্চন মঞ্জীর।
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গভীর ॥
দেখে এইরূপ অপরূপ রূপ হরিহর।
রাজা পূজা বিধি যথাবিধি করে ততঃপর ॥
ভণে মদনের মনে মনে আছে এই খেদ।
কবে কালীকৃষ্ণ শিবনামে ভেদ হবে ভেদ ॥

কন্দর্পকেতুর হরিহর-স্তুতি।

পজ্ঝটিকা ছন্দ।

পুরহর কৈটভমর্দ্দন শৌরে।
গিরিশ খগাধিগ সুন্দরধোরে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃত ভারং॥
পীতাম্বর রব সুরধুনি মস্তে।
স্থাণু ত্রিনয়ন দেব নমস্তে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃত ভারং॥
নারায়ণ শশিশেখর শম্ভো।
কালিয়মর্দ্দন ধৃত করকম্বো॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃত ভারং॥
শূলিন্ শশিভূষণ পুরবৈরিন্।
দামোদর মধুকৈটভহারিন্॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃত ভারং॥
কেশীহর পুরুষোত্তম বিষ্ণো।
মৃত্যুঞ্জয় জয় দেব বরিষ্ণো॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃত ভারং॥

গোপীজন মনসিজ গিরিধারে।
গৌরীপ্রিয় নিজ মনসিজহারে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুস্কৃত ভারং॥
রাধাধরমধুপানবিলাসিন্।
দেবাসুরগুরু কামবিনাশিন্॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুস্কৃত ভারং॥
বিশ্বেশ্বর সুরবর গুণসিন্ধো।
চারুমুখামৃত পরিভবদিন্দো॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুস্কৃত ভারং॥
ছলিত বিরোচন বামনরূপ।
ধৃতশিরসামৃতদীধিতি কূপ॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুস্কৃত ভারং॥
শশিশেখর শিব শম্ভুশিবেশ।
কমলা করকমলাহিত বেশ॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুস্কৃত ভারং॥
পঞ্চানন গরলাশন ভীম।
গোবর্দ্ধন-বন বিঘটিত সীম॥

শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃত ভারং॥
কংসহরানক দুন্দুভি সূনো।
গঙ্গাধর প্রমথাধিপ ভানো॥
মদনঃপ্রবদতি সকরুণ বাণিং।
কতি কতিশঃ প্রণমতি পুটপাণিং॥

স্তুত্যনন্তর পুরী হইতে প্রস্থান।

রাগিণী পুরবী।—তাল একতালা।

যদি তরিবে বাসনা ভবভয়ে তবে ভিন্ন
ভেদ-ভাব ভেবনা। যে কালীকৃষ্ণ সেই
শিবোহভীষ্ট, দুষ্ট মন দ্বিধা করোনা।
যদি বল ইথে সম্বল চাই, গুরুদত্ত ধন-
রতন পাই, হরিহর মন্ত্র, হইওনা ভ্রান্ত,
ডাক্‌রে করালবদনা॥

পয়ার।

হেরে হরিহরে হয়ে, হরষিতকায়।
স্তুতি পরে নতি করে, লুটায়ে ধরায়॥
মন্দির হইতে যায়, বাহির হইয়া।
যুবরায় পুনরায়, ত্বরায় চলিয়া॥
সরোবরতীরে ফিরে, করিয়া গমন।
নিরমল ফল জল, করিল ভক্ষণ॥

পুনঃ জোড়া ধরা ঘোড়া, বান্ধি তাড়াতাড়ি।
উঠে অশ্বপিঠে ছুটে, দিল এঁটে বাড়ি॥
মন জবে যায় জবে, সেই বাজিরাজ।
জ্ঞান হয় হয়ময়, যেন ক্ষিতিমাঝ॥
পুরীর পশ্চিম দ্বার, দিয়া দুই জন।
নাগর নগর হইতে, করিল গমন॥
সেই মুখে যায় সুখে, কৌতুকে উভয়।
প্রবেশিয়া বনে মনে, নাহি গণে ভয়॥
দুই মল্ল কতি নল, করিতে প্রয়াণ।
দেখিতে দেখিতে হৈল, দিবা অবসান॥
দিনমণি অমনি, পশ্চিমাচলে চলে।
খগগণ হৃষ্টমন, যায় স্থলে স্থলে॥
নানাজাতি বকপাঁতি, চলে পালে পালে।
পক্ষীসব করে রব, বসে ডালে ডালে॥
খেচর ভূচর বন-চর ঝাঁকে ঝাঁকে।
উড়ে আসে নিজ বাসে, কত লাখে লাখে॥
চটক চটকী শাখী-পরে থরে থরে।
কলকলে যায় চলে, নিজ ঘরে ঘরে॥
প্রদোষে প্রবেশে পিকগণ মুহুর্মুহু।
বিশাল রসাল শালে, করে কুহু কুহু॥
বৃক্ষোপরে করে পরে, বসে শারি শারি।
সুখে শুকে লয়ে বুকে, গায় সারি সারি॥

মুখেমুখে নিশিমুখে, শিখরি উপরে।
সুখে সুখে শিখিকুল, নৃত্য কৃত্য করে॥
গোটে গোটে গোঠে হৈতে, সঙ্গেতে গোপাল।
হাম্বা হাম্বা রবে গৃহে, চলে গাভাপাল॥
যূথে যূথে যুতে যুতে, যতেক মরাল।
তালে তালে গায় চলে, যায় সন্ধ্যাকাল॥
কল কল রবে কল, কল বনস্থল।
বেছে বেছে সবে আছে, লয়ে ভাল স্থল॥
বনে বনে করে মেনে, বনচরগণ।
ঘন ঘন ঘনাঘন, সদৃশ তর্জ্জন॥
ক্ষণে ক্ষণে চমকি, চমকি ভূমিপাল।
মনে মনে ভয় গণে, দেখি সন্ধ্যাকাল॥
দিবা গেল সন্ধ্যা এলো, সূর্য্য অস্ত হলো।
একি দায় উপজিল, চক্রবাকী মলো॥
পদ্মিনী মুদিল বিধু, গগনে উদিল।
কি দিল বিয়োগী মুখে, শেল কি খুদিল॥
কুমুদিনী ফুটিল যত, ঘুটিল ষট্‌পদ।
সৌরভ ছুটিল পদ্মে, টুটিল সম্পদ॥
বিষাদ ঘুচিল মনে, চকোর নাচিল।
কুলটা রমণী মেনে, পরাণে বাঁচিল॥
তিমির নাশিল শশী, স্বস্থানে বসিল।
কুমুদিনী বিকাশিল, ভ্রমর পশিল॥

প্রমাদ পাড়িল বিধি, বিচ্ছেদ বাড়িল।
বিয়োগী পড়িল ধরা, নিশ্বাস ছাড়িল॥
কে যেন গঠিল নিশি, নক্ষত্র উঠিল।
নিশাচরগণ বন, বাটেতে রটিল॥
রজনী হইল দেখে, পরে বন্ধুদ্বয়।
মহাজম্বুবৃক্ষতলে, লইল আশ্রয়॥
ফল মূল সাধ্যমতে, করে আহরণ।
জম্বুবৃক্ষতলে দোঁহে, করিল ভোজন॥
মকরন্দ পর্ণশয্যা, করিয়া রচন।
দুই বন্ধু তদুপরে, করিল শয়ন॥
কুসুম-শয়নে যার, ফুটিত সর্ব্বাঙ্গ।
কোথায় পাতায় শুয়ে, নিদ্রার প্রসঙ্গ॥
হয়ে আর্ত্ত পার্শ্ব পরি,-বর্ত্ত করে মুহু।
কিন্তু কুমারের স্পন্দ, হয় দক্ষবাহু॥
শুয়ে শুয়ে শুনে দোঁহে, সেই বৃক্ষোপরে।
শারিকা শুকের সহ, মহাদ্বন্দ্ব করে॥
বৃক্ষতলে দুই বন্ধু, করিছে শ্রবণ।
কালিকান্তে বিস্তারিয়া, বলিছে মদন॥

শারিকার শুকসহ দ্বন্দ্ব।

বসন্ত রাগেন গীয়তে।

একাবলী ছন্দ।

শাখীশাখাশিরে শুইয়ে শারি।
কহিছে দহিছে প্রাণ আমারি॥
দ্বিতীয় প্রহর হইল রাতি।
এখন কেন না আইল পতি॥
আমি একাকিনী দুঃখিনী নারী।
তাহার বিরহে রহিতে নারি॥
হায় হায় মরি কি দায় হল।
পরাণ-দুর্ল্লভ কোথায় গেল॥
তাহারে না হেরে বুক বিদরে।
কহিব কাহারে প্রাণ যে করে॥
একেত কামিনী যামিনী ঘোর।
মরি কোথা গেল সে চিতচোর॥
এরূপ বলিয়া কান্দিছে শারি।
দুনয়ান বহি বহিছে বারি॥
হেনকালে শুক পবনবেগে।
আসিয়া বসিল শারির আগে॥
শারি হেরি সুখে বসিল ফিরে।
মানভরে কিছু না কহে কীরে॥

শুক কহে প্রিয়ে কি দোষ পেয়ে।
রহিলে সুমুখী বিমুখী হয়ে ॥
মিছে করে ঠাট কি দেখ নাট।
ছি মেনে ছলনা ছাড় লো ঝাট ॥
মুখবিধুমধু কর লো দান।
তোমার বিরহে দহিছে প্রাণ ॥
সাধে সাধে কেন সাধিয়া বাদ।
অমৃতে গরল কর বিষাদ ॥
দেখ শশি মম দহিছে দেহে।
বুঝি গেল প্রাণ তুয়াবিরহে ॥
শিশির সমীর শরীরজ্বালা।
ফুল শূলসম কি হল জ্বালা ॥
উহু কুহু রব তব বিরহে।
অশনিসমান লাগিছে দেহে ॥
এরূপ শুকের সম্ভাষে শারি।
নাহি ভাষে ভাসে নয়নে বারি ॥
বিনাইয়া বাণী বলিছে নারী।
বদনে রোদনবারি নিবারি ॥
যাহ যাহ নাথ যাহার তুমি।
তব মনোমত নহি যে আমি ॥
বল কি অলি কি কমলে ভুলে।
যাবে সে কি সুখে কিংশুকে ফুলে ॥

রবি কভু নাহি কুমুদী যায়।
কোথা শশি আসি সরোজে যায়॥
যার সনে যার আছে পীরিতি।
সেই তারে ভজে এই সে রীতি॥
তুমি হলে নাথ অন্যেরি ভক্ত।
কিরূপে তোমাতে হব আসক্ত॥
শুক কহে শারি তোমারি কিরে।
অন্য পানে যদি চাই লো ফিরে॥
কি কব অধিক তোরি দোহাই।
অন্যে যদি চাই আঁখিমাথা খাই॥
শারি কহে পুনঃ করিয়া রোষ।
কেবা কোথা রাগে না পেলে দোষ॥
যাহ যাহ জানি তোমার রীতি।
আমার করিয়া যত পীরিতি॥
ভাল ভালমতে প্রেম-আগুন।
জেনেছি মেনে ছি তোমার গুণ॥
যাহ যাহ যাহ ওহে শঠরাজ।
আর তোমা লয়ে নাহিক কাজ॥
দেখ হে কিতব কি তব রীতি।
এমনি করে কি রাখে পীরিতি॥
দেখ দেখি কত হয়েছে রাতি।
এখন এখানে কে আছে সাথি॥

আমি একাকিনী থাকিয়া ঘরে।
হরি হরি প্রাণে মরি যে ডরে॥
এতেক বলিয়া কান্দিছে শারি।
শুক দেখে কহে মিনতি করি॥
প্রিয়সি প্রিয়সি আমায় বলে।
যত যতনেতে বলিলে ছলে॥
যেমনে যে মনে করেছ মান।
কবে কবে কথা বাঁচিবে প্রাণ॥
জীবনে জীবনে বিনে মীনের।
বল কি বল কি থাকে জীনের॥
সুধা সুধাকর যদি না দিবে।
কৈরবে কৈ রবে গৌরব তবে॥
সারসে সার সে যদি না দিত।
মধু মধুব্রত কোথা পাইত॥
দিবা দিবাকর কর না দিবে।
আলো কে আলোকে লোকে বাঁচাবে॥
ঘন ঘনরস দিলে পরে।
চাতকী চাত কি তবে তাহারে॥
দোষা দোষাকর বিধুকে বলে।
তেজে কি ত্যজে কি যাইবে চলে॥
অতঃ অতঃপর যদি দোষী হই।
ক্ষেম ক্ষেমঙ্করি সকলি সই॥

যেমত যে মত হয় তোমার।
সাজা সাজাইতে দেহ তাহার॥
যেবা যে বাসনা থাকে তোমার।
তদ্দণ্ডে তদ্দণ্ডে কর প্রহার॥
নয়ন নয়নেরি কটু কটাক্ষে।
লক্ষ লক্ষ্য করি হান হে বক্ষে॥
সাধ সাধ যেবা আছয়ে মনে।
সে সব সে সব কর না কেনে॥
কর করপুটে ধরি চরণ।
মানিনী মানি নি মানহরণ॥
রসনা রস না পেয়ে ও মুখে।
তা পেতে তাপেতে মরিছে দুঃখে॥
অধ অধরেতে যে তব সুধা।
তা পানে তাপানে হইছে ক্ষুধা॥
দেহি দেহি মুখ-পীযূষ-পান।
কহ কহ কথা জুড়াক প্রাণ॥
পদে পদে পদে ধরি তোমার।
বার বার বার না হবে আর॥
এতেক শুকের বচনে নারী।
রসিকা শারিকা কহিছে ফিরি॥
ভাল বল দেখি বন্ধুয়া মোরে।
কেন এত রাতি আসিতে ঘরে॥

শুক কহে ওহে ইহারি তরে।
বল কি ছিলে কি মানের ভরে॥
আমি ভাবি কোন পাইয়া দোষ।
তুমি মোরপ্রতি করেছ রোষ॥
হরি! এত লয়ে সহজ কথা।
মশক মারিতে কামানপাতা॥
আগে যদি ইহা বলিতে প্রাণ।
তবে ত তখনি হত সমাধান॥
শুন কহি তবে তোমার কাছে।
নিশিতে বলিতে শুনে কে পাছে॥
সম্প্রতি এ অতি অপূর্ব্ব কথা।
যেহেতু গৌণ আসিতে হেথা॥
কিন্তু এ একে নিশি তুমিত নারী।
কেমনে এক্ষণে বলিতে পারি॥
শারি কহে প্রিয় আমার প্রতি।
বলিতে বল না কি আছে ভীতি॥
তবে বল মোরে পর ভাবিয়া।
গোপন করিছ ছল করিয়া॥
তবে তব যথা সুহৃদ আছে।
বল গে যাইয়া তাহার কাছে॥
ইহা বলে যদি শারিকা মানে।
আবার বসিল নত বয়ানে॥

শুকেরে কহিছে কবি মদনে।
আর কি রাখিতে পার গোপনে॥

কন্দর্পকেতুর শুকমুখে কামিনীর বার্ত্তা-শ্রবণ।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

তোরে বলি শুন অসার আশয়, ছাড়
মন। ত্যজ অনিত্য ভ্রমণ, কালীপদ
মোক্ষপদ হৃদে কর আরাধন। যদি
মনে থাকে সাধ, তবে কালীপদ সাধ,
যাহে হবে নিরাপদ, সে পদ বিপদ-
ভঞ্জন॥

পয়ার।

সুখে শুক কহে তবে, শুন ওলো ধনি।
কুসুমনামেতে এক, আছে রাজধানী॥
যথা ভগবতী সতী, বেতণ্ডানামিনী।
কাল কালরূপা কালী, কৈবল্যকারিণী॥
জ্ঞানদাত্রী জগদ্ধাত্রী, কালরাত্রিসমা।
শিব-অধিষ্ঠাত্রি মুক্তি,-কর্ত্রী নিরুপমা॥
শবাসনা ললিত, রসনা বিবসনা।
সাট্টহাসা পট্টবাসা,, খট্টাঙ্গধারণা॥
গলিছে রুধির করে, ঝুলিছে নৃশির।
খণ্ড মুণ্ডমালা আলা, করিছে শরীর॥

পুরীপ্রান্তভাগে জাগে, অন্তকরূপিণী।
সদা সেই পুরী রক্ষা, করেন আপনি॥
তাঁহার সম্মুখে ভগ,-বতী জহ্নুকন্যা।
পবিত্র করিয়া পুরী, বহিছেন ধন্যা॥
সেই পুণ্যবায়ু বহে, পুরীসমুদয়।
নাহি পাপ লেশ দ্বেষ, নাহি যমভয়॥
সেই পরিপাটী পুরী, ভূপতির ধাম।
পুরন্দরপুরী জিনি, গঠনে সুঠাম॥
অট্টালিকাময় শোভে, পুরী সমুদায়।
দেখিলে অখিলে হেন, নাহি পাওয়া যায়॥
স্থানে স্থানে নানা কীর্ত্তি, দেখিতে আশ্চর্য্য।
সদানন্দময় রাজা, সুশাসিত রাজ্য॥
কুসুমবর্চিতপ্রায়, কুসুম নগর।
জুড়ায় নয়ন হেরে, অতি মনোহর॥
চিরদিন বসন্ত, একই ভাবে রহে।
মন্দ মন্দ মলয়ার, বায় তাহে বহে॥
পঞ্চ ক্রোশ গড়মধ্যে, রাজার বাজার।
ন্যায্য যে বাণিজ্য করে, হাজার হাজার॥
কত শত সরোবর, শোভে থরে থর।
সারস সারসোপরে, চরে পরস্পর॥
সেই নগরের পতি, সর্ব্বগুণস্থান।
অনঙ্গশেখররূপে, অনঙ্গ-সমান॥

তেজে তপনের প্রায়, প্রতাপে রাবণ।
দানে বলি বলি তাঁরে, মন্ত্রে বিভীষণ ॥
শ্রীমান্ ধীমান্ কীর্ত্তি,-মান্ মহাশয়।
দোর্দ্দণ্ডে প্রচণ্ড দণ্ড,-ধারী অতিশয় ॥
উর্ব্বশী রূপসী রাজ,-মহিষী যুবতী।
নামেতে অনঙ্গবতী, রূপে যেন রতি ॥
অগ্রদত্তা ভূপতির, আছে এক বালা।
নামেতে বাসবদত্তা, জিনি কামকলা ॥
আহ্লাদে কামিনী বলে, ডাকেন ভূপতি।
সন্তান-বিহনে তারে, স্নেহ করে অতি ॥
অষ্টাদশ বর্ষপ্রায়, পরমা রূপসী।
যেন শশি খসি ভূমি,-তলে আছে বসি ॥
বিনোদিনী যখন, বিনায়ে বান্ধে বেণী।
পুরুষে বধিতে শিরে, ধরে কি নাগিনী ॥
কে জানে কি বিষ আছে, নয়নে তাহার।
কটাক্ষে পুরুষে করে, জীবনে সংহার ॥
ইহা ভেবে বিধি বুঝি, তাহার বদনে।
পুরিয়া পীযূষরস, রেখেছে যতনে ॥
হাটক কটক কিবা, শোভিছে শ্রবণে।
ক্রহুলে কি ফাঁস তুলে, রেখেছে যতনে ॥
রতিপতি রতিপ্রতি, বিরতি করিয়া।
যার কটিমাঝে আছে, অনঙ্গ হইয়া ॥

ত্রৈলোক্যের রূপ বিধি, একত্র করিয়া।
রেখেছে কি রসে মাখি, গুণেতে গাঁথিয়া॥
এই হেতু সেই ধনি, ত্রিলোক-মোহিনী।
কামের কামিনী জিনি, কামের কামিনী॥
কি কব অধিক যারা, বনের ষট্‌পদ।
যারে হেরে চম্পকেতে, নাহি দেয় পদ॥
নবীনা যৌবনী ধনী, সেই নৃপবালা।
যৌবন বিবাহবিনে, বাড়ে মনোজ্বালা॥
কুহু রবে উহু রবে, ঝাঁপে দুই কাণ।
কুসুম বিষম বলে, ছলে মারে টান॥
ভ্রমর ঝঙ্কার হুহু,-ঙ্কার ভেবে বালা।
অলঙ্কার ভয়ঙ্কর, নাহি পরে মালা॥
মঞ্জরে মঞ্জরী হেরি, কুঞ্জরগমনী।
নিকুঞ্জ বিপিনে আর, না যায় আপনি॥
শশী বিষবোধে নিশি, মুখে শশী মুখে।
অঞ্চলে ঢাকিয়া চলে, যায় মনোদুঃখে॥
যৌবনের বেলা বালা, বিবাহবিহনে।
বিরহ হুতাশ বাস, করে মনবনে॥
প্রাণপণ গোপন, করয়ে মনোজ্বালা।
দেহ দহে তবু নহে, কহে সে অবলা॥
মদন কহিছে বটে, বালিকার ধর্ম্ম।
প্রাণ গেলে নাহি বলে, আপনার মর্ম্ম॥

বিবাহবিনা কামিনীর বসন্তে কামোদ্দীপন।

বসন্ত ঋতুরাজ, করিয়া রাজ-সাজ,
আপনি ধরামাঝ, আসিল।
মদন-সহচর, লইয়া সহচর,
ঘিরিয়া চরাচর, বসিল॥
যাবত পিকবর, লইয়া সে খবর,
ফিরিয়া ঘর ঘর, গাইল।
মলয় মৃদু বাত, ধরিয়া পিকহাত,
তাহারে করে সাথ, ধাইল॥
কমলবন ফুটে, ভ্রমরগণ যুটে,
মধুর লোভে ছুটে, চলিল।
শুনিয়া গুণ গুণ, বিরহি-মনাগুণ,
হইয়া ষড়্গুণ, জ্বলিল॥
পিক রসাল শালে, মুকুল ডালে ডালে,
দেখিয়া পালে পালে, মাতিল।
পল্লবি-শাখিগণ, মদন দেখে বন,
আপন শরাসন, পাতিল॥
ফুটিল যূথি জাতি, কুসুম নানা জাতি,
মাতি ভ্রমরপাঁতি, পশিল।
ফুলের সুসৌরভে, বিপিনচর সবে,
সকল কলরবে, রসিল॥

একেত কাল মধু, নিকটে নাহি বঁধু,
তাহে পবন মৃদু, বহিল।
বিরহী যুবতীর, শরীরে সে সমীর,
যেন বিষম তীর, দহিল॥
একেত নববালা, তাহে বিরহ-জ্বালা,
বিবাহবিনা জ্বালা, ঘটিল।
এলো মাধবকাল, বিষম হল কাল,
ভাল কি জঞ্জাল, রটিল॥
ফুকুরে নাহি কহে, বিরহদাহে দহে,
নয়নবারি বহে, ভাসিল।
কামিনী-অভিলাষ, হইল পরকাশ,
মদন কালী আশ, ভাষিল॥

কামিনীর বিবাহার্থে সখীগণের ভূপতির প্রতি নিবেদন।

পয়ার।

এইরূপ কাল হৈল, সে বসন্তকাল।
প্রাতঃকাল সন্ধ্যাকাল, ঘটায় জঞ্জাল॥
কামিনীর আঁখি মন,-পাখি থাকি থাকি।
চঞ্চল হইল যেন, পিঞ্জরের পাখি॥
হৃদয়-পিঞ্জর কেটে, ছুটে যেতে চায়।
কি করিবে লজ্জার, শৃঙ্খল আছে পায়॥

ক্রমে কামিনীর হৈল, এই রূপ ভাব।
দেখে সখীগণ তর্ক, করে নানা ভাব ॥
কোন সখি বলে সখি, একি দেখি আর।
কহ কামিনীর কেন, এমত আকার ॥
সেই রামা বলে গো মা, কে জানে কি হবে।
কেবল হইল ক্ষীণ, নিশিদিন ভেবে ॥
জিজ্ঞাসিলে নাহি বলে, করে গো গোপন।
অনুমানি বুঝি মনে, জেগেছে মদন ॥
আর জনা বলে সই, কি কথা বলিলে।
বিয়ে দিলে যেটের কোলে, হতো ছেলেপিলে ॥
আঠার বৎসর প্রায়, হল বয়ঃক্রম।
কেন না হইবে তার, মনে ব্যতিক্রম ॥
কি জানি ভূপতি কিবা, ভেবেছেন মনে।
কামিনীর বিয়ে বুঝি, নাহি দেবে মেনে ॥
আর রামা বলে বটে, ইহারির তরে।
কামিনী যামিনী দিবা, দুঃখিনী অন্তরে ॥
দাবাদগ্ধ মৃগীপ্রায়, চারি দিক্ চায়।
নহে কেন অকারণে, শরীর শুকায় ॥
আর জনা বলে সই, ইহা যদি হবে।
পিতায় মাতায় কেন, নাহি কয় তবে ॥
কোপে কহে আর নারী, তাহার কথায়।
বিয়ে দাও বলে নাকি, বাপে বলা যায় ॥

ছিছি মেনে হেন কথা, খেয়ে নিজ লাজ।
কে কহিতে পারে মর, পিতার সমাজ॥
তবে বুঝি এই গুণ, তোর ভাল আছে।
বিয়ে লাগি বলে ছিলি, জনকের কাছে॥
আর এক সখী কহে, শুন লো গো তোরা।
ইহা লাগি কেন দ্বন্দ্ব, করে মরি মোরা॥
চল মোরা সবে মেলি, একত্র হইয়া।
ভূপতিরে কহে দিব, কামিনীর বিয়া॥
মহারাজ যা বলিবে, সেই সে হইবে।
আমাদের এ কথায়, কি ফল ফলিবে॥
অতএব তোরা সখি, চল সবে মিলি।
বিশেষিয়া সব কথা, ভূপতিকে বলি॥
প্রবীণার এই বাণী, যতেক নবীনা।
শুনি পরস্পর হৈল, উত্তরবিহীনা॥
সবে বলে ভাল কথা, বলেছে গো সখি।
ইহা বিনা সদুপায়, আর নাহি দেখি॥
উঠ চল যাই মহা,-রাজ আছে যথা।
বিশেষ বলিব সব, কামিনীর কথা॥
এই কথা স্থির করে, যত সখীগণ।
চলিল ত্বরায় যথা, আছেন রাজন॥
প্রণমিয়া পদতলে, কহে করপুটে।
কামিনীর সব কথা, রাজার নিকটে॥

কামিনী দুঃখিনী ইহা, শুনি সখীমুখে।
নিজে সখীসহ নৃপ, চলে মনোদুঃখে ॥
উপনীত মহীপাল, কন্যার সদন।
এথা বালা একা বসে, করিছে রোদন ॥
ভূপতির আগমন, শুনিয়া কামিনী।
সম্ভ্রমে উঠিয়া আসি, প্রণমিল ধনী ॥
অমনি ভূপতি কামি,-নীরে লয়ে কোলে।
বৎসলে বাৎসল্য-বাক্য, কতমত বলে ॥
বল মা রঙ্গিণি ক্ষীণা,-ঙ্গিণী এত কেন।
দেখি দাবদগ্ধ মুগ্ধ, সারঙ্গিণী যেন ॥
কি দুঃখে হয়েছে হেন, দুঃখিনী আকার।
নাহি গায় আভরণ, নাহি গলে হার ॥
কিসের অভাবে হেন, হইয়াছে ভাব।
কিবা কোন ভাব হই,-য়াছে আবির্ভাব ॥
মোরে সত্য বল মাগো, না কর গোপন।
তোমার দেখিয়া দুঃখ, দহিছে জীবন ॥
পিতার কথায় ধনী, হল নম্রমুখী।
লজ্জায় না কহে কথা, কহে যত সখী ॥
মহারাজ কামিনীর, বিবাহের চিন্তে।
অন্য কোন ভাব নহে, নাহি কোন চিন্তে ॥
রাজা বলে কেন মাগো, ইথে কি ভাবনা।
কারে করিবে গো বিভা, তা কেন বল না ॥

কত শত রাজসুত, পাঠায় ঘটক।
তোমার বিবাহ হবে, তার কি আটক ॥
আমার নিকটে দেখি, এ কোন প্রয়াস।
আনিয়া মিলাব যারে, কর অভিলাষ ॥
ত্বরায় হইবে স্বয়,-ম্বরের উদ্যোগ।
আজ্ঞামাত্র হবে শুভ,-কর্ম্ম-যোগাযোগ ॥
ইহা ব'লে চলে মহী,-পাল কুতূহলে।
প্রবেশিল অন্তঃপুরে, রাণীর মহলে ॥
এথায় মহিষী ল'য়ে, দশ জন দাসী।
কামিনী-বিবাহ-কথা, কহিছে রূপসী ॥
হেনকালে ভূপতি, আসিয়া উপনীত।
উভে হেরি উভয়েরি, বাড়িল সম্প্রীত ॥
কন্যার বিবাহজন্য, অগ্রেই রূপসী।
ছলে বলে মহীপালে, ভর্ৎসিয়া মহিষী ॥
আহ্লাদে কন্যা তব, কামিনী রতন।
তাই বুঝি তারে এত, কর হে যতন ॥
লালন পালন বহু, করিয়াছ ব'লে।
এবে একেবারে বুঝি, স্থূলে ভুলে গেলে ॥
বিশেষ বংশেতে তব, নাহিক সন্তান।
তেঁই বুঝি কন্যাটীকে, না করিবে দান ॥
এই বুঝি মনে মনে, ভেবেছ রাজন।
অনায়াসে দৌহিত্রের, দেখিবে বদন ॥

সদা ব্যস্ত রাজকর্ম্মে, মত্ত যেন থাক।
লোকত ধর্ম্মত ভয়, কিছু নাহি রাখ॥
আমি নারী সতত, কামিনী নিরখিয়া।
দিবা নিশি ভাবি বসি, বিবাহ লাগিয়া॥
রাণীর কথায় আরো, হইয়া অস্থির।
অগ্রেতে ব্যগ্রতা বড়, হৈল ভূপতির॥
রাজা বলে মিছে কেন, আর বল মোরে।
এথা আসিয়াছি আমি, উহারির তরে॥
তব অনুমতিমাত্র, অপেক্ষা ইহাতে।
অদ্যই উদ্যোগ হবে, বিয়ে হয় যাতে॥
মদন কহিছে আর, না ভাব রূপসী।
ভাবিবে ভূপতি এবে, নিশি দিবে বসি॥

ভূপতির কামিনী-স্বয়ম্বরানুমতি।

লঘু-ত্রিপদী।

নৃপ গৃহে গিয়ে, বসে বার দিয়ে,
ডাকাইল সভ্যগণে।
পাত্র মিত্র যারা, ধেয়ে এলো তারা,
রাজার হুকুম শুনে॥
রাজা মহামতি, করে অনুমতি,
শুন সবে সভ্যগণ।

দুহিতার বিভা, দিবানিশি দিবা,
করু তার আয়োজন ॥
আজি রাতারাতি, লিখে পত্রপাঁতি,
পাঠাইবে দেশ দেশ।
যত রাজগণ, করি নিমন্ত্রণ,
জানাবে মম আদেশ ॥
শুন মন্ত্রী ধীর, ক'রে দিন স্থির,
লিখিবে যতন করি।
আছে মম কন্যা, ত্রিভুবনধন্যা,
রূপসী রূপে অপ্সরী ॥
তাহার বিবাহ, হইবে নির্ব্বাহ,
স্বয়ম্বর-সমাধান।
এই সে জানিবে, সে যারে বরিবে,
তারে দিব কন্যা-দান ॥
নানাবিধ দ্রব্য, দিব্য হব্য গব্য,
আন শত শত ভার।
দেব ঋষি মুনি, যেই মত যিনি,
পত্রিকা পাঠাও তার ॥
একে মোর কন্যা, তাহে মহী-মান্যা,
তাহার বিবাহ দিব।
কর এই মত, আয়োজন যত,
অধিক বা কি কহিব ॥

পুরীসমুদয়, সুসজ্জিতময়,
ত্বরায় করাও বসি।
আছে যথা নীত, হবে নৃত্য গীত,
অদ্যাবধি দিবানিশি॥
যত দাসদাসী, কিবা প্রতিবাসী,
সবে দিবে আভরণ।
যেবা যা চাহিবে, তারে তাই দিবে,
সন্তোষে তুষিবে মন॥
এই আজ্ঞা দিয়ে, ভূপতি উঠিয়ে,
অন্দরে করে গমন।
আজ্ঞা অনুসারে, সেই কর্ম্ম করে,
সবে সভাসদগণ॥
ঠাকুর-দুহিতা, হবে বিবাহিতা,
ইহা বলে পরস্পরে।
এদিকে সকলে, মহাকোলাহলে,
আনন্দ-উৎসব করে।
মদনমোহন, করিয়া যতন,
কালীর সম্প্রীতিতরে।
অসার আশার, করিতে সুসার,
ভাষার রচনা করে॥

স্বয়ম্বরায়োজন ও নানা দেশীয় ভূপতিগণের স্বয়ম্বরার্থ যাত্রা এবং পথি পরস্পর কলহ।

পয়ার।

রাজ-অনুমতি-মতে, সব সভ্যগণ।
স্বয়ম্বর লাগি করে, নানা আয়োজন ॥
আদ্য খাদ্য চতুর্বিধ, হয় আহরণ।
বাদ্যকরে বাদ্য করে, করে আনয়ন ॥
সঙ্গীতে আলাপ করে, সংগীতে আলাপ।
মৃদঙ্গ জয়ঢাকে ঢাকে, আলাপ কলাপ ॥
নাচে নাচে নাচে কত, নর্ত্তকী নর্ত্তক।
চারি ভিত সুশোভিত, পৃথক্ পৃথক্ ॥
বীণা বিনা বিনাইয়া, হেন গান গায়।
তানে মানে গানে আনে, পঞ্চস্বর তায় ॥
সপ্তস্বরা সুস্বরে, সপ্তম স্বরে গায়।
লয়ে লয় হয় মন, বসিলে তথায় ॥
কত্তক কথক কত, গাথকের মেলা।
আসরে আসরে গায়, বাসরের বেলা ॥
"দীয়তাং ভোজ্যতাং বই" অন্য কথা নাই।
এদিকে যে দিকে যাই, তাই শুন্‌তে পাই ॥
যেন শত মুখে একে, এক মুখে ভাষে।
সুখের সাগরে সবে, সুখে সুখে ভাসে ॥

এথায় অন্তঃপুরে, লয়ে সখীগণ।
রাণী নানামতে করে, ধন-বিতরণ ॥
মম এক কন্যা ধন্যা, তার বিয়ে দিব।
ইথে যে চাহিবে যাহা, তারে তাই দিব ॥
ইহা শুনে আইসে যত, ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণ।
রাণী যত্নে রত্ন-দান, করে অনুক্ষণ ॥
শঙ্খ ঘণ্টা কোলাহলে, করে উলুধ্বনি।
মঙ্গলাচরণ করে, যতেক রমণী ॥
কামিনীর বিভা হবে, শুনিয়া সকলে।
পরম কৌতুকে ভাসে, আনন্দ-সলিলে ॥
এখানে যতেক রাজা, পাইয়া সম্বাদ।
সকলে জানিল মনে, পরম আহ্লাদ ॥
শুনিয়াছি ত্রিভুবন-মোহিনী কামিনী।
তার বিভা শুনে যাত্রা, করিছে তখনি ॥
কেহ বসেছিল মাত্র, করিতে ভোজন।
কেহ নিশিযোগে ছিল, করিয়া শয়ন ॥
হয়ে গত-ব্রীড়া ক্রীড়া, করিয়া কৌতুকে।
রমণীরে লয়ে শুয়ে, ছিল কেহ সুখে ॥
অর্দ্ধাশন অনাশন, ত্যজিয়া শয়ন।
অমনি রমণী থুয়ে, করিছে গমন ॥
আগে গেলে আগে পাব, ইহা করে মন।
পত্র পাবামাত্র ছুটে, রাজপুত্রগণ ॥

বারবেলা কালবেলা, কেহ নাহি বাছে।
ভাবে আমি না যাইতে, অন্যে লয় পাছে ॥
কামিনী ভুলাতে ভূষা, করে ভূপগণ।
যতনে রতন পরে, মনের মতন ॥
জোড়ায় জড়ায় কেহ, জড়াও রতন।
গলায় ঝুলায় কেহ, দিব্য আভরণ ॥
বহু-মূল্য-মণি তেজে, তুল্য দিনমণি।
কোন নৃপ-চূড়ামণি, করে চূড়ামণি ॥
কোন মহারাজ, করে সাজ, শিরে তাজ।
কেহ টেড়ি পাগ্ড়ি বান্ধে, মস্তকসমাজ ॥
আভরণ বিবরণ, কি কব বিস্তার।
বাছিয়া পরিল গৃহে, যা ছিল যাহার ॥
সবে গণে মনে মনে, আমার সজ্জায়।
কামিনী দেখিবামাত্র, বরিবে আমায় ॥
এই রূপ মনোরথে, করে আরোহণ।
পথে রথে চড়ি কেহ, করিছে গমন ॥
কেহ অশ্বে কেহ উষ্ট্রে, কেহ বা বারণে।
করিছে গমন সবে, আনন্দিত মনে ॥
কুতূহলে চলে, আভরণ গলে দোলে।
তক্ তক্ চক্ চক্, ঝক্ ঝক্ জ্বলে ॥
বেগেতে ভূষণ কার, পড়ে ধরাতলে।
কেবা তায় ফিরে চায়, বেগে যায় চ'লে ॥

পাছে দিন বহে যায়, এই ভয় মনে।
অনাহার দিবানিশি, যায় ভূপগণে॥
পথে পরস্পরে হেরে, কহে এই কথা।
কেন বৃথা হেথা ভাই, বল, চল কোথা?
কামিনী অমনি ভাই, আমায় বরিবে।
মিছে কেন পথ হেঁটে, তোমরা মরিবে?
শুন মম সমুচিত, হিত উপদেশ।
ফিরে ফিরে যাও ভাই, নিজ নিজ দেশ॥
কি করিবে সাধ্য কি হে, না ভাব বিষাদ।
বল বিধু পাওয়া যায়, করিলে কি সাধ?
তাহা শুনে ক্রোধমনে, কহে অন্য জনা।
মর বেটা তুই কেটা, তোরে আছে জানা।
কন্দর্প এসেছে যেন, এই মহীতলে।
তাই সে বরিবে তোরে, আমাদের ফেলে॥
ফিরে বল দেখি যাদু, ফিরে বল দেখি।
মরি মরি কামিনী, বরিবে তোরে নাকি?
ধিক্ তোরে ধিক্ তারে, ধিক্ ত আমারে।
আমারে হেরিয়ে সে কি, বরিবেরে তোরে?
আর জন বলে তুমি, গর্ব্ব কর কিসে?
আমাকে পাইয়া তোরে, বরিবেক কি সে?
অমুকের বেটা তুই, অমুকের নাতি।
কোন জনে নাহি জানে, তোর কুল জাতি?

দাঁড়কাক হয়ে কর, সহকারে আশ।
কি কব অধিক ধিক্, তোর অভিলাষ!
ক্ষত্রিয়কুলেতে আমি, প্রধান কুলীন।
আঁটা থাঁটি কুলে মোর, নাহিক মলিন॥
আর জন বলে মর, কুলেতে কি কাজ।
একথা বলিতে তোর, নাহি হয় লাজ?
কোথা জাতি কুল বাছে, স্বয়ম্বরায়।
ধন জন গুণ রূপ, দেখয়ে তথায়॥
ধনেতে ধনেশ আমি, গুণেতে গণেশ।
সকল জনেশ যশে, খ্যাত দেশ দেশ॥
অতএব এই কথা, নিশ্চয় জানিবে।
কামিনী দেখিবামাত্র, আমাকে বরিবে॥
আর জন বলে বট, উপযুক্ত বর।
আছে বটে ধন জন, বহু গুণাকর॥
কিন্তু তব মুখবিধু, নিরখিয়া ভাই।
কেমনে বরিবে সে যে, আমি ভাবি তাই॥
মুখপোড়া বানরসম, অতি মনোলোভা।
উল্লুক লুকায় লাজে, দেখে যার শোভা॥
অতএব অনায়াসে, শ্রীমুখের বেশে।
দেখিতে না ভর সবে, বরিবেক এসে॥
অতঃপর সেই ধনী, আমাকে বরিবে।
হৃদয়ের হারে সদা, গাঁথিয়া রাখিবে॥

আর জন বলে সত্য, বটে তব সনে।
কামিনীর স্বয়ম্বরা, নাহি হবে কেনে?
তব কান্তি কান্তি লৌহ, কান্তি ভ্রান্তি কর।
সুতরাং কেন নহ, উপযুক্ত বর?
লোহার কার্ত্তিক যেন, সুঠাম গঠন।
কি কব সঙ্গেতে নাই, ময়ূর বাহন॥
অতএব ধিক্ ধন, ধিক্ তোর গুণ।
ফিরে ঘরে যাও ভাই, মোর কথা শুন॥
সুনিশ্চিত সে কামিনী, আমার কামিনী।
তার লাগি আমি ভাবি, দিবস যামিনী॥
এই রূপ পররূপ, নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
আপনার গুণ রূপ, বন্দিয়া বন্দিয়া॥
পথমধ্যে বিবাদ, করিতে পরস্পর।
উত্তরিল ভূপগণ, কুসুম-নগর॥
দেখে তথা তাবড়, তাবড় রূপবান্।
কামিনীর আশে, আসিয়াছে সেই স্থান॥
তথাপি হয়েছে হেন, বাহ্যজ্ঞানরোধ।
আমারে বরিবে ব'লে, করিছে বিরোধ॥
মদন কহিছে মনে, মন! কলা খাও।
গাছেতে কাঁঠাল কেন, ওষ্ঠে তৈল দাও॥

ভূপতিগণের কুসুমনগর প্রবেশ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

যত নরপতিগণ, হয়ে আনন্দিত-মন,
প্রবেশিল কুসুম-নগরে।
সবে সুসজ্জিতময়, হেরি পুরীসমুদয়,
ভূপতিকে সাধুবাদ করে॥
কেহ কহে ধন্য ভূপ, মরি কিবা অপরূপ,
সুসজ্জিত করেছে নগরী।
তেমনি কি চারি ভিত, সদা করে নৃত্য গীত,
কিন্নরী অপ্সরী বিদ্যাধরী॥
যা হোক্ যেমন রাজা, তেমতি ইহার প্রজা,
তেমতি এ অপূর্ব্ব নগর।
তেমতি ভূপতি-কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
এইরূপ ভাবে পরস্পর॥
ইতোমধ্যে দূতগণ, করে গিয়ে নিবেদন,
ভূপতিরে অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রিত রাজগণ, করিয়াছে আগমন,
মহারাজ তোমার নগরে॥
শুন শুন মহীপতি, যথা হয় অনুমতি,
দ্রুতগতি করহ বিধান।
করিয়াছ নিমন্ত্রণ, আসিয়াছে ভূপগণ,
কোথা কারে দিব বাসস্থান॥

কলিঙ্গ তৈলঙ্গপতি, অঙ্গ বঙ্গ অধিপতি,
মহারাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
কাম্বোজ-কামাখ্য-কীর, আজমীর-কাশ্মীর-বীর,
নানাদেশী মহামহীপতি ॥
দূতের বচনে রায়, আপনি তথায় যায়,
যথাযোগ্য করিয়া সম্মান।
যেজন যেমত ভূপ, তাহার তদনুরূপ,
বাছি বাছি দিলা বাসস্থান ॥
ভাণ্ডারি ডাকিয়া রায়, অনুমতি করে তায়,
নৃপগণে দিতে দ্রব্যজাত।
শয্যা আদি উপহার, দেয় দ্রব্য ভার ভার,
আছে লোক যার যত সাথ ॥
এইরূপ আয়োজনে, রাজগণ হৃষ্টমনে,
পরস্পর নৃপেরে বাখানে।
সেদিন হইল সারা, পরদিন স্বয়ম্বরা,
কবিবর ভাবিছে এখানে ॥

ভূপতিগণের স্বয়ম্বরা-পূর্ব্ব-নিশিতে কামিনী-নিমিত্ত উৎকণ্ঠা।

পয়ার।

সন্ধ্যাসহ বন্ধ্যা আশা, হইয়া সত্বরা।
নৃপগণে করিতে, আইল স্বয়ম্বরা ॥

প্রতি নৃপতির প্রতি, করিয়া সম্প্রীতি।
নিশিযোগে শুভযোগে, চলিল সম্প্রতি ॥
বাসায় আশায় পেয়ে, যতেক ভূপতি।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা প্রতি, হইল বিমতি ॥
কেবল অসার আশা, মনে করি সার।
কাটায় সুদীর্ঘনিশা, ভাবিয়া অসার ॥
আশাসঙ্গে সঙ্গ যত, হয় সঙ্গোপনে।
ততই আশার প্রতি, বাড়ে মনে মনে ॥
আশার মহিমা-সীমা, কি কব কথায়।
একা সবাকার মন, সমান যোগায় ॥
আশারে হৃদয়মাঝে, করিয়া স্থাপন।
সবে সুখে শুয়ে করে, নিশিজাগরণ ॥
কেহ ভাবে রজনীটে, কিরূপে পোহাবে।
কামিনীরে পেয়ে প্রাতে, পরাণ জুড়াবে ॥
কেহ কহে জননি রজনি! মোর প্রতি।
কৃপা করি সুপ্রভাতা, হও গো! সম্প্রতি ॥
কামিনী বরিবে মোরে, নাহি সহে ব্যাজ।
কি করে উদরে ক্ষুধা, মুখে আর লাজ?
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত, হয়েছে জীবন।
উপায় না দেখি বিনা, তার দরশন ॥
কেহ ভাবে কি কাল, হইল রাত্রিকাল।
প্রভাতা না হয় দেখি, এ বড় জঞ্জাল ॥

তবে বুঝি কোন জন, প্রকাশিয়া ছল।
কামিনীরে হরিতে, করেছে এই কল॥
কামিনীর সখা নিরু,-পমা কোথা আছে?
আমারে বঞ্চিয়া কেবা, হরে লয় পাছে?
কেহ ভাবে হেন ভাগ্য, মোর কি হইবে?
কামিনী অমনি আসি, আমায় বরিবে॥
ওহে বিধি! গুণনিধি! করি নিবেদন।
কবে এই সুখসাধ, হবে সম্পূরণ?
কামিনী যামিনীযোগে, আমার ভবনে।
আসিয়া বসিবে মম, হৃদিসিংহাসনে॥
যদি দিয়াছ হে আঁখি, করিয়া যতন।
তবে এবে কর তার, সফল জীবন॥
কহ কবে কামিনীর, শরীর-পরশে।
মম দেহ-লৌহ স্বর্ণ হইবে পরশে॥
হায়! তার মুখবিধু-মধু ক'রে পান।
সফল হইবে নাকি, এ বিফল প্রাণ?
ওহে অভাগার ভাগ্যে, হেন কি লিখিবে।
স্বয়ং বিড়ালভাগ্যে, শিকার ছিঁড়িবে?
এইরূপে ভূপগণ, ভাবে কতমত।
ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিশি, ঘোর হয় যত॥
সারা নিশি জাগিয়া, করিছে কালযাপ।
মনে মনে কত ভণে, প্রলাপ আলাপ॥

কেবল করিয়া মনে, কামিনীর আশ।
শয্যাকণ্টকের ন্যায়, করে আশপাশ ॥
যদি বৃক্ষে কোন পক্ষী, ডাকে দৈববশে।
প্রভাত হয়েছে বলে, সবে উঠে বসে ॥
কোন রাজ করে সাজ, হয়ে অগ্রসর।
কেহবা পাঠায় অগ্রে, নিজ সহচর ॥
এইরূপে উৎকণ্ঠায়, যত নৃপগণ।
সারানিশি বসি বসি, করে জাগরণ ॥
মদন কহিছে সবে, বহুবিধ যুক্তে,
বিভুক্ষিত হলে কেবা, দ্বিকরেণ ভুক্তে ?

পরদিন ভূপতিগণের সভারোহণ।

পয়ার।

যোগেযাগে শুভযোগে, পোহাইলা নিশা।
রবিকরে আলো করে, প্রকাশিলা দিশা ॥
খর কর হিমকরে, করাইলা মৃষা।
কুমুদিনী গলে বড়, বাড়াইলা রিষা ॥
পদ্ম ফুটে, ভ্রমরের, ঘুচাইয়া তৃষা।
কোকের বিরহানলে, নিভাইলা শিশা ॥
প্রভাতা যামিনী দেখে, হইলা চেতন।
ভূপগণ হৃষ্টমন, মেলিলা নয়ন ॥

দুর্গা! দুর্গা! ব'লে উঠে, ত্যজিলা শয়ন।
নিত্য প্রাতঃকৃত্য ক'রে, ধুইলা বদন॥
স্বরম্বরা যেতে ত্বরা, পরিলা বসন।
যার যত নানামত, ধরিলা ভূষণ॥
মহাঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে, করিলা গমন।
স্বয়ম্বরাস্থানে সবে, বসিলা রাজন॥
প্রতিতক্তা পরে মুক্তা, শোভিছে আসনে।
তাহে কার মন নাহি, লোভিছে বসনে॥
নিরাতপ চন্দ্রাতপ, দুলিছে পবনে।
তাহাতে ঝালর ভালো, ঝুলিছে সঘনে॥
সূর্য্যকান্তমণি আরো, জ্বলিছে তপনে।
যেন কি তারকা দেখা, যাইছে গগনে॥
থরে থরে বেদি'পরে, বসিছে সকলে।
আপন আপন মন, তুষিছে বিরলে॥
সম্মুখে নকীব কারু, ফিরিছে টহলে।
জয়ধ্বনি ভূপতির, হইছে মহলে॥
অগ্রবর্ত্তী ভাটে কীর্ত্তি, গাইছে কৌশলে।
দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ, করিছে কুশলে॥
কেহ নিজ দক্ষ বাহু, রাখিয়াছে তুলে।
কেহবা বলয় কর্ণে, ধরিয়াছে ভুলে॥
কেহবা কুণ্ডল পরি,-য়াছে শ্রুতিমুলে।
কেহবা সন্ধান পাতি,-য়াছে ভুরুদ্বলে॥

কেহবা যতনে মালা, গাঁথিয়াছে ফুলে।
তাহাতে বিন্যাস কিবা, করিয়াছে চুলে ॥
এদিকেতে ঘন ঘন, বাজিল বাজনা।
হুলাহুলি কোলাহলি, গাজিল গাজনা ॥
অন্তঃপুরে নৃপবালা, সাজিল সাজনা।
সিন্দূর মুক্তাহারে, মাজিল মাজনা ॥
মঙ্গলআরতি দীপে, রাজিল রাজনা।
যথাবিধি কুলদেবে, যাজিল যাজনা ॥
পুনরায় সুমঙ্গলে, হয় হোলাহোলি।
কামিনীরে আনে দোলে, করে তোলাতুলি ॥
সখীগণসঙ্গে রঙ্গে, চলে কোলাকুলি।
আনন্দে সকলে করে, নানা বোলাবুলি ॥
দূর হৈতে হেরে হৈল, মন দোলাহুলি।
লইতে ভূপতিগণ, করে ঝোলাঝুলি ॥
নন্দন কহিছে কেন, কর রোলারুলি।
স্থির হও এখনি, হইবে খোলাখুলি ॥

কামিনীর স্বয়ম্বরার্থ সভায় আগমন।

রাগ মেঘ মল্লার। তাল জৎ।

সুখে চলিল কামিনীধনী লভিতে রতন।
সুধাসিন্ধুনীরে ভাসে প্রফুল্লবদন ॥
সঙ্গে সহচরী যারা, সবে শোভে তারা তারা।
স্বয়ম্বরাহেতু ত্বরা করে আকিঞ্চন ॥ ধ্রু ॥

অনুষ্টুপছন্দ।

আইল নৃপ-বালিকা। বাজিল করতালিকা।
দোলত ফুলমালিকা। সা মনসিজ-নালিকা॥
মন্মথ শিখিজালিকা। স্থাণু-মন-বিচালিকা।
কামবিশিখপালিকা। মদন-হৃদয়-লালিকা॥

একাবলীছন্দ।

রূপে ত্রিজগৎ করে উজলা।
সুখে সুখাসনে নৃপতিবালা॥
সাধেতে সাধিতে আপন কাজ।
পশিল সভার সভার মাঝ॥
ধনী সুখাসন হ'তে নামিল।
যেন কি চপলা ভূমে খসিল॥
এক রূপবতী করেছে সাজ।
শশী নসী মাথে পাইয়া লাজ॥
রূপ দেখে দুঃখ সুবর্ণ সেহ।
দহনে দাহন করিছে দেহ॥
তাহার চিকুরে যে করে শোভা।
শোভা শোভা পায় পাইয়া লোভা॥
কমল, কোমল-বদন হেরে।
জলমাঝে লাজে পশিল পরে॥
ভুরু, শুক্র-কাম-কামান-যেন।
নয়ন-তারকা-গুটিকা যেন॥

যুবজনমনমৃগ বধিছে।
সন্ধান পূরিয়া যত আসিছে॥
হেমময় পয়োধর হেরিয়া।
গুরু মেরু বর গেল হারিয়া॥
কোটি কাম, তার কটির মাঝে।
দিবসরজনীসম বিরাজে॥
সঘন জঘন-ভারেতে ফণী।
কাতর ধরিতে শিরে ধরণী॥
চলিতে ঈষৎ দুলিছে উরু।
যেন কি রতির পরম গুরু॥
ধীরে ধীরে ধীরে আসিছে চলে।
অলি কি ফুকারে নূপুরছলে?
ঝুণ্ ঝুণ্ ঝুণু নূপুর বাজে।
অরাল মরাল লুকায় লাজে॥
সুধামাখা বাঁকা আঁখি ঠারিয়া।
তবু ধনী প্রাণ লয় কাড়িয়া॥
হাব ভাব যার ভাবের ভাবী।
হেন রূপ কভু নভূতভাবি॥
তার রূপ হেরে নৃপতি সব।
সজীবনে যেন হইলা শব॥
যেখানে বসিয়াছিল যে জন।
হ'লো অচেতন থাকি চেতন॥

পটের পৃথুল পুতুলপ্রায়।
হ'লো কায় সায় হেরিয়া তায়॥
বুঝি সভাকার পরাণপাখি।
ধনী কি বধিল ঠারিয়া আঁখি॥
কিবা গুরু ভুরু সরু বড়িশে।
যুবমনমীন ধরিল এসে॥
শিব! শিব! শিব! কি দিব তুলা।
একেবারে ম'লো নৃপতিগুলা॥
তাহে কহে ধনী মধুরধ্বনি।
বুঝি সেই গুণি-প্রাণ-হরণী॥
গেল গেল বুঝি গেল জীবন।
হরি! হরি! একি বিষ-লোচন?
কামিনী এমনি করে মোহিত।
সভায় আইল সখীসহিত॥
করে দোলে একা কুসুমমালা।
মূরতি মতি কি আশার হালা॥
বরগলে দিয়ে মালিকা গাছি।
বেন্ধে লবে দিয়ে প্রেমের কাছি॥
দেখে গলা তুলে সকলে আছে।
আগে দিবে আসি আমার কাছে॥
সবে ঊর্দ্ধমুখ সুমুখী হেরে।
কতমত মনোরথ যে করে॥

কহে ধনা যদি আমায় বরে।
তবে হৃদি হতে নামাবে কে রে?
এরে করে সদা মননপাখি।
পুষিব হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি॥
এই রূপে নানা করে মনন।
কালীআশে ভাবে কবি মদন॥

কামিনীর নিকটে ভাটমুখে ভূপতিদিগের পরিচয়।

পয়ার।

প্রথমত কামিনী, চলিলা মৃদুগতি।
যথা বসে ছিলা কুন্তলের অধিপতি॥
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে ভাষে, সঙ্গিনীর প্রতি।
সখি হে! জিজ্ঞাস ইনি, কোন নরপতি?
আভাসে বুঝিয়া ভূপ, কামিনীর মতি।
ভাটপ্রতি আদেশ, করিলা মহীপতি॥
একে ভাট, তাহে ভূপ,-তির অনুমতি।
একে শত গুণ ভাষে, রাজার পদ্ধতি॥
শুন ধনী ধার্ম্মিক, ধীমান ধীরমতি।
কুন্তল রাজ্যের ইনি, কুন্তলালঙ্কৃতি॥
অনঙ্গেরে অনঙ্গ বলিয়া, নিজে রতি।
যাঁরে হেরি রতি-বাঞ্ছা, করে ছেড়ে পতি॥

যাঁর যশে শশধর, হয়ে ক্ষুণ্ণমতি।
দুঃখে রাহুমুখে যেতে, চাহে নিতি নিতি॥
গুণের কি কব কথা, ধনে ধনপতি।
ইহাঁরে বরণ কর, শুন গো যুবতি!
ইথে কামিনীর মনে, নহিল সম্মতি।
অন্য নৃপতির প্রতি, চলিল সম্প্রতি॥
কবি মনে মনে হাসে, দেখিয়া বিরতি।
পয়ার ছন্দেতে ভাষে, করিয়া সঙ্গতি॥

অঙ্গরাজের পরিচয়।

পয়ার।

বিমতি হইয়া সতী, অন্যপ্রতি চলেছে।
অমনি ভূপের গুণ, ভাটে উঠে বলিছে॥
শুন ধনি যার গুণ, বিধি ভাল বেসেছে।
সেই অঙ্গপতি এই, তব লোভে এসেছে॥
রূপ হেরে রতি নিজ, পতিপ্রতি ভুলেছে।
অভিমানে কাঞ্চন, কৃশানু-তাপে গলেছে॥
যার যশে লোকে, শশী কলঙ্কিত হয়েছে।
জলজ জলের মাঝে, লাজে ডুবে রয়েছে॥
যার দাপে রিপুগণ, বনে বনে ভেগেছে।
তাদের নারীর নেত্রে, বর্ষা আসি লেগেছে॥

যার ভুরুযুগ হেরে, কামধনু ছেড়েছে।
কামিনীর কামসিন্ধু, যারে হেরে বেড়েছে॥
যার দান দেখে বলি, পাতালেতে পশেছে।
ফণিপতি যার গুণ-গণনায় বসেছে॥
মদন কহিছে ধনি! তবরসে রসেছে।
না লাগে কপাট মনে, একেবারে খসেছে॥

মগধাধিপতির পরিচয়।

গজগতি ছন্দঃ।

বরিব না ইহ নরে। কহি নহি ধ্বনি করে॥
ফিরি ধনী নত মুখে। চলি চলে মনোদুঃখে॥
নৃপ যথা গজপতি। মগধ ভূধরপতি॥
ধনী সুখে গজগতি। চলিল সে নৃপপ্রতি॥
নৃপচরে করপুটে। স্তুতি করে দ্রুত উঠে॥
শুন শুন নৃপসুতা। মধুর কোকিলরুতা॥
যদি দিবে মন সঁপে। বর তবে মম নৃপে॥
যিনি নিশাকর যশে। কৃতধনাধিপ বশে॥
ফণিপ্রতি প্রতিনিধি। বুঝি করেছিল বিধি॥
রিপুগণে নিশিদিনে। ভ্রমিত দূরিত বনে॥
বিতরণে বলী বলি। নিজ বশে কৃত কলি॥

তুমি ধনি! গুণবতী। ইহ জনে কুরু মতি॥
মদনমোহন কৃতী। ভণতি হে গজগতি॥

কলিঙ্গ নৃপতির পরিচয়।

তোটক ছন্দঃ।

মগধাধিপতি-বৈভব-কীর্ত্তি শুনে।
বিমুখে চলিলা ধনী লাজমনে॥
বলিছে সখি! এজন কোন কৃতি।
শুনিতে অভিলাষুক মোর মতি॥
শুনি ভাট কহে কত নাট করে।
শুন লো ধনি কামিনি! ভূপবরে॥
রণপণ্ডিত খণ্ডিত বৈরী শিরে।
পরিলা যতনে গলহার করে॥
সমরে বিহরে রিপু দন্তি হরে।
রণসিংহ ইথে নৃপ নাম ধরে॥
কত তাপ করে তপনের করে।
আর মানস তামস যেই হরে॥
শশী যার যশে অতি চিত্তদুঃখে।
মরিতে ধনি! ঝাঁপই রাহুমুখে॥
ফণী যার গুণে বিতলে পশিলা।
নিরখী শিব কি গরলে গিলিলা॥

ধনি! সেই কলিঙ্গ নগরীপতি লো।
তব রূপসুধানিধিতে ডুবিল॥
নিজ রূপপণে অনুরূপ মণি।
ধনি! মূল্য বিনা লহ এরে কিনি॥
কি করে অলিরে নলিনী বিমুখ।
রজনী বিধুকে সুধু দেয় দুঃখ॥
অনুরূপ হলে সুজনে সুজনে।
কি মিলে কুজনে সুজনেরি সনে॥
অতএব ধনি! তব যোগ্য জনে।
বর লো! বর লো! কহিছে মদনে॥

মিথিলাধিপতির পরিচয়।

একাবলী ছন্দ।

ধনি! শুনি সব ভাটবচন।
কহে নহে এত মনমতন॥
চল সখি! দেখি এ কোন জন।
বসিয়া ভূষিত করে আসন॥
কামিনীরে দেখি উঠিয়া ভাট।
রাজগুণরূপ করিছে পাঠ॥
শুন ধনি! ইনি ধনী ধীমান।
জগত যুড়িয়া যাহার মান॥

দাপে দশশির, তাপে মিহির।
রণে রণবীর, গুণে গভীর॥
রিপুরূপবনে, ধীর সমীর।
সরলতাগুণে, নদীর নীর॥
সুজনে কোমল-কমল-প্রায়।
কুজনে কুলিশ-কঠিন-কায়॥
দানে বলীরাজ, মানে কুরুরাজ।
গুণে মহারাজ, যেন ফণীরাজ॥
ধনে ধনপতি, কি সুরপতি।
রূপে রতিপতি, সুধীর-মতি॥
কভু নাহি রোষ, বিহীন-দোষ।
যেন আশুতোষ, স্বজন-পোষ॥
মিথিলা নগরী, নৃপের ধাম।
যাহার ভুবন-বিজয়ী নাম॥
বাহুবলে জয়, করি ভুবন।
এই নাম নৃপ, করে গ্রহণ॥
তুমি রূপে রতি, এজন কাম।
ইথে সাধ কাম, না হয় বাম॥
তুমি লো! নলিনী, এই দিবাকর।
তব অনুরূপ, এই নৃপবর॥
হরসনে উমা, হরিরে রমা।
শশধর বরসনে ত্রিযামা॥

এইরূপ যেবা, যাহার সম।
তার সনে ঘটে, এই সে ক্রম॥
অতএব ধনি! ইহারে বর।
মিছে কেন আর, ভ্রমণ কর॥
ইহা শুনি ধনী, নত বদনে।
ফিরে যায় কয়, কবি মদনে॥

কামিনীর নিরাশায় ভূপতিদিগের বিলাপ ও স্বদেশে প্রত্যাগমন।

পয়ার।

ক্রমে ক্রম পরিক্রম, করিতে কামিনী।
অলসেতে মদালস, মরাল-গামিনী॥
চলিতে না চলে চারু, চরণ দুখানি।
বলিতে না সরে বিধু,-বদনেতে বাণী॥
মন্দ বদনেন্দু বহে, স্বেদবিন্দু গলে।
ক্রমে ক্রমে সকল, ভূপতিপ্রতি চলে॥
যবে যবে ধনী যায়, প্রতি যেতে চায়।
তখনি তাহারে যেন, জীবনে বাঁচায়॥
বরিব না ব'লে যারে, ছাড়িল রমণী।
ছাড়িল তাহার প্রাণ, আশ্চর্য্য এমনি॥
যাবতীয় ভূপগণে, ধনী নিরখিল।
মনোমত-মত তাহে, পতি না মিলিল॥

আশাধারী এসেছিল, যত নৃপবর।
কোন জন না হইল, মনোমত বর॥
অন্তরের আশা যদি, অন্তর হইল।
অন্তরে দুরন্ত দুঃখ, অন্তরে পশিল॥
আছিল প্রসন্না সতী, ক্ষুণ্ণা নত শিরে।
সখি সম্বোধনে কহে, চল যাই ফিরে॥
পরে মহাপাল চড়ি, মহীপালসুতা।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল, হয়ে দুঃখযুতা॥
যদি সে রূপসীশশী, অস্ত প্রবেশিল।
আশা-কুমুদিনী-বন, দেখিয়া মুদিল॥
সবাকার শোকতম, হইয়া বিষম।
হৃদয়গগনে আসি, করিল আক্রম॥
চিত্তচকোরের চিত্তে, না পূরিল সাধ।
বিষাদ-আন্ধারে পড়ে, বাড়িল বিষাদ॥
কামিনীরে না দেখিয়া, যত নৃপগণ।
দুঃখজলধির নীরে, হইল মগন॥
জ্ঞান হত মূর্চ্ছাগত, শ্বাসগতপ্রায়।
সকলে বিকল হয়ে, করে হায়! হায়!
কান্দিয়া নিন্দিয়া কত, বিধাতারে কয়।
কি গুণে বিগুণ মোরে, হৈলে দয়াময়!
ওহে বিধি! গুণনিধি! দিয়ে নিধি করে।
আশাবাসা না পূরিতে, পুনঃ নিলা হরে?

কি দোষে হে চতুর্ম্মুখ! বৈমুখ হইলে?
হরিয়ে সে ধন কেন, নিধন করিলে?
মরি মরি কি দুঃখ, না হল সুখলেশ।
এরূপে কিরূপে ফিরে, যাব নিজ দেশ?
কেমনে রে কামিনীরে, আবার হেরিব?
নীরস এ দেহ নাকি, সরস করিব?
আর জন বলে ধিক্, ধিক্ রে জীবন!
বৃথা এই দেহে আর, থাক কি কারণ!
কি কব অধিক তোরে, ধিক্ রে নয়ন!
তার সঙ্গে সঙ্গে কেন, না হল গমন।
যদি তার মধুস্বর, না হল শ্রবণ?
কি স্বর শ্রবণে তবে, আছরে শ্রবণ?
কেহ কহে ধিক্ মোরে, ধিক্ মম ধন!
ধিক্ রূপ ধিক্ গুণ, ধিক্ এ যৌবন!
কামিনী-বিরহ-তাপে, তাপিত সকলে।
এই রূপে প্রলাপ, আলাপে কত বলে॥
গুরু আশাতরু যদি, হ'ল উন্মূলন।
মিছে আর আকিঞ্চন, সলিলসিঞ্চন॥
ইহা বলে অন্তরে, হইয়া ম্রিয়মাণ।
সবে সভা ভাঙ্গি করে, স্বস্থানে প্রস্থান॥
মদন কহিছে সে যে, রমণীরতন।
পায় কি সবাই ভাই, করিলে যতন॥

স্বপ্নে কামিনীর কন্দর্পকেতু-দর্শন।

শ্রীরাগেণ গীয়তে।

লঘু-ত্রিপদী।

এই সব শুকমুখে, শুনিয়া শারিকা সুখে,
বলে নাথ! কহ অতঃপর।
কিরূপে নৃপতিবালা, সম্বরিল মনোজ্বালা,
না পাইয়া মনোমত বর॥
আমার মাথার কিরে, কহ নাথ! কহ ফিরে,
কি করিল কামিনী সুন্দরী।
সে বালা বিহনে বিভা, চকিত হরিণীনিভা,
কৈল কিবা দিবা বিভাবরী॥
শুনি খগ-চূড়ামণি, কহে তবে শুন ধনি,
আশ্চর্য্য! এ বিধির ঘটন।
ললাটে লিখিত যাহা, হয় কি খণ্ডন তাহা,
রাহুমুখে বিধুর পতন॥
প্রভু হর দিগম্বর, অহীশয্যা মুরহর,
বনচর শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তাঁ সবার বিড়ম্বনে, কি ছার মনুজগণে,
জন্ম কর্ম্ম বিবাহ মরণ॥
বিশেষ বিধির খেলা, কামিনী ত করে হেলা,
গৃহে গেলা না বরিলা বর।

সেই যোগে নিশিযোগে, সুখভোগে নিদ্রাভোগে,
দেখে যাগে স্বপ্ন মনোহর ॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, বহির্দ্বার বদ্ধ রাখি,
দেহে দিয়ে নিদ্রার দুয়ার।
হেন কালে মনোচোর, হঠাৎ করিয়া জোর,
প্রবেশিল লুঠিতে ভাণ্ডার ॥
কামিনীরে এলো গেলো পেয়ে, চুরি ক'রে গেলো,
চকিতে চতুর চোররাজ।
যে দুঃখেতে পাগলিনী, অদ্যাবধি সে কামিনী,
মণিহৃত-ফণি-মত সাজ ॥
কিবা বেশ চোরবেশ, যার বেশ হেরে শেষ,
কুললেশ কুলজার ভার।
কামরসে মনরসে, অবশেষে যায় খসে,
হৃদিদেশে প্রেমের দুয়ারে ॥
যার বশী মুখশশী, হেরে শশী হল মসী,
দোষী ভাবে বসি নিশিদিন।
রসে মাখা ভাবে ছাঁকা, আছে রাখা আঁখি বাঁকা,
যেন রাকাপতির হরিণ ॥
কি গুণ ভ্রূধনুগুণ, নারীগণ হয় খুন,
কামাগুণ দ্বিগুণ বিগুণ।
খগ-গর্ব্ব-নাশা নাসা, অধরে সুধার বাসা,
শ্রুতিযুগ স্মরাশুগ-তূণ ॥

চতুর চঞ্চল দৃষ্টি, তাহে হয় সুধাবৃষ্টি,
নষ্ট কামে সৃষ্টি কত করে।
কে গণে তাহার সনে, কামের তুলনা মেনে,
নিজে যে অনঙ্গ নাম ধরে॥
কলকণ্ঠ নামে দড়, বড়াই আছিল বড়,
যার কণ্ঠে কুণ্ঠ গেল চলে।
একা পড়ে কেকারব, মানিলেক পরাভব,
একা আমি একা আমি বলে॥
যার বাহু পাণিতল, সমৃণাল শতদল,
হেরি হারি মানিয়া আপনি।
পুনশ্চ করিবে জয়, এই মনে করে শ্রয়,
সেবে নিশি দিবে পদ্মযোনি॥
সে মুখে বিধুর দেখা, ঈষদ্ গোঁপের রেখা,
যেন শশলেখা দেখা যায়।
অথবা ভ্রমরপাঁতি, বসিয়া করিছে ভাঁতি,
মুখপদ্মে সদা মধু খায়॥
কনকচম্পক যারা, রূপযোগ্য নহে তারা,
হরিদ্রায় দরিদ্রতা তায়।
গলে মুক্তাহার দোলে, যেন তড়িতের কোলে,
বলাকা সতত শোভা পায়॥
এইরূপে গুণরাশি, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
স্বপ্নে আসি দিয়া দরশন।

চপলা চপলাগতি, চপলা চপলাকৃতি,
চপলেতে করিল গমন ॥
অমনি ঘুমের ঘোরে, কামিনী উঠিয়া ঘোরে,
ঘরে হেরে অন্ধকারময়।
না হেরে সে গুণধরে, নিরুপম শশধরে,
আঁখি-জলধরে ধারা বয় ॥
ধনী ত আকাশভাবে, বসিয়া আকাশ ভাবে,
হঠাৎ আকাশে হয় বাণী।
আকাশে শুনিতে তায়, আকাশে পাণিতে পায়,
যেন পাইল আকাশের মণি ॥
শুন ওলো প্রাণসখি! তোমার বিরহশিখী,
একি দেখি দারুণ দাহিছে।
জলেতে দ্বিগুণ জ্বলে, শত জ্বলে শতদলে,
দেহদারু দগধ হইছে ॥
বিস বিষ জ্ঞান হয়, গরল চন্দনচয়,
জলজে জ্বলে যে আর দেহ।
হিমাকর দাহকর, শশধর বিষধর,
দিনকর ক্ষীণকর সেহ ॥
মরি লো মরমে মরি, বিষধরী থাই ধরি,
কালসাপে যদি হয় কাল।
তবে ত জুড়ায় কায়, নতুবা কি সদুপায়,
যাহে যায় এঘোর জঞ্জাল ॥

অধিকান্ত কব কিবা, এই দুঃখে রাত্রি দিবা,
দাবানল দহিছে অন্তরে।
এ জ্বালা জানাব কায়, জীবনে জীবন যায়,
জগৎপ্রাণ সেহ প্রাণ হরে॥
তুমি ত রাজার কন্যে, যদি হে আমার জন্যে,
হয় তব এমত যতন।
পূরালে পূরিবে সাধ, ঘুচিবে মনের বাদ,
বিষাদ না রবে কথঞ্চন॥
যদি হে আমার তত্ত্ব, লইতে তোমার সত্ত্ব,
কহি তার তথ্য সমাচার।
মহেন্দ্রনগরীপতি, চিন্তামণি মহামতি,
আমি হই তাঁহার কুমার॥
নামে নাহি প্রয়োজন, যদি হও প্রিয়জন,
ইহাতেই প্রিয়জন পাবে।
তখনি কামিনী ধনী, শুনিয়া আকাশধ্বনি,
প্রিয়অনুরাগে প্রিয় ভাবে॥
বক্ষ-ভাসে চক্ষুজলে, অচেতনা মহীতলে,
অমনি রমণী মোহ যায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
কখন বা করে হায়! হায়!
কভু করে উহু উহু, সচকিতা মুহুর্মুহুঃ,
দেহ দহে দারুণ বিরহে।

কি ভাবে মনের ভাবে, কভু ভাবে মৌনভাবে,
সদা সমভাবে নাহি রহে ॥
সহজে কোমলকায়, না জানে যন্ত্রণাদায়,
দহে তায় স্বপনতপন।
এহেন যে মুখশশী, বরণ হইল মসী,
শীতে যথা সরসিজগণ ॥
একে সে রাজার বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
সুখে থাকে সতত আদরে।
বিধির কঠিন বুক, তারে দিল এত দুঃখ,
মদনের হৃদয় বিদরে ॥

কামিনীর বিরহ-লক্ষণ দৃষ্টে সখিদিগের তর্ক।

পয়ার।

কামিনীর নিরমল, হৃদয়-গগন।
বিরহ-বরিষা-ঋতু, হৈল আগমন ॥
বিষাদ মেঘের ঘটা, হইল উদয়।
নয়নযুগেতে ঘন, বরিষণ হয় ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস উন,-পঞ্চাশ পবন।
হাহাকার হুহুঙ্কার, মেঘের গর্জ্জন ॥
স্তন-শৈল ভেসে গেল, নয়নের জলে।
ভ্রমরূপা চপলা, মেঘের কোলে খেলে ॥

প্রলাপ-ভেকের বড়, বাড়িল কৌতুক।
উন্মাদ-ময়ুরী নৃত্য, না ছাড়ে একটুক॥
সন্তোষচাঁদের আর, নাহি পরকাশ।
ঘন ঘন পড়ে তায়, ঝঞ্ঝনা-হুতাশ॥
বেগবতীশোক-নদী, জলেতে পূরিল।
তাহে বড় অসন্তোষ-তরঙ্গ বহিল॥
এই রূপে কামিনী ত, করে কালযাপ।
কেবল হৃদয় পোড়ে, প্রবল সন্তাপ॥
এক দিন কামিনীর, সহচরীগণ।
একত্র বসিয়া করে, কথোপকথন॥
জনেক নবীনা ছিল, বসিয়া তথায়।
কামিনীর কথা তোলে, কথায় কথায়॥
সে ধনী কহিছে, তোরা বল দেখি সখি!
কামিনী কাতরা কেনে, পুনরায় দেখি?
দিন দিন ক্ষীণ-তনু, কাতরা কৃশাঙ্গী।
বিপিন-দহনে যথা, কাতরা কুরঙ্গী॥
চিন্তায় চিন্তায় কৈল, তনু-অপচয়।
তাই ভাবি আজি কালি, না জানি কি হয়॥
সোণার বরণ হইয়াছে কালোপারা।
দিবা নিশি দেহ দাহ, দুনয়নে ধারা॥
নাহি করে কলেবরে, মনোহর বেশ।
মোহন ছান্দেতে আর, নাহি বান্ধে কেশ॥

চামেলী চন্দন চুয়া, নাহি চায় আর।
চক্ষে নাহি চায় চারু, চামীকর হার॥
জিজ্ঞাসিলে না সম্ভাষে, ক্ষুধায় না খায়।
কেবল কাটায় কাল, শুইয়া শয্যায়॥
আর জন বলে ওগো, সত্য বটে সত্য।
আমিও শুধাই তাই, বল দেখি তত্ত্ব॥
ওগো আগে আমাদের, সহ সহচরী।
করিত যে কত কেলী, কব কত করি॥
আমাদের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী কত।
না দেখিলে তিলেক, বৎসর প্রায় হ'তো॥
এবে না সম্ভাষে নাহি, ভাষে সুধাভাষ।
সে বিধুবদনে আর, নাহি মৃদু হাস॥
কি জানি কি ব্যাধি হ'ল, বুঝিতে গো নারি।
সহজে আমরা বালা, ক্ষুদ্রমতি নারী॥
আর রামা বলে ব্যাধি, বটে আমি জানি।
সাপের হাই বেদে চিনে, শুনেছ ত বাণী?
জ্বর নহে তাপ নহে, নহে অতিসার।
নহে মোহ, নহে পাণ্ডু, নহে অপস্মার॥
ভূত প্রেত যক্ষ নহে, নহে সখি! দানা।
অনঙ্গ দিয়েছে কামিনীর অঙ্গে হানা॥
এমতি আশ্চর্য্য সেত, কুসুম-কার্ম্মুক।
তবু স্মর-শরে জর, জর করে বুক॥

আর জন বলে বটে, একথা প্রমাণ।
কিন্তু আমি এই ভেবে, হতেছি অজ্ঞান ॥
কামিনীর যদি স্বধু, হবে কামজ্বালা।
স্বয়ম্বরে বরে কেন, না বরিল বালা?
কত কত সুরূপ, পুরুষ এসেছিল।
তাহা হ'লে সখী মোর, কেন না বরিল?
এইরূপ সংশয়, করয় সখীচয়।
নিশ্চয় না হয় কিছু, যেবা যত কয় ॥
যে ভাবে যেভাবে কহে, সেই সেই ভাবে।
স্ব-ভাবে সবাই কহে, স্বভাবে না ভাবে ॥
না বুঝিয়ে ভাব সবে, ভাবিয়ে অসার।
ভামিনীর ভাবভঙ্গি, ভেবে বুঝা ভার ॥
তার মধ্যে আছিল, জনেক সহচরী।
গুণবতী সতী, নামে মদনমঞ্জরী ॥
চতুঃষষ্ঠী কলায়, শিক্ষিত সুনিপুণ।
দীক্ষিত বিদ্যায় বড়, আছে বহু গুণ ॥
বুদ্ধে বড় দড়, চতুরের চূড়ামণি।
পুরুষে শিখাতে পারে, এমনি রমণী ॥
ঠারে ঠোরে কয় কথা, ইঙ্গিতে সম্ভাষে।
তাবড় তাবড় কর্ম্ম, করে উপহাসে ॥
কি কব অধিক সংক্ষেপেতে কয়ে যাই।
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম, ত্রিজগতে নাই ॥

সে কহে সকলে শুন, সহচরীগণ!
কামিনী কৃশাঙ্গী হইয়াছে যে কারণ॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা, চেতনাচেতনে।
কামিনী পড়েছে কারু, নয়ন-সন্ধানে॥
সে করেছে প্রেম-বীজ, হৃদয়ে বপন।
আকিঞ্চনসিঞ্চনে না, হয় অঙ্কুরণ॥
অনুমানি সে নায়ক, পরম চতুর।
তার হাতে পড়ে ভেঙ্গে, গেছে ভারিভুর॥
তরুণী তরণি এবে, নাবিকবিহনে।
ফাঁফরে পড়িয়া সদা, পরমাদ গণে॥
লাজ বাসে পরকাশে, গোপনে বিষম।
নবীনার কামপীড়া, বড় ব্যতিক্রম॥
বালার কামের জ্বালা, বড় জ্বালা সই।
নাহি সুখ সরমে, মরমে পোড়া বই॥
কামিনী ত নবীনা, নবীন রসবতী।
তাহাতে হয়েছে আর, নব প্রেমে ব্রতী॥
নবীন নাবিকসহ, সঙ্গতি হয়েছে।
তার নব নব ভাবে, নবীনা পড়েছে॥
ফুকুরে কহিতে নারে, মরমের কথা।
গোপনে গুমুরে দহে, সুদারুণ ব্যথা॥
যাহা হোক্ মোরা সবে, জীবিত থাকিতে।
অনুচিত কামিনীর, এ দুঃখ দেখিতে॥

অতঃপর বিলম্বেতে, প্রয়োজন নাই।
চল সবে মেলি,-কামিনীর কাছে যাই॥
আমি তার বিশেষ, জানিয়া সমাচার।
কামিনীর করিব হে, দুঃখ-অবস্থার॥
ভাল ভাল বলিয়া, সকলে দিল সায়।
কামিনীর নিকটে, যতেক সখী যায়॥
ধীরে ধীরে প্রবেশিয়া, কামিনীমন্দিরে।
মদন কহিছে ধীরে, ধীরে উঠ ধীরে॥

সখীদিগের নিকটে কামিনীর স্বপ্না-ভাসপ্রকাশ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল তিওট।

ভাঙ্গিয়া গেল ভারিভুরি। না খাটে আর জারিজুরি॥ হইল জানাজানি, সখি রে! কানাকানি, করিছে সবে ঠারাঠুরি। মনের অভিলাষ, হইল পরকাশ, কুরিছ মিছে কারিকুরি॥ মদন কবি ভাষে, মুচকি মৃদু হাসে, ও কথা করে চারাচুরি। আইল সখী সবে, আর কি হবে ভেবে, উঠিয়া ব'স সারিসুরি॥ ধ্রু॥

ভঙ্গ পয়ার।

তারা সব সখীগণ।
প্রবেশ করিল কামিনীর নিকেতন ॥
ধনী বিনত বদনে,
এসো এসো ব'স বলি তোষে সম্বোধনে ॥
তারা ঘেরি কামিনীরে,
বলাকা বসিল যেন ঘেরি পদ্মিনীরে।
সখী অনঙ্গমঞ্জরী,
বিনয়ে কহিছে কামিনীর করে ধরি।
কেন মলিন বদন ?
রোদনে গলেছে দেখি নয়ন-অঞ্জন।
একে তনু অতি ক্ষীণ,
কৃষ্ণপক্ষে শশীসম দেখি দিন দিন।
আগো কিসের অভাবে,
সু-বর্ণ সুবর্ণ-তনু বিবর্ণ সম্ভবে ?
বল বদনকমলে,
সুধামাখা মৃদু হাসি কোথা গেল চলে ?
তুমি রাজার কুমারি !
কি অভাবে হেন ভাব বুঝিতে গো নারি ॥
ছি ! ছি ! এ আবার কি ?
রাজবংশে নাহি পাত্র তুমি মাত্র ঝি ?
যদি ভূপ ইহা শুনে,

কি ভাবিবে মনে, তাহা না ভাবিছ মনে ?
রাজা তোমা ধন পেয়ে,
সংসারে সুস্থির থাকে, নাহি দেখ চেয়ে ?
রাণী প্রাণসম বাসে।
শুনিলে তোমার দুঃখ মরিবে হুতাশে ॥
ভাল আর শুন সই !
কায়া-ছায়া-প্রায় মোরা সঙ্গে সদা রই,
আর তোমাগত প্রাণ,
সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, ভাবি গো সমান ;
তবে বল কি কারণ,
মনের বেদন কেন কর না গোপন ?
ধনী সখীর সম্ভাষে,
মনোগত স্বপ্নাভাস জানায় আভাসে,
বলি চাহি গো বলিতে,
যেমনে হরিল মন না পারি কহিতে।
ভাল তথাপিও কই,
অঙ্গীকার কর, প্রাণ দান দিবে সই।
নাহি বাক্যের স্ফূরণ,
বুঝি আর নাহি বাঁচি, সপ্তাহে মরণ।
শুনি কামিনীর বাক্,
সকল সঙ্গিণীগণে হইল অবাক্।
সবে বলে আই ! আই !

ছি! মেনে এমন কথা কভু শুনি নাই।
কেন কিসের লাগিয়া,
সুখী হবে এ দুঃখের তনু তেয়াগিয়া?
পুনঃ সখীগণ বলে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ পণ করিনু সকলে।
ধনী শুনি হরষিত,
কহে বার্ত্তা বিনোদিনী বিনয়ে উচিত।
আর না রহে গোপন,
খুলিল মনের দ্বার কহিতে স্বপন॥
শুন শুন সহচরি!
স্বয়ম্বরসভা সাঙ্গে কাল বিভাবরী,
তাহে সন্তাপিত মনে,
মণিময় পর্য্যঙ্কেতে ছিলাম শয়নে,
আঁখি করিয়া মুদ্রিত।
না জানি সজনি! কিছু ছিলাম নিদ্রিত॥
শুভ স্বপনপ্রসঙ্গে,
নিশিসাঙ্গে পশি অঙ্গে, দহিল অনঙ্গে।
মরি সে যে কিবা রূপ!
সুখ-সিন্ধু-নীরে যেন সুধার স্বরূপ!
তার নাগরিয়া ফাঁদে,
তরুণ তরণী পেয়ে, গুণে গুণে বান্ধে।
ছিনু সহজে অচল,

নূতন নাবিক চাপি করিল চঞ্চল।
বিধি হইয়া বিমুখ,
ত্বরায় তরঙ্গে ফেলি দেখিল কৌতুক।
তরি তরঙ্গ তুফানে,
ডুবায়ে নূতন নেয়ে গেল নিকেতনে।
নাম ধাম তার কই,
স্বপনপ্রমাণে যাহা শুনিয়াছি সই;
ধাম মহেন্দ্র নগর,
নরেন্দ্র তাহাতে চিন্তামণি গুণাকর,
সেই রাজার কুমার,
সেই প্রিয়জন প্রয়োজন গো আমার।
যদি মিলে সেই কান্ত,
দেহে প্রাণ রহে নহে ত্যজিব নিতান্ত॥
শুনি সকরুণে বাণী,
সঙ্গিণী রঙ্গিণী সবে করে কানাকানি।
এথা কহিছে মদন,
শুক মুখে শুনে শারি মুদিয়ে নয়ন॥

তমালিকা শারিকে কন্দর্পকেতুর উদ্দেশে প্রেরণ ।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

সখী কালি যে করেন কালী। ভজিব সেই বনমালী॥ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ ভুবন মোহন রূপ, মদনমোহন স্মিতশালী। কূলে ফেলিয়া কুলে, কালার রূপ-জলে ভাসিব, কুলে দিয়ে কালী॥ সেও ত ভাল মেনে, যদি গো গুরুজনে, খাইব গুরুতর গালি। মদন কহে ভাল, কাল হইল কাল, এ কায় সেই পদে ঢালি॥

পয়ার।

কামিনীর কথা সবে, শুনিয়া শুনিয়া।
সখীগণ কহে কথা, বিস্ময় গণিয়া॥
ভাল, তোমায় শুধাই তুমি, বুদ্ধিমতী দেখি।
শুনেছ কি স্বপ্ন কভু, সত্য হয় সখি?
তিন লোকে তিন কালে, এই সবে কহে।
ও কথা স্বপনপ্রায়, কভু সত্য নহে॥
দেখ দেখি তবে কেন, অলীক ভাবিয়া।
মিছামিছি মিছা ভাব, ক্ষীণাঙ্গী হইয়া॥
ধনী কহে এ যে স্বপ্ন, কভু মিথ্যা নহে।
মিথ্যা হ'লে কলেবর, সদা কেন দহে॥

স্বপ্নে নাম ধাম আমি, শুনিয়াছি তার।
তবু মিথ্যা ব'লে কেন, কর তিরস্কার?
সে রূপ সতত মোর, জাগিতেছে মনে।
মিছা কি বলিলে মিছা, হইবে এখনে?
তারা কহে এই স্বপ্ন, যদি সত্য হয়।
তবে তব কান্তজনে, মিলাব নিশ্চয়॥
স্বপ্ন সত্য হ'লে সত্য, মিলিবে সে ধন।
মিথ্যা হ'লে মিথ্যা নহে, মিথ্যা আকিঞ্চন॥
ধনী কহে মিথ্যা নহে, কহিনু নিশ্চয়।
উপায় চিন্তহ সমুচিত যাহা হয়॥
ইহা শুনি সব সখী, মনে বিচারিয়া।
পত্র লিখিবারে কহে, যতন করিয়া॥
সতী বুদ্ধিমতী পাঁতি, প্রস্তুত করিল।
তমালিকা সমিভ্যারে, পাঠাতে কহিল॥
সুন্দরীর সুন্দরী, শারিকা এক ছিল।
তমালিকা নাম তার, স্থানে পত্র দিল॥
বিস্তারিয়া বলিল, তাহারে সমাচার।
যাও শীঘ্রগতি যথা, আছয়ে কুমার॥
কামিনীর কথা সব, বিস্তারি কহিবা।
পত্র দিয়া পাত্র লৈয়া, সপ্তাহে আসিবা॥
বিলম্ব হইলে কিন্তু, প্রমাদ ঘটিবে।
তার দুঃখে তবে তব, কামিনী মরিবে॥

এত বলি শারিকায়, বিদায় করিল।
তমালিকা পথি মোর, সঙ্গেতে মিলিল॥
এই সব দুঃখকথা, কহিতে কহিতে।
এতেক রজনী হৈল, বাসাতে আসিতে॥
শারি কহে কই তব, তমালিকা কই।
শুক বলে অই দেখ, ডালে বসে অই॥
এথা বৃক্ষতলে মকরন্দ, বন্ধু সনে।
নিদ্রা নাই সব কথা, শুনিল শ্রবণে॥
শুকমুখে কামিনীর, বারতা শুনিয়া।
তমালিকা ব'লে ডাকে, আদরে মানিয়া॥
মকরন্দ কহে শুন, তমালিকা শারি।
যার লাগি সকাতরা, তোমার কুমারী॥
সেই এই কুমার, শুইয়া তরুতলে।
ইহাতেই যত দুঃখ, বুঝহ কৌশলে॥
রাজার নন্দন হ'য়ে বিপিন-বিহারী।
কেবল কামিনী লাগি, সদা অনাহারী॥
কামিনীর ধেয়ানে, কেবল প্রাণ আছে।
এত শুনি তমালিকা, উড়ে আইল কাছে॥
প্রণমিয়া পত্র দিল, কুমারের হাতে।
পত্র পেয়ে কণ্ঠে রাখে, কভু ধরে মাথে॥
আনন্দ অবধি যে, অমনি উথলিল।
কোথা হৈতে কলানাথ, করেতে মিলিল॥

বিধি বুঝি এত দিনে, হ'য়ে অনুকূল।
বাসনা-বৃক্ষের বৃন্তে, ফুটাইলা ফুল ॥
পড় পড় বলিয়া, পড়িল তাড়াতাড়ি।
বাড়িল শুনিতে অনুরাগ বাড়াবাড়ি ॥
মকরন্দ স্পষ্ট স্পষ্ট, পড়ে বড় বড়।
মাঝে মাঝে মদন, কহিছে পড় পড় ॥
করকালী কালির, মনের কালি দূর।
কালভয় হর গো কলুষ কর চূর ॥

কামিনীর পত্র শ্রবণ।

পয়ার।

স্বস্তি প্রজাপতি! রতিপতি-পতি! নিশাপতি!
স্বস্তি সদা সদাগতি! যিনি বিশ্বগতি ॥
স্বস্তি ষড়ঋতু যারা, ষড়রিপু মত।
স্বস্তি এই সবাকার, অনুচর যত ॥
শুন শুন নাথ! দুঃখিনীর নিবেদন।
সংক্ষেপে জানাই কিছু, মনের বেদন ॥
যেই নিশাভাগে স্বপ্নে, দেখেছি তোমারে।
সে অবধি বিধি বাদী, হইল আমারে ॥
আমি করি এক তাহে, বিধি করে আর।
হিতে বিপরীত হ'য়ে, উঠে আরবার ॥

আমি নিদ্রা গেলে স্বপ্নে, তোমারে দেখায়।
নয়ন মেলিবামাত্র, অমনি লুকায়॥
আমি যেতে চাই ছুটে, বিধি রাখে ধরে।
দারুণ লজ্জার পাশে, দৃঢ় বদ্ধ করে॥
কি করি রমণী, তব তাপে তনু জ্বলে।
নিবারিতে নারি, আর দুনা জ্বলে জ্বলে॥
নিবারিতে চন্দন, লেপিলে অহর্নিশ।
বিধির বিপাকে তাহা, হয়ে উঠে বিষ॥
রতিপতি সেই অতি, দুর্গতির মূল।
লোকে বলে ফুলধনু, আমি বলি শূল॥
লোকে বলে রতি সদা, সঙ্গে থাকে তার।
কাম ত হৃদয়ে মোর, কোথা রতি তার?
অনঙ্গ সকলে বলে, নাহি কলেবর।
আমারে বধিতে কিন্তু, দশ শত কর॥
পঞ্চ শর যেবা বলে, সেহ অর্ব্বাচীন।
পঞ্চ শত শর মোরে, হানে প্রতি দিন॥
সার বুঝিয়াছি মার, এই নাম তার।
কেবল মারিয়া করে, অবলা-সংহার॥
নিশিতে কি কব নাথ, নিশিনাথকথা।
অনাথা জনেরে যত, মর্ম্মে দেয় ব্যথা?
সবে বলে হিমকর, সেই নিশাকর।
এই অবলার ভাগ্যে, কিন্তু দিনকর॥

সদাগতি যে দুর্গতি, দেহ হে আমারে।
সে কঠিন যন্ত্রণা, জানাব আর কারে॥
মলয় পর্ব্বত হৈতে, বহে সেই পাপ।
তবে কেনে তারে নাহি, খায় কালসাপ॥
কেনে তারে জগৎপ্রাণ, বলে সর্ব্ব জন।
আমি বলি জগৎপ্রাণ-হরণ পবন॥
মন্দ মন্দ বহে কিন্তু, দহে অঙ্গ অতি।
তাহার উপমা যেন, তুষানল প্রতি॥
সংক্ষেপেতে কহি, ষড়ঋতুর সম্বাদ।
যে রূপে সে সাধে, অধিনীর সঙ্গে বাদ॥
হিমে সীমে নাই জ্বালা, ফুটে সেফালিকা।
সেই সঙ্গে ফুটে মোর, দুঃখের কলিকা॥
শিশিরে শশীর তাপ, অসীর সমান।
স্মর-শরে জর জর, যায় যেন প্রাণ॥
মধুর সময় বড়, বিধুর বিক্রম।
কাল কোকিলের রব, কুলিশের সম॥
পদ্ম ফুটে নদীতটে, ছুটে অলিকুল।
আকুল করায় প্রাণ, যায় বুঝি কুল॥
নিদাঘে রবির তাপ, বিরহের তাপ।
পঞ্চতপা মধ্যে যেন, করি কালযাপ॥
নানা জাতি জাতি যূথী, ফুটে বহু ফুল।
মম কলেবরে সম, বিন্ধে যেন শূল॥

বর্ষায় বর্ষার প্রায়, হয় দিন গুলা।
রজনীতে ঘনরবে, করয়ে ব্যাকুলা॥
ভেক ডাকে সুখে শিখি, নাচে শাখী'পরে।
অবলার প্রাণ যেন, কি জাতীয় করে॥
শরতে সুন্দর হয়, গগণ নির্ম্মল।
দ্বিগুণ প্রকাশে জ্যোতি, চাঁদের মণ্ডল॥
অধিনীর সেই দিন, বড়ই বিষম।
প্রাণ যাইবার যেন, হয় উপক্রম॥
এইরূপ ষড়ঋতুর, ষড়যন্ত্রে প'ড়ে।
অধিনীর যন্ত্রণায়, প্রাণ নাই ধড়ে॥
ওহে নাথ! তুমি কেনে, হইলে কঠিন।
এত জ্বালা অবলা ত, সবে কত দিন?
যেইক্ষণে দেখি, তোমারে নয়নে।
ধন প্রাণ কুল মান, সঁপেছি যতনে॥
বিধি কৈল বল-হীন, আমরা অবলা।
থাকিতে চরণ তবু, সহজে অচলা॥
ফের ফার নাহি বুঝি, স্বভাবে সরলা।
অন্তর কপট নহে, জানিবে অখলা॥
পরের অধীন প্রাণ, পরাধীন সুখ।
পরাধীন দেহে হয়, পরাধীন দুঃখ॥
পুরুষের চিরদিন, অধীন অবলা।
পুরুষে যে নাহি বুঝে, এত বড় জ্বালা॥

প্রেমিক বলিয়া প্রাণ, সঁপেছি তোমায়।
যেন প্রেমদায় মজাওনা প্রেমদায়॥
প্রেমিক প্রেমেতে নাহি, পাড়ে প্রবঞ্চনা।
ইহাতেই চিনা যায়, অপ্রেমিক জনা॥
সরল জানিয়া আমি, সরলা রমণী।
সমর্পণ করিয়াছি, মম মনোমণি॥
সরলতা ভাব হয়, সরলে সরলে।
তেমতি কুটিল ভাব, কুটিলে কুটিলে॥
সামান্যে সামান্যে হয়, সামান্য পীরিতি।
এইরূপ প্রথা আছে, জগতের রীতি॥
কুটিলে সরলে কিন্তু, নাহি বান্ধে ভাব।
যদি হয় ক্ষণমাত্র, তাহার সম্ভাব॥
তার সাক্ষী বক্র ধনু, শর সরল-প্রাণ।
একত্র যদ্যপি কেহ, করায় সন্ধান॥
ক্ষণমাত্র সংযোগেতে, অমনি বিচ্ছেদ।
শরের সরল গুণে, হয়ে পড়ে ভেদ॥
যাহা হৌক্ তুমি নাথ! সুধাকরোপম।
আমি নাথ! তবাধীন, কুমুদিনীসম॥
আমার তোমার বই, আর কেবা আছে?
তোমার আমার মত, কিন্তু কত আছে?
তোমা মত তুমি মোর, এক নিশাকর।
মোর মত তব কুমুদিনী বহুতর॥

জলদের চাতকিনী, আছে কতি কতি।
কিন্তু চাতকীর জলধর এক গতি ॥
এই বিবেচনা নাথ! করিহ আমারে।
যেন তবাধীন জন, প্রাণে নাহি মরে ॥
নিকট দশম দশা, কাম অতি বাম।
তবাধীন চিরদিন, মম মনস্কাম ॥
শতমুখ মোর দুঃখ, কহিবারে নারে।
তবে কি জানাব কেবা, লিখিতে হে পারে?
অন্যান্য বৃত্তান্ত সব, তমালিকা কবে।
তব প্রত্যাশায় প্রাণ, সাত দিন রবে ॥
মরি তাহে খেদ নহে, কিন্তু মনে করি।
একবার মুখশশী, হেরে যেন মরি ॥
ইতি ব'লে, আমার কথায় নাই ইতি।
মদন ইহাতে সাক্ষী, নিবেদনমিতি ॥

কামিনীর পত্র শ্রবণে কুমারের বিলাপ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কামিনীর পত্র প'ড়ে, কুমার ধরায় পড়ে,
উচ্চৈঃস্বরে করে হায়! হায়!
অরে বিধি নিদারুণ! কি দারুণ তোর গুণ,
এত দুঃখ কামিনীর তরে?

দয়া নাই তোর মূলে, শিরীষ কমল ফুলে,
খড়্গাধারে করিলি ছেদন ?
অথবা কি হবে ব'লে, এহেন যে শতদলে,
করি করে মূলে উৎপাটন ॥
তুমিত দুঃখের মূল, লোকের মজাও কুল,
ব্যাকুল করাও ফেরে ফেলে ।
গগণ-বিহারী শশী, তাহার অন্তরে পশি,
রাহু আসি গ্রাসে অবহেলে ॥
শিব! শিব! হরি! হরি! আহা! আহা! মরি! মরি!
মোরে কেন প্রাণে না মারিলি ?
তাহার কুসুমকায়, যাতনা কি সহা যায়,
তারে কেন এত দুঃখ দিলি ?
হায়! হায়! হই হত, কামিনী ত দুঃখ এত,
মোর জন্যে জীবনে স'হেছে ।
মরি হে! আমার জন্যে, সে ধনী রাজার কন্যে,
দিবা নিশি বিরহে দ'হেছে ॥
এত বলি সে কুমার, ধরা প'ড়ে হাহাকার,
করে কত দুঃখের আলাপ ।
দেখে তমালিকা কয়, উঠ উঠ মহাশয়,
ত্যজ ত্যজ ক্রন্দন প্রলাপ ॥
ইহা সমুচিত নয়, বিলম্ব বিস্তর হয়,
তিন দিন মধ্যে যেতে হবে ।

নতুবা রাজার কন্যে, বলেছে তোমার জন্যে,
ধনে প্রাণে হত হবে তবে ॥
অতএব মহাশয়, আরোহণ হও হয়,
দ্রুত চল কুসুমনগরে।
শুনি তমালিকা-বাণী, কবি গুণশিরোমণি,
অমনি উঠিল ত্বরা করে ॥
বন্ধু সঙ্গে রঙ্গে দোঁহে, অশ্ব আরোহিতে কহে,
তমালিকা নিল করে ধরি।
আনন্দের নাহি পার, মদন কহিছে সার,
যাত্রা কর বলিয়া শ্রীহরি ॥

কন্দর্পকেতুর তমালিকাসমভিব্যাহারে কুসুমনগরে গমন।

তরল-ত্রিপদী।

দুই নৃপবরে, উঠে বাজি'পরে,
স্মরে যোগমায়া পায় রে!
মহাহৃষ্টমতি, বায়ুবেগে পথি,
অতি দ্রুতগতি যায় রে!
তনু পুলকিত, বঁধুর সহিত,
দেখে মকরন্দ রায় রে!
ক্রোশ শত পথ, চলে যায় কত,
মারুতমত ত্বরায় রে!

দেখিলে চটক, অঘট ঘটক,
দোঁহার ঘোটক ধায় রে!
নাহিক বিরাম, ধায় অবিশ্রাম,
কুমারের কামনায় রে!
মারে মালসাট্, দিবসের বাট,
একই সাটে কাটায় রে!
করে বীরদাপ, মারে হেন লাফ,
দপটে মাটি ফাটায় রে!
যেন বিহঙ্গম, ধায় তুরঙ্গম,
পর্ব্বত বন এড়ায় রে!
দিবস নিমেষে, মাসের দিবসে,
এরূপে পথ ছাড়ায় রে!
তিন হি দিবসে, উত্তরিল এসে,
নগর দেখিতে পায় রে!
নগর হেরিয়ে, উঠে সিহরিয়ে,
পুলকে পূর্ণিত কায় রে!
নগরের শোভা, অতি মনোলোভা,
বর্ণিব কিবা কথায় রে!
নিমেষ নয়নে, না থাকিলে মেনে,
হেরিতাম সদা হায় রে!
অন্য থাকে দূর, পুরন্দরপুর,
যোগ্য নহে তুলনায় রে!

ত্রিনি পুরন্দর, অনঙ্গশেখর,
নৃপতি বসে যথায় রে !
কহিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে,
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে !
সুখ সমুদয়, হইল উদয়,
কহিব কি তায় কায় রে !
নামিয়া দুজনে, আনন্দিত মনে,
পুরের নাম সুধায় রে !
সে নাম শ্রবণে, উচিত শ্রবণে,
উপমা যার সুধায় রে !
শুনি সবিশেষ, করিলা প্রবেশ,
হাতে স্বর্গ পায় প্রায় রে !
কহিছে মদনে, নৃপের সদনে,
দেখিব চল তথায় রে !

কুসুমনগর প্রবেশিয়া সরোবর-তীরে বিশ্রাম

পয়ার।

দীন দয়াময়ী দুর্গা ! বলিয়া দুজন।
অশ্ব হৈতে হৃষ্টমনে, নামে ততক্ষণ ॥
কুসুমনগর নাম, শুনিয়া কর্ণেতে।
অমৃত মিশ্রিত যেন, প্রত্যেক বর্ণেতে ॥

সে রস সরস মনে, মন করে পান।
রসনা বাসনা ক'রে, সে রস না পান ॥
ঘুচিল বিষাদ মনে, হইল আহ্লাদ।
মনসাধে অবিবাদে, করিল আস্বাদ ॥
পান করি সে রস, বিরস অন্য রসে।
সরস বিরস যথা, হয় ঘনরসে ॥
চাতক, নিরখি যথা নব নীরধর।
আনন্দিত হয়, তথা হৈল নৃপবর ॥
ক্রমশঃ ক্রমশঃ যত, হইয়া প্রবেশ।
একে একে দেখে সব, পুরসন্নিবেশ ॥
যে বেশে প্রবেশে দোঁহে, কিবে সে উপমা।
সে বেশেতে এবে সে, অবশা যত রামা ॥
নাগর, নগরমাঝে, করিল গমন।
মনোলোভা শোভা হেরে, আনন্দিত মন ॥
জ্ঞান হয় যেন বিশ্ব-কর্ম্মার রচিত।
উচিত হেরিতে যাহে, স্থির হয় চিত ॥
মন নাহি চায় যায়, একবার চায়।
ত্যজি তায় অন্য তায়, পুনরায় যায় ॥
বাঞ্ছা করে হই যেন, সহস্রনয়ন।
একেবারে সব হেরে, জুড়াক জীবন ॥
না মেটে মনের সাধ, হেরিয়া প্রাসাদ।
সে সাধে বিষাদ ঘটে, এই পরমাদ ॥

এরূপ আহ্লাদে প্রায়, যায় দিবাভাগ।
কিন্তু মনে মনে জাগে, কামিনীর বাগ॥
যে যাগের আগে দিতে, মনছাগে বলী।
রহিয়াছে সদা মোহ-ময় খড়্গ তুলি॥
ধৈর্য্য-কাষ্ঠে জ্ঞানহবি, করিয়া সংযোগ।
বিয়োগহুতাশে হোমে, হইতেছে ভোগ॥
আশারূপী শিখা বৃদ্ধি, হইতেছে ক্রমে।
অন্ধকার করিল, অজ্ঞানরূপ-ধূমে॥
কামিনীরতনলাভ, মনে করে ধ্যান।
সতত হইছে যজ্ঞ, নাহিক বিরাম॥
অতঃপর ভ্রমিতে, শ্রমেতে দুই জন।
বসিতে সুরম্য স্থান, করে অন্বেষণ॥
বিশ্রাম কারণে, এক সরোবরকূলে।
দুই বন্ধু বসিলেন, বটবৃক্ষ-মূলে॥
বৃক্ষমূলে সমূল, ঢালিল যুবরাজ।
উঠিলা অনঙ্গরাজ, করি নিজ সাজ॥
সঙ্গে লয়ে সঙ্গীগণে, কুমারের অঙ্গে।
বিরাজে অনঙ্গ, কত মত রঙ্গে ভঙ্গে॥
নিকটে নলিনীদলে, কত মধুব্রত।
মধুপানে মত্ত করিতেছে কামব্রত॥
সলীলে সলিলে যত, বহিছে পবন।
প্রেমজলে হইছে, বিরহ-উদ্দীপন॥

খঞ্জন খঞ্জনী মেলি, কমলের দলে ।
মুখে মুখ তুলি, কেলি করে কুতূহলে ॥
সারস সরসমনে, সরোবরতীরে ।
যেতে নাহি বাসে বাসে, প্রিয়াপাশে ফিরে ॥
অলিকুল সমাকুল, সরোবরকূলে ।
মকরন্দ গন্ধে, দ্বন্দ করে নিজ কুলে ॥
যূথী জাতী নানা জাতি, ফুটিয়াছে ফুল ।
এমতি শকতি কি যে, থাকে জাতি কুল ?
সুখে সুখে শারি শুক, মুখে দিয়ে মুখ ।
মাতি কামে অবিরামে, করিছে কৌতুক ॥
কোকিল কোকিলাগণ, অখিল ভুবন ।
শাখী'পরে কলগানে, করিছে মোহন ॥
মঞ্জুল বঞ্জুল শোভে, সরোবর কুঞ্জে ।
তাহে অলি গুঞ্জরিয়ে, ভ্রমে পুঞ্জে পুঞ্জে ॥
জ্ঞান হয় স্মর যেন, ধরি শরাসন ।
তথা বসি ত্রিভুবন, করিছে শাসন ॥
বুঝ বিচক্ষণ জন, বিচারিয়ে মনে ।
বিরহী এমন স্থানে, থাকয়ে যেমনে ॥
সুকুমার সে কুমার, সরোবরতীরে ।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, স্মরি কামিনীরে ॥
বিরহ-আগুন সদা, দ্বিগুণ হইয়ে ।
তনু-তৃণ দহিতেছে, রহিয়ে রহিয়ে ॥

কেবল তাহার এই, দেখ নিদর্শন।
সেই ধূমে নেত্রে নীর, বহে অনুক্ষণ॥
মদন কহিছে ধীর, আর কেনে ভাব।
মিলিল ভাবুক জন, ভাব কালী ভাব॥

ষষ্ঠীপূজার নিমিত্ত আগত রমণীগণের কুমারদর্শনে নানা বিতর্ক।

পয়ার।

এইরূপে বন্ধুসহ, বটবৃক্ষমূলে।
কুমার বিশ্রাম করে, সরোবরকূলে॥
এমত কালেতে দিবা, পরাহ্ন সময়।
নানা রসঘটিকা, রসিকা সমুদয়॥
বাদ্যোদ্যমে, আনন্দ, উৎসবশব্দ করে।
কোলাহলধ্বনি উঠে, নগরভিতরে॥
রাজপ্রতিবাসী এক, সাধুর বনিতা।
ষষ্ঠী পূজিবারে আসে, নবীন প্রসূতা॥
নানা দ্রব্য উপহার, সাজায়ে পসার।
রম্ভা আদি খদি দধি, সঙ্গে শত ভার॥
ধূপ দীপ চন্দনে, সাজায়ে পুষ্পডালা।
নৈবেদ্যাদি পরিপূর্ণ, হাতে স্বর্ণথালা॥
কত কত রূপসী, ধূপসী করে করি।
কেহ সাথি ল'য়ে পাথি, খদি রম্ভা পুরি॥

ঘড়ি ঘণ্টা কাঁসর, শঙ্খের করে ধ্বনি।
আনন্দেতে উলু দেয়, কত সুবদনী॥
হরিদ্রা তৈলের পাত্র, পুরে থরে থরে।
কুঙ্কুম কস্তূরী গন্ধ, কেহ লহে করে॥
প্রবীণে সহিত কত, নবীনে রূপসী।
দেখিতে চলিল কক্ষে, করিয়া কলসী॥
শাশুড়ী ননদী সহ, কত শত নারী।
উজ্জ্বল করিল আসি, বসি সারি সারি॥
অশ্বথমূলের তলে, বেদির উপরে।
বসিল কামিনী চতুষ্পার্শে থরে থরে॥
পূজক পুরুত হৈলা, প্রাচীনা রমণী।
মনের আনন্দে পূজে, ষষ্ঠী সন্তোষণী॥
হেনকালে এক নারী, বলে ওলো সই!
বটতলা আলো ক'রে, বসে কেটা অই?
কানাকানি যতেক, কামিনী ঠারে ঠোরে।
কেহ কোন ছলে কলে, হেরয়ে নাগরে॥
পরস্পর রূপ হেরে, হৈল চমৎকার।
ষষ্ঠীপূজা রাখি আঁখি, ভুলিল সবার॥
এক নারী বলে পূর্ব্বে, শুনিয়াছি কথা।
কন্দর্প হয়েছে নষ্ট, সে কথার কথা॥
যদি মার মারা যেত, হরকোপানলে।
তবে সে কেমনে এলো, কুসুমমণ্ডলে॥

অপরা রমণী কহে, এ কেমন রঙ্গ।
অনঙ্গে অঙ্গ নাই, নিজে সে অনঙ্গ ॥
তথ্য সমাচার শুন, আর রামা বলে।
বুঝি শশী খসি পড়িয়াছে ভূমিতলে ॥
আর জন বলে ইহা, নাহি লয় মনে।
নিশানাথ বাস করে, শুনেছি গগনে ॥
এ জন নহেক বিধু, নহে এত মার।
ধরাতলে আসিয়াছে, অশ্বিনীকুমার ॥
আর নারী বলে আমি, শুনেছি পুরাণে।
স্বর্বৈদ্য তাহারা এথা, কিসের কারণে ॥
যে হৌক সে হৌক নায়কের শিরোমণি।
এরে হেরে হইয়াছি, মণিহারা ফণি ॥
ধন্য পুণ্যবতী সেই, এই যার পতি।
না সাধিতে বুঝি সাধে, সাধে নিজে রতি ॥
এ মুখ চুম্বন যবে, করয়ে আবেশে।
না জানি মদনে মত্তা, কি করে বা শেষে ॥
আর জন বলে সে, কথায় কিবা ফল।
বিকল হইল প্রাণ, গৃহে যাই চল ॥
সে বলে ঘরেতে গিয়া, কি দেখিব ছাই।
দাঁড়া লো বারেক হেরে, নয়ন জুড়াই ॥
বৃথা দময়ন্তী নল, নৃপতির তরে।
স’হে ছিল বনবাস, যাতনা অন্তরে ॥

বৃথা ইন্দুমতী হৈয়ে, অজানুরাগিণী।
হৈয়েছিল বিরহের, যাতনাভাগিণী॥
মিছে রম্ভা ভুলে নলকূবরের রূপে।
গর্ব্বে মত্তা না বরিল, অন্য কোন ভূপে॥
এছার সংসার তার, মুখে দিয়া ছাই।
সে'ও ভাল যদি এর, সনে বনে যাই॥
এইরূপে বিকল্প, কল্পনা করি মনে।
অবশ হইল সবে, মোহিত মদনে॥
মদনমোহন রূপ, সে রূপ হেরিয়ে।
গৃহে যায় যত রামা, মরমে মরিয়ে॥

নারীগণের স্ব স্ব গৃহে গমন।

রাগিণী সুরট মল্লার গজল। তাল পোস্ত।

মরি-সে মরমে রূপ রহিল রে!
কামানলে কলেবর দহিল রে!
নিরখি নয়নে নীর বহিল রে! ধ্রু॥

আক্ষেপোক্তি চৌপদী।

যত রামাগণ, সে রূপ মোহন,
হেরি অচেতন, হইল রে!
করিতে গমন, না চলে চরণ,
হেরি সে বরণ, মোহিল রে!

কবরী ভূষণ, কাঁচলি কসন,
কটির বসন, খসিল রে!
হেরি সেই জন, ভুলিল নয়ন,
কামরসে মন, রসিল রে!
আছিল অটল, হইল সচল,
হৃদয়ের কল, খুলিল রে!
আসি ফুলধনু, সবাকার তনু,
লয়ে শর ধনু, পশিল রে!
চলে ধীরে ধীরে, চায় ফিরে ফিরে,
নয়নের নীরে, পূরিল রে!
কহিছে মদনে, পীড়া দিয়া মনে,
সব সখীগণে, চলিল রে!

কুমারের বাজার ও রাজবাটী প্রভৃতি দর্শনানন্তর নিশিতে মদনিকার বাটীতে অবস্থিতি।

পয়ার।

নাগরে নিরখি তারা, যত নারীগণ।
গৃহেতে চলিতে চাহে, না চলে চরণ॥
গুরুজন গুরুভয়ে, তবু ধীরে ধীরে।
চলে যায় ছলে চায়, পাছে ফিরে ফিরে॥
তারা আগে যায় কিন্তু, মন ধায় পাছে।
কি করে বিষম কাজ, লোকলাজ আছে॥

সরমের পাকে তারা, মরমে মরিয়া।
সব রামাগণ গেল, গৃহেতে চলিয়া ॥
এখানে কুমার প্রতি, তমালিকা কয়।
উঠ মহাশয় বেলা, অবসান হয় ॥
তোমরা বিদেশী জন, বল কি করিবে।
রজনী হইলে পরে, যাইতে নারিবে ॥
অতএব দিবাভাগে, উচিত গমন।
তমালিকাবাক্য শুনি, উঠিল দুজন ॥
সারি সারি দুধারি, দেখয়ে অট্টালিকা।
পথধারে শোভা করে, সুচারু দীর্ঘিকা ॥
তার তীরে তায়ারি, কেয়ারি তরুশোভা।
নব নব পল্লব, সুমনো মনোলোভা ॥
শোভা করে পদ্মাকরে, মরালের কুল।
উজ্জ্বল করেছে যেন, তাহার দুকূল ॥
শত শত শতদল, সরোবরে শোভে।
অলিকুল আকুল, হইয়া উড়ে লোভে ॥
এই অপরূপ রম্য, হেরে পদ্মাকরে।
স্বর্গপুরে মানসে, মানস কেবা করে ?
অগ্রে গিয়া নিরখিল, রাজার বাজার।
হাজার হাজার কত, প্রজার গুলজার ॥
প্রবেশিয়া চারি দিগে, দেখিল তাহার।
কত ক্রেতা বিক্রেতা সে, সঙ্খ্যা করা ভার

আশে পাশে দুই পাশে, বসেছে পশারি।
মণিহারি ভারি ভারি, মদোক কাঁসারি॥
জহরী পাথুরী যুগী, কত তন্তুবায়।
আপন আপণে পণে, করে ব্যবসায়॥
বহু বহু বহু মূল্য, দ্রব্য কত কত।
হীরা মুক্তা চুণি মণি, কাঞ্চন রজত॥
কত কত ক্রয় হয়, কত বা বিক্রয়।
হেন সাধ্য কার আছে, করয়ে নিশ্চয়॥
বণিকদোকান দেখে, হয় আহ্লাদিত।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধে, সদা আমোদিত॥
কি কব অধিক যাহা, ত্রিজগতে নাই।
তাও বুঝি সে বাজারে, অন্বেষণে পাই॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়ে, দেখে রাজবাটী।
ইন্দ্রের ভবনতুল্য, অতি পরিপাটী॥
সন্ধি নাই চকবন্ধি, চিক্কণ গাথনি।
প্রস্তর বিস্তর তাহে, হীরা চুণি মণি॥
রক্ষক তক্ষকসম, সহস্র প্রহরী।
লম্ফে ঝম্পে কম্পে মহী, ফিরিছে শস্ত্রি॥
কাওাজে আওাজে গড়ে, ঝাড়ে গুলি গোলা।
শব্দ শুনি স্তব্ধ লোক, কর্ণে লাগে তালা॥
হুড় হুড় দুড় দুড়, সদা শব্দ হয়।
গুরু গুরু দুরু দুরু, কাঁপয়ে হৃদয়॥

দূর হইতে চাহিতে, চাহিতে যত যায়।
মল্লগণ কতেক, কৌক করে তায়॥
রাঙ্গাধূলাগুলা গায়, লোহিত লোচনে।
এটে সেটে মারে তাল, তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
মজবুত রজপুত, যমদূতপ্রায়।
ঢালী ঢালি ভূমে অঙ্গ, খেলিয়া বেড়ায়॥
দ্বারে দ্বারপালপাল, প্রায় কালমত।
ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি, বৈসে শত শত॥
সহজে দিবস সেই, অপরাহ্ন কাল।
টহলে ফিরায় কত, অশ্ব পালেপাল॥
চাবুক সোয়ার সব, অশ্ব আরোহিয়ে।
বড় বড় রবে যায়, ভয়ে কাঁপে হিয়ে॥
সিন্ধুরে সুন্দর শোভে, সিন্দূরের ছটা।
ফিরায় উপরে যন্তা, দন্তাবল ঘটা॥
মাতঙ্গে হেরিয়া সবে, আতঙ্কে পলায়।
তমালিকা দোঁহাকারে, সঙ্গে লয়ে যায়॥
উপনীত রাজার, বাটীর পূর্ব্বভাগে।
কামিনীর পুরী দেখাইল, তার আগে॥
তমালিকা কহে অহে, শুন মহাশয়।
সহসা তথায় যাওয়া, উচিত না হয়॥
একারণে এই স্থানে, অদ্য লও বাসা।
কালি কালী পূরাবেন, তব মনআশা॥

মকরন্দ কহে ইহা, যুক্তিসিদ্ধ বটে।
কিন্তু কোথা পাব বাসা, ইহার নিকটে ?
বিদেশী বলিয়া কেহ, নাহি দিবে বাস।
তবে বল রজনীতে, কোথা করি বাস ?
তমালিকা বলিছে সে, ভার মোর আছে।
চল পরিপাটী বাসাবাটী দিব কাছে॥
মদনিকা নাম কামিনীর, সখীজনা।
তার গৃহে বাসা দিব, কি আছে ভাবনা॥
মকরন্দ কহে শারি, চল তবে চল।
আশার সুসার হবে, সেই স্থান ভাল॥
কামিনীর তথ্যতত্ত্ব, পাইব তথায়।
ইহা ভেবে হৃষ্টভাবে, সেই বাটী যায়॥
একা থাকে মদনিকা, বাহিরে আইল।
তমালিকাসহ নাগরেরে নিরখিল॥
শশী যেন সন্ধ্যাকালে, মন্দিরে উদিল।
অপরূপ রূপ দেখে, বিস্ময় হইল॥
ধনী কহে কে বট, আপনি মহাশয়।
হেরিয়া অবলা জাতি, পাইয়াছি ভয়॥
দেব কি গন্ধর্ব্ব বুঝি, হইবে আপনে।
অধিনীর বাটী আগমন কি কারণে ?
আসি গুণরাশি তমালিকা প্রতি কয়।
কোথায় আনিলে এবে, দেহ পরিচয় ?

তমালিকা বলে ওলো! সব কি ভুলিলে?
কামিনীর মনচোরে, চিনিতে নারিলে?
যতনে এনেছি দেখ, সেই যে রতন।
এত শুনি মদনিকা, পাইল চেতন॥
আস্তে ব্যস্তে আহ্লাদেতে, পুলকিত-কায়।
কোথা যে রাখিবে তার, স্থান নাহি পায়॥
একি ভাগ্য অধিনীর, হইল উদয়।
আপনি আইলা প্রভু, আমার আলয়॥
এইরূপে বহুতর, করি সম্ভাষণ।
কুমারেরে দিল ধনী রম্য নিকেতন॥
আর তার যথোচিত, দেখিয়া যতন।
যামিনীতে কৈল দোঁহে, রন্ধন ভোজন॥
মনোহর সজ্জা শয্যা, করে দিল ধনী।
সুখে শুয়ে দুই বন্ধু, বঞ্চিল রজনী॥
এথা মদনিকার, নয়নে নাহি ঘুম।
আশার বাজারে বড়, প'ড়ে গেল ধুম॥
কালি কামিনীরে দিয়ে, শুভ সমাচার।
পাইব সুবর্ণ কত, শত ভারে ভার॥
কুমার এসেছে ব'লে, সুসংবাদ দিব।
কামিনীর কণ্ঠমালা, চাহিয়া লইব॥
সব সখীগণমধ্যে, হব অগ্রগণ্য।
কামিনী করিবে পরে, মোরে মহা-মান্য॥

এইরূপে সারা নিশি, ভাবিয়া ভাবিয়া।
পোহাইল মদনিকা, জাগিয়া জাগিয়া॥
মদন কহিছে ধন, পশ্চাৎ পাইবে।
উদর ফুলিল, ভাব তার কি হইবে?

প্রভাত-বর্ণন।

চ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী, কূজতি ভৃশমনুবারং।
কসিত-কুসুমং, রৌতিচ বিষমং, কল-কল-মলিপবি-পারং॥
বতি তিমিরে উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি চ নলিনী-জালং।
কুমুদ কলাপে, বিহিত-বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
রহিত শোকে, কূজতি কোকে, ন্ধযাতি বিগত-বিকারং।
কল-কিশোরী, তৃষিত-চকোরী, রোদিতি সকরুণ-তারং॥
কবি-মদন, ধৃতহরি-চরণ, রচয়তি রহিত-বিষাদং।
বহিত-সুসজ্জাং পরিহর শয্যাং, নৃপসুত-স্মর হরি-পাদং॥

কামিনীর নিকট মদনিকা কর্ত্তৃক কন্দর্পকেতুর আগমনবার্ত্তা প্রদান।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

পোহাইল বিভাবরী, কুমার স্মরিয়া হরি,
ত্বরা করি কৈলা গাত্রোত্থান।
উদয় হইল রবি, বন্ধুসহ যান কবি,
সরোবরে করিবারে স্নান॥

এদিকেতে মদনিকা, বেল কুন্দ সেফালিকা,
মালিকা গাঁথিয়া থরে থরে।
রাখিল ভরিয়া ডালা, গৃহমধ্যে করে আলা,
পূজাস্থান সেই অবসরে॥
করি নানা যোগাযোগ, দোঁহাকার জলযোগ,
দিব্য দ্রব্য সাজায়ে রাখিল।
কুমার আসিবামাত্র, কোশাকুশি পুষ্পপাত্র,
আদি সর্ব্ব দেখাইয়া দিল॥
অন্য গৃহকর্ম্ম যত, সব পরিহরি দ্রুত,
উত্তরিল কামিনীর বাসে।
আহ্লাদে উল্লাস গা, ধরায় না পড়ে পা,
মুখে মৃদু গদ গদ হাসে॥
এথায় রাজার বালা, অন্তরে বিরহ-জ্বালা,
শয্যায় শয়ন করে আছে।
কি কর কি কর ধনি! করিয়া মধুর ধ্বনি,
মদনিকা গেল তার কাছে॥
ধনী কহে ওলো সখি! আজি কেন হাস্যমুখী,
কার সুখে হইয়াছ সুখী?
মদনিকা কহে ওলো? কি দিবে তা আগে বলো,
তবে সে কহিব বিধুমুখী॥
শুনি নৃপসুতা কয়, যদি মনোমত হয়,
যাহা চাও তাই দিব তোরে।

সাক্ষী করে সখীচয়, ধনী কয় মিথ্যা নয়,
আনিয়াছি তোর মনোচোরে ॥
আছেন আমার বাসে, নিশিতে তোমার পাশে,
আনি দিব তোর প্রাণধন।
ধনী কহে রাখ নাট, বিস্তর জানহ ঠাট,
কোথা তুমি কোথা বা সে জন ॥
যদি গিরিগণ চলে, অথবা পশ্চিমাচলে,
যদি হয় রবির উদয়।
তবু সে নিষ্ঠুর জনে, পাইব বলিয়া মনে,
কদাপিচ না হয় প্রত্যয় ॥
সখী কহে মিথ্যা নহে, মম গৃহে আছে ওহে,
সত্য সত্য তোমার সে ধন।
কহিতে সে সব কথা, তমালিকা আসি তথা,
কামিনীরে করিলা বন্দন ॥
কহে ওগো রাজকন্যে! তুমি তপ্তা যার জন্যে,
আগে শুন শুভ-সমাচার।
অভিলাষ পূর্ণ তোর, আনিয়াছি মনচোর,
মদনিকা-মন্দিরে কুমার ॥
নৃপসুতা সচকিত, ইহা শুনি চমকিত,
পুলকিত হৈল কলেবর।
অনুমানি পাইল ধনী, করে আকাশের মণি,
উথলিল আনন্দসাগর ॥

আহ্লাদে গলার মালা, ছিঁড়িয়া রাজার বালা,
মদনিকাকণ্ঠে সমর্পিল।
পুনরায় শারিকায়, হারসম ভাবি তায়,
হৃদয়েতে যতনে রাখিল॥
ধনী কহে শুন শারি! আমি লো! দুঃখিনী নারী,
তব ঋণে হইনু বিক্রীত।
করেছ যে উপকার, সে ঋণ শোধন ভার,
আমি চিরদিন তবাশ্রিত॥
এমন কি ধন আছে, কি দিয়ে তোমার কাছে,
এই ঋণে পাব পরিত্রাণ।
প্রাণের অধিক নাই, তোমারে দিলাম তাই,
মূল্য বিনে কিনে লও প্রাণ॥
হাসি তমালিকা কয়, ঠাকুরাণী একি হয়,
আমি তুয়া কেনা চিরদাসী।
মদনে করিল ঐক্য, দাসীরে বিনয়বাক্য,
বিধুমুখী ভাল নাহি বাসি॥

কুমার আনিবার পরামর্শ।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়াঠেকা।

আজি আনন্দের সীমা নাই। ভেটিবারে
কিশোরী তোর কিশোর কানাই॥ ভালে
ভালে কর শোভা, তিলক ত্রিলোক-

লোভা, হরি হরি লয়ে সভা, আনিব লো!
চল যাই। লহ পরি পরিধান, সহ সহচরী
আন, সাধ মদনের মান, যদি হরি পাবে
রাই ॥

পয়ার।

আসি বলে মদনিকা, গৃহে যেতে চায়।
অঞ্চলে ধরিয়া ধনী, নিকটে বসায় ॥
কহ লো কমলমুখি! কি করি এখন।
কি রূপে কথন এথা, আসিবে সে জন?
সুসম্বাদ দিয়ে বটে, দিলে জীবদান।
বিনা দরশনে কিন্তু, না জুড়ায় প্রাণ ॥
জুড়ায় চাতকী বটে, হেরে নবঘনে।
পিপাসা না যায় কিন্তু, বিনা বরিষণে ॥
সখী কহে আর কি, বিলম্ব এবে সয়।
বুভুক্ষায় বটে গো! ভুহাতে থেতে হয় ॥
মদনিকা কহে গো! উতলা এত কেনে?
যখন দেখিতে চাবে, দেখাইব এনে ॥
তব প্রেমপঞ্জরে, রাখিব তারে ভরি।
এ নবযৌবনডোরে, দৃঢ় বন্ধ করি ॥
দেখিয়াছি আরো তার, যে বিষম ক্ষুধা।
ভুলাইব, ভুঞ্জাইয়া বদনের সুধা ॥

অধরবিম্বের লোভে, সে ক্ষুধিত শুক।
আর কি যাইতে পারে, ছেড়ে এত সুখ?
একে চির উৎকণ্ঠায়, কুণ্ঠিতা কামিনী।
আরো ততোধিক মদনিকার মোহিনী॥
ধনী কহে তবে তবে, অহে সহচরি!
কখন আনিবে তাঁরে, কহ সত্য করি॥
মদনিকা কহে ওগো! শুন সুবদনি!
অদ্যই হইবে তব, সফলা রজনী॥
নিশিযোগে যোগেযাগে, আনিব তাঁহারে।
নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি, সে ভার আমারে॥
এত বলি মদনিকা, বিদায় হইল।
তার সাথে কামিনী, কুমারে ভেট দিল॥
হাসি হাসি মদনিকা, নিজ গৃহে যায়।
যে যে দ্রব্য পেয়েছিল, কুমারে দেখায়॥
কুমারীর ভেট দ্রব্য, কুমারে অর্পিল।
পেয়ে সে কুমার সুখসাগরে ভাসিল॥
আরো কহে শুন অহে, নৃপতিনন্দন।
কি কব তোমারে তার, যতেক যতন॥
জনে যত্ন করে কোন, ক্রমে মেলে রত্ন।
লহ বলে রত্ন কভু, নাহি করে যত্ন॥
কিন্তু সে রমণীরত্ন, তব ভাগ্যফলে।
সদাই করিছে যত্ন, লহ লহ বলে॥

তোমার কথাটী মাত্র, হইলে প্রসঙ্গ।
এক চিত্তে শুনে ধনী, রোমাঞ্চিত অঙ্গ॥
আরবার শতবার, শুনিলে সে কথা।
নহে তৃপ্ত তত চিত্তে, বাড়য়ে ব্যগ্রতা॥
অমৃতেতে তত সাধ, না হয় আবার।
যত সাধ তব গুণ, শুনিতে তাহার॥
শুনি সে রহস্য হাস্য-আস্য গুণধাম।
মনে মনে গণে বুঝি, পূর্ণ হল কাম॥
কবি কহে তবু আজি, কি কহিল ধনী।
সখী কহে তোমা লয়ে, যাইতে এখনি॥
তার ইচ্ছা এখনি, লইয়া যেতে কাছে।
অনুচিত কিন্তু কে, দেখিবে কোথা পাছে॥
আমি কহিয়াছি তথা, যাইতে নিশিতে।
সেই যুক্তিমতে উক্তি, করিল আসিতে॥
কন্দর্পকেতুর নাহি, আনন্দের সীমা।
মদন কহিছে সব, কালির মহিমা॥

কামিনীর বাসসজ্জা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

ওলো সই! মিলিবে বল কি সেই শ্যাম,
গুণধাম মনোহর মোহন মুরলী মনোরম?
নয়ন ঘুরিবে, আনন্দে ঝুরিবে, মনেরি

পূরিবে, কাম। করিব সফল, এই নিরমল, রজনী সকল, যাম॥ অনঙ্গ অঙ্গিম, সুরঙ্গ রঙ্গিম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, ঠাম। পীত নিবসন, জঘনে কসন, ললিত রসন, দাম॥ মনোহর তনু, যেন ফুলধনু, সে যে অতি অনুপম। নিবারিব ক্ষুধা, পিয়ে তার সুধা, সেই মুখসুধা, ধাম॥ মদন কহিবে, দুঃখ না রহিবে, বিধাতা নহিবে, বাম। সে জন ভেটিবে, সুরত ঘটিবে, গায়েরি ছুটিবে, ঘাম॥ ধ্রু॥

লঘু চৌপদী।

এথায় নাগরী, সহ সহচরী,
সুখে মুখভরি, হাস।
ভয় নাহি সহে, স্থির চিত্ত নহে,
সাজাইতে কহে, বাস॥
সহচরী যত, উপদেশমত,
একে করে শত কাজ।
করে বেলাবেলি, সব সখী মেলি,
মনমথ কেলি-সাজ॥
বিচিত্র বসন, আনে রামাগণ,
বসিতে আসন, পাতে।

আনে নানা যন্ত্র, মদনের তন্ত্র,
ঘটায় কুতন্ত্র, যাতে ॥
প্রতি দ্বারে দ্বারে, কুসুমের হারে,
কি শোভা বিস্তারে, তায়।
যার পরিমলে, ত্যজি শতদলে,
অলি কুতূহলে, ধায় ॥
সব গৃহচয়, করে আলোময়,
যেন কি উদয়, রবি।
করে চক্‌মক্‌, ঝাড় ঝক্‌ ঝক্‌,
তার তক্‌ তক্‌, ছবি ॥
মণিতে খচিত, মুকুরে রচিত,
আনন্দিত চিত, দেখি।
ভুলিবে নৃপতি, বলিয়া যুবতী,
রাখিল মূরতি, লিখে ॥
যার ভাল চর্য্যা, সেই করে শয্যা,
কি কহিব পর্য্যা, তার।
মদন নৃপতি, সঙ্গে লয়ে রতি,
নিজে অধিপতি, যার ॥
কুসুমের ভার, রাখে চারি ধার,
কি কহিব তার শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মূরতি,
রতিপতি মতি-লোভা ॥

শুভ দিন আজি, সুখে বাটা মাজি,
রাখে পান সাজি, তায়।
লবঙ্গ কর্পূর, করি রাখে চূর,
অমৃতের পুরপ্রায়॥
জয়িত্রী এলাচি, রাখে বাছি বাছি,
মাঝে তার সাঁচি পান।
সমাপিয়া রতি, দিবেক দম্পতি,
যাহে শেষাহুতি, দান॥
রাখে জায়ফল, সদা যায় ফল,
যুবক বিকল, খেয়ে।
উভয় মিলনে, মদনের রণে,
যুঝিবে আপনে, যেয়ে॥
আমোদিত পুরী, কুঙ্কুম কস্তুরী,
বাটি পূরি পূরি, আনে।
মলয়জ রস, করিয়া পরশ,
নহে কে অবশ, ঘ্রাণে?
আর কোন বালা, গাঁথি ফুলমালা,
সাজাইয়া ডালা, রাখে।
পাইয়া সে গন্ধ, আসি মন্দ মন্দ,
গন্ধবহ গন্ধ, মাখে॥
রাখে সখীচয়, সুধাময় পয়,
পানে তুষ্ট হয়, প্রাণে।

খাদ্যোপকরণ, করি আয়োজন,
রাখিল শয়ন-স্থানে ॥
শেষে ভরি বারি, কনকের ঝারি,
রাখে সহচরীচয়।
কহিছে মদন, মদন সবন,
যাহে সমাপন, হয় ॥

কামিনীর সজ্জা।

দ্রুতগতি ছন্দঃ।

হৃদি বিলসে পটু-বসনা। কুচকলসে কৃত-কসনা ॥
স্মর অলসে মৃদু-হসনা। তনু উলসে মদলসনা ॥
জঘনতটে ধৃত-রসনা। অধরপুটে স্মিত-দশনা ॥
জিত-বরটা গজ-গমনা। অরুণ-ঘটা-সম-চরণা ॥
কনক-ছটা-জিনি-বরণা। চমর-সটা-কচ-রচনা ॥
ভণতি যথা-গত-মতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা ॥

একেত চিক্কণ চিকুর জাল।
তাহাতে গাঁথনি মুকুতা মাল ॥
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা।
বেড়িয়া বিলসে বকুলমালা ॥
খেদেতে ক্ষুব্ধ হেরি খোঁপায়।
রাগিণী নাগিনী রাগে ফোঁপায় ॥

মলয়জ রজ রস মিশালে।
তিলেকে তিলক করিল ভালে ॥
অঞ্জনে রঞ্জন করিল আঁখি।
যেন নাচে দুটি খঞ্জন পাখি ॥
গৃধিনীগঞ্জিত শ্রবণমূলে।
কুণ্ডলযুগল পরিল তুলে ॥
সহজে অধর বাঁধুলি ফুল।
রঙ্গিণী রঙ্গিম করিল মূল ॥
মোহন মুকুরে মোহন ছাঁদ।
নিরখিয়া নিজে নিন্দিল চাঁদ ॥
তরুণ তরল তারকাকার।
গলে গজমতি গছিল হার ॥
পয়োধর, পরে ঈষত দোলে।
যেন শশী রাশি সুমেরুর কোলে ॥
বাঁধে কুচযুগে কাঁচলি ক'সে।
যেন কি চিত্রিল হেম কলসে ॥
কর-কিসলয়ে মণি-বলয়।
সাজে ভুজে মণি-কেয়ূরদ্বয় ॥
মুখর-মঞ্জিম-মঞ্জির-শোভা।
যুব-জন-মন-মরাল-লোভা ॥
কটিতটে করে মধুর রব।
শুনি যেন কি জাগে মনোভব ॥

সখীগণে মেনে মিটায়ে আশ।
বাছিয়া বাছিয়া পরাল বাস ॥
চিরদিন যার যে ছিল মনে।
সেই সাজাইল সেই ভূষণে ॥
একে রাকা-নিশাকর-বরণী।
তাহে বেশ ভূষা ধরিয়া ধনী ॥
দাঁড়াইল আসি সখীর মাঝে।
তারা তারাপতি লুকায় লাজে ॥
চলিতে নূপুর বাজিছে পায়।
কত শত কাম মোহিত তায় ॥
ধনী কহে কথা মধুর স্বরে।
যেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে ॥
আজি মনোচোরে মিলিবে বলে।
মৃদু মৃদু হাস মুখ-কমলে ॥
গরবে উলসি উঠিছে কায়।
সঘন আপন মূরতি চায় ॥
শুনলো যুবতি! কহিছে কবি।
হের না আপনি আপন ছবি ॥
যে তব নয়ন বিষম ফাঁদা।
শেষে কি আপনি পড়িবে বাঁধা ॥
কামারের গলে পড়িলে অসি।
তারে কি কাটেনা ওলো রূপসি!

কামিনীর নিকট কুমারের যাত্রা।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল খয়েরা।

ওহে রসিকরাজ! ধীরে চল চল। দেখি রস-
ভরে তনু করে টল টল। কোথা যাবে বল
বল, অঙ্গ শোভে ঝল ঝল, বট বুঝি মদ-
নের ভাবে ঢল ঢল॥ ধ্রু॥

পয়ার।

ক্রমে দিন শেষ অস্ত, হইল দিনেশ।
এথা কুমারের অস্ত, যাবতীয় ক্লেশ॥
আন্ধারে আবৃত কৈল, সকল গগন।
আশায় আবৃত তথা, কুমারের মন॥
প্রকাশিল চন্দ্রের, চন্দ্রিকা সমুদয়।
অন্তরে সন্তোষ এথা, হইল উদয়॥
চকোর চকোরী মেলি, কেলি সুখ করে।
তৃষ্ণাসহ লোভ এথা, কৌতুকে বিহরে॥
হ্রদে কুমুদিনীগণ, নয়ন মেলিল।
কুমারের হৃদে এথা, উৎকণ্ঠা ফুটিল॥
এইরূপে ক্রমে নিশা, বাড়িতে লাগিল।
বিনোদের বিশেষিয়া, ব্যগ্রতা বাড়িল॥
একে সুধু মধুমাসে, করায় ব্যাকুল।
তাহে আরো নানা জাতি, ফুটিয়াছে ফুল॥

মধুলোভে মধুকর, করে গুণ গুণ।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, বহে পুনঃ পুনঃ ॥
শশীকর শীকর, বরিষে মুহুর্মুহু।
কোকিল কোকিলাগণ, করে কুহু কুহু ॥
হেন দিনে বিরহি, বিরহে রহে যেই।
সে দুঃখ কে জানে যেই, জানে জানে সেই ॥
ইথে কুমারের আর, কোথা সহে ব্যাজ।
কি হবে উদরে ক্ষুধা, মুখে আর লাজ ॥
হেনকালে মদনিকা, কহে যুবরাজ!
কিবা কর ধর শুভ, গমনের সাজ ॥
আর কি বিলম্ব সহে, বাড়িল আবেশ।
তাড়াতাড়ি ধরে, ধীর গমনের বেশ ॥
মকরন্দ সানন্দ, বন্ধুর কলেবরে।
সাজাইয়া দিল মণি, মুক্তা চামীকরে ॥
ধরি সাজ যুবরাজ, বাহিরে নামিল।
দ্বিজরাজ পেয়ে লাজ, মরমে মরিল ॥
না বলিতে বলিতে, চলিতে চিত্ত চায়।
আগে যুবরাজ পাছে, মদনিকা যায় ॥
মদনে মাতিয়া যেন, আপনি মদন।
রতিআশে রতিপাশে, করিছে গমন ॥
আনন্দে অবশ তনু, ট'লে পড়ে পা।
কামিনীর ভাব ভেবে, পুলকিত গা ॥

গুরু গুরু কাঁপে হিয়ে, গুরুতর কামে।
যায় যুবরায় যামিনীর আদ্য যামে ॥
কামিনীরে স্মরিতে, স্মরেতে সমাকুল।
বিদগ্ধ-বিস্মিত-চিত, পথ হয় ভুল ॥
রসে খসে পড়ে ধূতি, অলসে ঢলিয়া।
হাসিমাখা মুখে যায়, সুখেতে চলিয়া ॥
মত্ত-গজপতি-গতি, মত্ত মদনেতে।
অভিসার করে ধীর, সতী-সদনেতে ॥

কামিনীর বিরহোৎকণ্ঠা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়ার ঠেকা।

কই এল সই সেই প্রাণ কালিয়া। স্মর-খর-শরে তনু যায় জ্বলিয়া ॥ এ নব ফুলের মালা, বিষম শূলের জ্বালা, এ দেহ-বিহনে কালা, যায় বুঝি গলিয়া। আনিতে যে গেল গেল, পুনঃ নাহি ফিরে এল, নাথ বা আসিতেছিল, কে রাখিল ছলিয়া ॥

একাবলী ছন্দঃ।

এথায় কামিনী সাজিয়া সাজ।
বসিয়া রসিকা সখীর মাঝ ॥
নাগর না এল হইল নিশা।
ভাবে মৃগী যেন হারায়ে দিশা ॥

কি হল কি হল ওলো সজনি।
নাথ কই এল হ'ল রজনী ॥
যা গো সখি! তোরা জনেক যাও।
বারেক বন্ধুরে আনিয়া দাও ॥
তাহারে না হেরে বুক বিদরে।
কারে কব সই! প্রাণ যে করে ॥
হেদে মদনিকা বলিয়া গেল।
খেয়ে মোর মাথা, কেন না এল ॥
কত দিনু তারে মাথার কিরা।
যে গেল সে গেল, এলনা ফিরা ॥
কি হবে সখি হে! অনঙ্গ লেখে।
বারেক বাহিরে আয় গো! দেখে ॥
শুন সই! ওই প্রহর বাজে।
শেলসম মম হৃদয়ে বাজে ॥
বুঝিনু বিধাতা নহেন রাজি।
নাগর নিশিতে না এল আজি ॥
কি ফল এছার জীবনে তবে।
এত দুঃখ কেন পরাণে সবে?
বঁধু বিনে, মধু মধুর মাস।
বিষ হৈয়া প্রাণ করিছে নাশ ॥
নিশাকর-কর-দহন-কণা।
তবেত কেমনে বাঁচি বলনা ॥

জ্বালায় যে জ্বালা ফুলের মালা।
কি ছার মিছার বিছার জ্বালা॥
যে দুঃখ দিতেছে চন্দনচয়।
এ হতে কিসের বিষের ভয়॥
মণিমালা কালফণীর জ্বালা।
বল না ইথে কি বাঁচে গো বালা॥
আর কি আমার এ দুঃখ টুটে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলিয়া উঠে॥
এ সুখশয়ন বৃথায় গেল।
কি লাজ এ সাজ বিফল হ'ল॥
কমলে সজল কমলদলে।
যায় জ্বলে দে গো হৃদয়তলে॥
মৃণালিকে আন মৃণালভার।
তনু জ্বলে যায় কি দেখ আর॥
ত্যজি রসবতী রসের গান।
আর না সহিছে দহিছে প্রাণ॥
সখি চিত্রলেখে! কি আর দেখ?
দেখি চিতচোরে বারেক লেখ॥
বঁধু ত এলোনা, প্রাণ গেল না।
তবে এবে কিবে করি বল না?
কাতরা কামিনী এতেক ব'ল্যে।
মোহ যায় পড়ে সখীর কোলে॥

উঠ বঁধু এল এল বলিয়া।
ধরাধরি তারা ধরে তুলিয়া॥
শুনি চমকিয়া চেতন পায়।
দশদিগে ধনী চকিতে চায়॥
ক্ষণেক বাহিরে ক্ষণেক ঘরে।
কত শত গতাগতিক করে॥
এইরূপে মনোদুঃখে রূপসী।
কামিনী, যামিনী কাটিছে বসি॥
মদন কহিছে শুনলো ধনি!
ভয় কি নাগর পাবে এখনি॥
সেই যে ভাবিছে ভাবনা যার।
তোমার যতেক শতেক তার॥
আপনি মদন ঘটক যাতে।
কভু কি অন্যথা হয় লো! তাতে?

কামিনীর মন্দিরে কুমারের আগমন।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল জৎ।

হেদে হে সজনি! কি কর বসিয়া? নাগর দাড়ায়ে দ্বারে দেখ তাঁরে আসিয়া॥ হে-রিতে সে মুখচাঁদ, মদনমোহন ছাঁদ, মন-জলধির বাঁধ, গেল মোর খসিয়া। মুখে

মৃদু মৃদু হাস, যেন মণি পরকাশ, হেন মনে
করি আশ, হৃদে রাখি পশিয়া ॥ ধ্রু ॥

লঘু-ত্রিপদী।

এমত সময়, আসি রসময়,
উদয় কামিনীদ্বারে।
যতেক প্রহরী, সবে সহচরী,
আছে বৈসে দুই ধারে ॥
নাগরে দেখিয়া, ভয়ে চমকিয়া,
তনু সিহরিয়া উঠে।
তারা পরস্পরে, চাওয়াচায়ি করে,
মুখে বাক্ নাহি ফুটে ॥
যেমত চঞ্চল, হরিণীমণ্ডল,
মৃগপতিমুখ হেরে।
তেমতি বিকল, হইলা সকল,
পড়ে রামাগণ ফেরে ॥
সহচরী ঘটা, যেমন বরটা,
রাজহংস নিরখিয়ে।
না পারে চলিতে, না পারে বলিতে,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়ে ॥
এ কে লো! এ কে লো! একে দেখি এলো!
সবাকার এই কথা।

দেব কি দানব, হবে কি মানব,
কেন বা নিশিতে এথা ॥
কেহ বলে সই! হবে বুঝি ওই,
সুরবর পুরন্দর।
কেহ বলে তবে, ষড়ানন হবে,
কেহ বলে পঞ্চশর ॥
এ বুঝি নায়ক, স্বর্গের ভিষক্,
মনে নাহি তার নাম।
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম,
কেহ কহে সুধাধাম ॥
আর রামা কহে, চিনিয়াছি ওহে,
কামিনীর প্রিয় এই।
মদনিকাসঙ্গে, আসিতেছে রঙ্গে,
পশ্চাতে দেখ না সেই ॥
কহে আর জন, বুঝিনু এখন,
এই সেই মনোচোর।
দেখিতে দেখিতে, এখনি চকিতে,
মন চুরি কৈল মোর ॥
তারা কহে একি, ইহারে যে দেখি,
পরমপুরুষমত।
সে কহে সামান্যে, হইলে কি জন্যে,
রাজকন্যা দৈন্যে এত?

অতএব সার, বিনা দুঃখভার,
সুখ কভু কার নাই।
আগে পেলে দুঃখ, শেষে হয় সুখ,
কামিনীর দেখ তাই ॥
যাহা হৌক ধন্যা, নৃপতির কন্যা,
রাজা ধন্য ধন্য বটে।
বহু পুণ্যফলে, বসুমতিতলে,
এমত রতন ঘটে ॥
কহে আর রামা, সে যে নিরুপমা,
সদা শ্যামা পূজেছিলা।
সেই পূজাফল, ফলিল সকল,
কালী কালে ফল দিলা ॥
হেরিয়া নাগরে, এইরূপে করে,
নানা জনে নানা কথা।
জনেক অমনি, আসিল রমণী,
কামিনী বসিয়া যথা ॥
নিবেদয়ে বাণী, শুনি ঠাকুরাণি,
ঠাকুর আইলা দ্বারে।
উঠ ওগো উঠ, চর্ম্মচক্ষু দুট,
জুড়াও হেরিয়া তাঁরে ॥
মোরা কিবা জানি, কিন্তু অনুমানি,
সুধার সে তনু খানি।

অমৃতে ছানিয়া, রসে চিকণিয়া,
গড়েছে বিধাতা জ্ঞানী ॥
মুখে মৃদু হাসি, সৌদামিনীরাশি,
তমো নাশি আসিতেছে।
এক নালে ফুটি, সরসিজ যুটি,
আঁখি দুটি ভাসিতেছে ॥
পুরী সমুদয়, হয় আলোময়,
অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু।
হেন লয় মতি, যেন ছেড়ে রতি,
রতিপতি ফুলধনু ॥
মদনিকা লয়ে, এল দেখ চেয়ে,
আর কেনে শুয়ে রবে।
তোল বিধুমুখ, দূরে যাবে দুঃখ,
এখনি যে সুখ হবে ॥
যেমনি শুনিল, অমনি উঠিল,
সিহরিল সর্ব্বকায়।
ছিল মৃতপ্রায়, শুনি সে কথায়,
মৃত্যুকায় প্রাণ পায় ॥
কই কই বলে, ধনি কুতূহলে,
সঙ্গেতে সঙ্গিণীগণ।
বসে সভা করি, পাশে সহচরী,
সবে আনন্দিত মন ॥

এমত সময়, নিজে রসময়,
হইল উদয় আসি।
শশির আলয়, শশির উদয়,
যেন হইল নিশি॥
কুমুদমণ্ডলে, কিম্বা কুতূহলে,
কুমুদসখার দেখা।
আনন্দ মহিমা, নাহি পরিসীমা,
কেবা করে তার লেখা॥
সম্ভ্রমে সকলে, উঠি কুতূহলে,
সম্ভাষিল যুবরাজে।
সবে আঁখি ভরে, নিরখে নাগরে,
দূরে পরিহরি লাজে॥
কামিনীর মন, চাতকী যেমন,
হেরে নবঘন হয়।
শতাধিক আর, হলো সুখ তার,
মনে যেন হেন লয়॥
যাতনা টুটিল, সুখ উপজিল,
পাশরিল পূর্ব্ব দুঃখ।
তাহা বর্ণিবারে, সেহ বুঝি নারে,
যেই ধরে শতমুখ॥
কুমারের করে, মদনিকা ধরে,
কহে ধনি এই লও।

আনিনু নাগর, যা জান তা কর,
মদনে খালাস দাও ॥

উভয়ের দর্শন।

রাগ মেঘমল্লার। তাল তিপট।

নব নাগর নাগরী নিরিখে। পাশবে
নয়নে নিমিখে ॥ উভয় তনুবর, হইল
জর জর, নয়ন খরতর, বিশিখে। যতহুঁ
নিরখত, অতহুঁ বরখত, নয়ন অবিরত,
বরিখে ॥ দুজন নববয়, সুজন পরি
ণয়, মদন নিরণয়, বিলিখে ॥ ধ্রু ॥

একাবলী ছন্দঃ।

রসিক রসিকা রসের সার।
পলকে পালটি না চাহে আর ॥
অনিমিখে দোঁহে রহিল চেয়ে।
দুঃখী যথা হয় দ্রবিণ পেয়ে ॥
দোঁহে নিরখই দোঁহার তনু।
এথা সাড়া দিল কুসুমধনু ॥
উভয়ে উভয় মন পশিল।
রতি রতিরসআশে তুষিল ॥
কলেবর কামরসে রসিল।
অলসে অঙ্গের বাস খসিল ॥

নিরখিয়া কাম দোঁহার ঠাট।
হৃদয়ের খুলি দিল কপাট ॥
দোঁহার দারুণ নয়নপাশে।
দোঁহাকার মন পড়িল ফাঁসে ॥
শুভদিনে শুভ হইল দেখা।
রতিপতি পাতি করিল লেখা ॥
নয়ন তৃষিত চকোরী পারা।
পিয়ে সুধা ক্ষুধা নিবারে তারা ॥
মৃদু মৃদু হাস বঙ্কিম ঠায়।
চঞ্চল চঞ্চল নয়নে চায় ॥
সঞ্চারিল কাম-জলধি-জল।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে বিকল ॥
ঘন ঘন কাম কামান টানে।
শন্ শন্ বাণ হৃদয়ে হানে ॥
ঝর ঝর ঘাম ঝরিছে গায়।
গর গর কামে কাঁপিছে কায় ॥
জর জর একে নয়ন-ঘায়।
খর খরবাণ কামের তায় ॥
থর থর দোঁহে মোহিত হয়।
ধর ধর কবি মদন কয় ॥

কুমারের প্রতি সখীর উক্তি।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

ওহে বঁধু, কি ভাব দাঁড়ায়ে রসরাজ।
নবীন নাগর তুমি তেঁই এত লাজ ।। যদি
বিধি ভাগ্যফলে, তোমা ধনে মিলাইলে,
তবে এ শুভ মঙ্গলে, কেন কর ব্যাজ ।। ধ্রু ।।

চন্দ্রমুখী সচকিতা, সচেতনা হয়।
বিনোদিনী বিনোদে, আসন দিতে কয় ॥
শশীমুখী নামে সখী, সসম্ভ্রমে উঠে।
অমনি আসন দিল, কুমারনিকটে ॥
বৈস বলে বিনোদেরে, দিয়া সিংহাসন।
ধৌত করে দিল ধনী! যুগল চরণ ॥
কি বলিব কি করিব, ভাবে দুইজন।
ভাব বুঝি শশীমুখী, কহিছে বচন ॥
শুন ওহে গুণমণি! রসিক নাগর।
বিস্তারিয়া সে যে কথা, কহিতে বিস্তর ॥
কি শুভ নিশিতে, তোমা হেরিল রূপসী।
সে রূপসী না ছাড়ে, হৃদয়ে র'লো পশি ॥
শুন ওহে সখা! যেবা বাঁকা তব আঁখি।
ইথে বাঁচা ভার অবলার প্রাণপাখি ॥
না জানি কি গুণ আছে, তব ভুরুহুলে।
অবলার জাতিকুল, মজায় সমূলে ॥

ওহে গুণধর ! মরি, কি গুণ ধরেছ।
একেবারে কামিনীরে, কিঙ্করী করেছ ?
যেই নিশিযোগে তোমা, হেরিল কামিনী।
তদবধি ভেবে ভেবে, শুখালো ভামিনী ॥
নহে সুখী শশীমুখী, এক দিন তরে।
সদা ম্রিয়মাণ প্রাণ, উড়ু উড়ু করে ॥
বিশেষ বিধু হ'লো, অনর্থের হেতু।
প্রতিপক্ষে প্রতি পক্ষে, যেন ধূমকেতু ॥
অগুরু উগারে, গুরু গরল এ গাতে।
কঠিন কুলিশ ক্লেশ, মলয়ার বাতে ॥
ত্রিযামা যামিনী সেহ, হ'লো শত-যামা।
এই ভেবে ভেবে গোরো, তনু হ'লো শ্যামা ॥
পরিশেষে প্রতিজ্ঞা, করিল রূপবতী।
বিরহদহনে দেহ, দিবেক আহুতি ॥
তোমা ধন কেবল, করিতে আরাধন।
প্রতিজ্ঞা করিল তনু, করিব নিধন ॥
যাহার বিরহে পোড়া, কাম ধরে ধনু।
কি ছার তবেতো আর, এ মিছার তনু ॥
নিতান্ত কোমল যেই, কামিনীর বুক।
অনুমানি তাই এত, সয়েছিল দুঃখ ॥
নতুবা হৃদয় যদি, হইত কঠিন।
তবে বুক ফেটে প্রাণ, যেতো এতো দিন ॥

কি হইবে কি ঘটিবে, কোথায় মিলিবে।
কামিনীর মনোসাধ, কেমনে পুরিবে ?
কি রূপে বা রূপসী তো, পরাণে বাঁচিবে।
এই ভেবে ভেবে, মোরা, মরি নিশি দিবে ॥
কি নিশি কি দিবা, কিবা জাগরে স্বপনে।
তোমা পাবো বলে আর, কার ছিল মনে ॥
যদি বিধি গুণনিধি, হয়ে অনুকূল।
অদৃষ্টেতে ফুটাইলা, সৌভাগ্যের ফুল ॥
মৃত্যু দেহে প্রাণ যদি, আসিল আবার।
নারিকেল ফলে যেন, জলের সঞ্চার ॥
এবে প্রতিক্ষণ এই, প্রতীক্ষায় আছি।
কোন ক্রমে দুহাতে, একহাত হলে বাঁচি ॥
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, কহিছে কুমার।
দুহাতে কি এক হাত, বাঁকি আছে আর ॥
বিধি গড়িয়াছে দুই, প্রাণে এক প্রাণ।
অভিন্ন দোঁহার তনু, ইথে নাহি আন ॥
তবে বল কি ফল, দুহাতে এক হাত।
কাকেতে কি কাজ যদি হইল প্রভাত ?
তবে যদি বল দুঃখ, হ'লো কি কারণ।
কি করি অদৃষ্টে লেখা, বিধির ঘটন ॥
যেই বিধি সৃজিয়াছে, কমলের ফুল।
সেই করিয়াছে করী, নাশিতে সমূল ॥

এই সুধাকর সৃষ্টি, যেই বিধাতার।
সেই করিয়াছে তারে, রাহুর আহার॥
যেই জন সৃজন, করিল রত্নাকর।
সেই বাড়বাগ্নি কৈল, তার দাহ-কর॥
পূর্ব্বাপর এইরূপ, বিধির নিয়ম।
অদৃষ্টের লেখা কে, করিবে অতিক্রম?
কামিনী যে দুঃখ পেয়েছেন মোর লাগি।
কব কত, আমি তার শত দুঃখ-ভাগী॥
দিবাভাগে কুমুদী, কাতরা হয় কত।
সুধাকর দেখ একে-বারে হয় হত॥
সেইরূপ মোরে বিধি, করিয়াছে সখি।
শুনি পুনঃ হাসি হাসি, কহে শশীমুখী॥
যা হবার হইয়াছে, তাহে নাহি কাজ।
দেখি আঁখি ভরে, বিভা! কর যুবরাজ!
বসুক বামেতে বালা, তুমি হে দক্ষিণে।
জুড়াক জীবন তোমা, যুগল ঈক্ষণে॥
মদনে কহিছে ব্যাজ, কেনে কর হায়।
বোলে চালে এ দিকে যে, নিশি বয়ে যায়॥

কামিনীকন্দর্পকেতুর বিবাহ।

রাগিণী গৌর সারঙ্গ। তাল রূপক।

মনগুণে গাঁথি মনোহর মালা। লাজে নতমুখী নহেত সুখী বালা॥ সুন্দরেবে হেরি, ভাবিছে সুন্দরী, কি রূপেতে বরি, শর্ব্বরী হলো জ্বালা। রতি রতিপতি, রাকা রাকাপতি, স্মরিয়া যুবতি, লইল প্রেমডালা॥ ধ্রু॥

একাবলীছন্দঃ।

শশীমুখী আঁখি ঠারিয়ে কয়।
বিবাহ নির্ব্বাহ নহিলে নয়॥
বুঝি মদনিকা আনিল থালা।
যাহে যূথী জাতি মতিয়া মালা।
করে ধরি মালা কামিনী-করে।
দিয়ে কহে ধনী বরহ বরে॥
কুমারেরে আরো কহে রূপসী।
ধর বরমালা নাগরশশী॥
লহ কামিনীর কুসুমমাল।
না কর বিলম্ব এ ভাল কাল॥
সভাসদ যত সঙ্গিণী ছিল।
ভাল বলে সবে সায় পূরিল॥

অনুমতি পেয়ে উভয়ে সুখী।
বিশেষে প্রফুল্ল কমলমুখী ॥
সম্ভ্রমে উঠিল নৃপের বালা।
আদরে খুলিয়া গলের মালা ॥
বারে আগুসরে বারেক হটে।
সাত পাঁচ ভাবে পাছে কি ঘটে ॥
সহসা সাহসে বান্ধিয়া হিয়ে।
নাগরের আগে দাঁড়াল গিয়ে ॥
বরমালা দিতে বঁধুর গলে।
স্তনভরে তনু পড়িছে টলে ॥
আবার বন্ধুর বয়ান চেয়ে।
অধোমুখী লাজ অধিক পেয়ে ॥
থর থর থর কাঁপয়ে বালা।
বরগলে দিল বরণমালা ॥
সখিগণে দেয় উলুব ধ্বনি।
লাজে নতমুখী বিধুবদনী ॥
আহা মরি ! ব'লে ধরিয়া করে।
রমণ রমণী কোলেতে করে ॥
সঘন চুম্বই বদনবিধু।
পান করে ধীর অধরমধু ॥
যত সখীগণ ছিল তথায়।
এ পড়ে হাসিয়া উহার গায় ॥

কেহ বা বদনে বসন দিয়ে।
খল খল হাসে বাহিরে গিয়ে॥
এথা কুমারের বাড়িল রঙ্গ।
সখীগণ দিল দেখিয়া ভঙ্গ॥
ধীরে ধীরে ধীরে কহিছে ধনী।
ক্ষমা দেহ ওহে নাগরমণি!
এখন এতেক সখীর মাঝ।
বড় লাজ বঁধু ছাড় এ কাজ॥
হের পয়োধরে নখের দাগ।
বহিছে অধীর রুধির রাগ॥
করি হে মিনতি ধরি হে হাত।
ছি! ছি! ছাড় হাত শুন হে নাথ!
অহে! আলি কালি গালি যে দিবে।
সে দুঃখ কেমনে প্রাণে সহিবে?
অহে! ও কি কর সরমে মরি।
আজি ক্ষম প্রভু চরণে ধরি॥
পীরিতে এ রীত নহে যে বঁধু।
আজি থাক কালি পিয়াব মধু॥
দেখেছ কোথায় বড় ক্ষুধায়।
ভাল হে বল কে দুহাতে খায়॥
যত কহে হাত ধরিয়া ধনী।
চোরা কোথা শুনে ধর্ম্ম-কাহিনী॥

উথলিল কাম-জলধি-পয়।
বারণ-বালির বান্ধে কি হয়?
বিনোদ বিবাহ-বিধি তেয়াগে।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত বিবাহ-যাগে॥
বাজে যে কিঙ্কিণী কঙ্কণ রোল।
তার কাছে আর কি কাজ ঢোল?
এয়ো হয়ে রতি আপনি হাসি।
বিবাহে বরণ করিল আসি॥
কুচঘটে করফুল চন্দন।
প্রেমডোরে হয় কর বন্ধন॥
ভাল নিয়েছিল করে বাছনি।
উরু ভুজযুগে নাচে নাচনি॥
রসনা অধর কর চরণ।
সুখে ষড়রসে করে ভোজন॥
আগে যে দোঁহার লাজ আছিল।
সেই লাজে লাজ অঞ্জলি দিল॥
দেখে উলু দিল পিক-রমণী।
গান গায় মধুকরঘরণী॥
সুমতি দম্পতি মদনানলে।
সুখে মুহুর্মুহুঃ আহুতি ঢালে॥
স্তনঘটে স্বেদ-শান্তির জল।
বিধিমতে করে ক্রিয়া সকল॥

যৌতুক লইয়া কৌতুক করে।
বরকন্যা উঠে অপূর্ব্ব ঘরে ॥
ছলেতে বিহার বর্ণিনু এই।
পশ্চাতে প্রকাশে দেখিবে সেই ॥
কালীর আদেশে মদনে ভাষে।
সুরসিক জন শুনিয়া হাসে ॥

সম্ভোগ শৃঙ্গার বর্ণন।

রাগিণী আলাইয়া। তাল ঠুংরি।

বিহরে নাগর নাগরী রঙ্গে। তনু পরশে অলসে অবশ অনঙ্গে ॥ ঝপট ঝটাপট, লপট লটাপট, লুঠত দোনহি অঙ্গে। চমকে কামিনী, ঝমকে দামিনী, তনু অনু-কম্পন, রুণু রুণু কঙ্কণ, বাজত মদন-তরঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

পজ্ঝটিকা ছন্দঃ।

খেলই নাগর নাগরী কোলে।
চুম্বই বিম্বাধর তুকপোলে ॥
নূপুর কঙ্কণ কিঙ্কিণী বোলে।
মণিময় মণ্ডল কুণ্ডল দোলে ॥
নাগর ঝাঁপই কাঁপই বালা।
দোজন সৌসর সমর করালা ॥

বিধিমত বন্ধন দোভুজপাশে।
কোহি ন ছাড়ত রতিরসআশে ॥
মাতিল দম্পতি মুখমধুপানে।
শশিমুখী বৈমুখ নহি সুখদানে॥
মুখমে দোনহু রসনা যোতে।
কূজতি রতি মদমত্ত কপোতে ॥
আকুল কুন্তল ধরণী লুটায়ে।
খেলত উরুযুগ বাস উঠায়ে ॥
লঘু লঘু চুম্বন শিহরই অঙ্গে।
ঘন ঘন দোতনু ঝম্পন রঙ্গে ॥
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঘুঙ্গুর বাজে।
জঘনতটে মণি কাঞ্চী সুগাজে ॥
তাবত ঝটপটি যাবত আশা।
বরষিল বারিদ মিটিল পিপাসা ॥
শীতল ধরণীতল জলপাতে।
ছাড়ল বাদল দক্ষিণ বাতে ॥
শ্রমজলসিক্ত-কলেবর দোঁহে।
অলস অচেতন দোজন মোহে ॥
ক্ষণহি বিলম্বন চেতন পায়ে।
পজ্ঝটিকা কবি মদনে গায়ে ॥

কুমারের বাসায় বিদায় এবং কামিনীর বিবাহার্থে ভূপতির উদ্যোগ।

পয়ার।

শশিমুখী সম্বরিয়া, পরিয়া বসন।
সঙ্গ ভঙ্গে অঙ্গে ধরে, অঙ্গের ভূষণ॥
লাজে বিধুমুখখানি, বসনে ঢাকিয়া।
সেরে এলো শেষ কাজ, বাহিরে যাইয়া॥
সুখের শয্যায় সুখে, বসিল দম্পতি।
পলায় পাইয়া লাজ, রতি রতিপতি॥
ক্রমে সহচরীগণ, সন্নিধি আইলা।
লাজে সুবদনী অধোবদনে রহিলা॥
মুচকি মুচকি মুখে, মৃদু মৃদু হাসি।
যার-যেবা করে সেবা, সকলেই আসি॥
কেহ বা চামর করে, কেহ বা বাজন।
আতর গোলাপ কেহ, করায় সেবন॥
কুঙ্কুম কস্তূরী চূয়া, সুগন্ধি চন্দন।
কোন সহচরী অঙ্গে, করায় লেপন॥
রতিক্লেশ লেশ মাত্র, না রহিল আর।
উপজিল সুখে আরো, সুখ দোঁহাকার॥
মিষ্ট গন্ধ মিষ্ট মালা, সুমিষ্ট পবন।
সেবনমাত্রেতে ঘর্ম্ম, হইল বারণ॥

নানাবিধ মিষ্ট অন্ন, ছিল আয়োজন।
মিষ্টমুখে মিষ্টমুখ, কৈল দুইজন॥
হেসে হেসে তুলে দেয়, এ উহার মুখে।
কি ছার অমৃত-তার, ভুঞ্জে দোঁহে সুখে॥
সুবাসিত মিষ্ট জল, একাধারে পান।
মিঠে পাথুরিয়া চুণ, মিঠে গুয়া পান॥
আর যেবা মিষ্ট ভোগ, অবশিষ্ট ছিল।
মিঠে মিঠে কথায়, সকল সেরে নিল॥
শেষে সুখ-শয়নেতে, করিল শয়ন।
মুখে মুখে বুকে বুকে চরণে চরণ॥
বরকন্যা শুল যদি, বাঁকি থাকে কেবা।
শুইল সকল সখী, যথা ছিল যেবা॥
নিদ্রায় যামিনী টুকু, হইল যাপন।
আদিত্য উঠিবে, শশী করিছে গমন॥
ক্রমে পূর্ব্বদিক হৈল, অরুণ বরণ।
ধড়মড়ি উঠে ধীর, পাইয়া চেতন॥
বিনয়ে বিনোদ ধরি, বিনোদীর হাত।
বলে প্রাণ আসি নিশি, হইল প্রভাত॥
ধনী কহে নাথ! তুমি, প্রাণের সমান।
বিদায় কি দিতে পারি, থাকিতে পরাণ॥
নয়ন-চকোরী মোর, কেমনে বাঁচিবে।
না হেরে ও মুখ-চাঁদ, কেমনে রহিবে॥

কবি কহে এত কেনে, ভাব হে রূপসী।
পুনরায় হবে দেখা, পুনঃ হবে নিশি ॥
মম দেহে তুমি দেহী, রূপে কর ভোগ।
ইথে কি বিয়োগ হবে, নহিলে বিয়োগ ॥
এত বলি সুন্দরীরে, সুন্দর চলিলা।
বাসায় আসিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপিলা ॥
বাসায় বন্ধুর সনে, দিবসে কৌতুক।
নিশিতে কামিনী ল'য়ে, বিধিমতে সুখ ॥
ওথায় কামিনী গৃহ, নাটে কাটে দিবা।
নিশি হলে বন্ধু কোলে, হয় নানা সেবা ॥
এইরূপে দিন তিন, যায় সুখে সুখ।
কে বুঝে কালীর খেলা, দেখহ কৌতুক ॥
এক দিন মনে মনে, ভাবে নৃপরায়।
না হ'লো মেয়ের বিয়ে, কি হবে উপায় ?
ঘর বড় এত বড়, আইবড় ঝি।
বিবাহ না হ'লে পরে, লোকে কবে কি ?
অর'ক্ষণে হ'ল মেয়ে, কামিনী আমার।
বিবাহ না দিয়ে অনুচিত রাখা আর ॥
এতেক চিন্তিয়া, স্থির কৈল মহারাজ।
অদ্যাই বিবাহ দিব, তবে আর কাজ ॥
বরাবর বার দিয়া, বাহির দেওয়ানে।
পাত্র মিত্রে আজ্ঞা দিয়ে, কুলাচার্য্য আনে ॥

আইল ঘটকগণ, লেগে গেল ঘটা।
দীর্ঘকটা শিখা কাটা, ভালে দীর্ঘফোঁটা॥
এক মুখে শতভাষে, ঘটকালি মালা।
কলরবে কেকা রবে, কানে লাগে তালা॥
রাজা বলে শুন ওহে কুলাচার্য্যগণ!
গোলের এ কর্ম্ম নয়, শুন দিয়া মন॥
কামিনী নামেতে মোর, আছে এক কন্যা।
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, অতি ধন্যা॥
অনুরূপ পাত্র যদি, থাকয়ে সন্ধানে।
স্থির কর, সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ তার সনে॥
একেবারে কুলাচার্য্য, সবে দেয় সায়।
আমি আনি দিব পাত্র, এত কোন দায়?
একে একে দিল সবে, পাত্র-পরিচয়।
কোন মতে নৃপতির, সম্মতি না হয়॥
অবশেষে একজন, কুলপতি কয়।
আমি ভাল পাত্র দিব, শুন মহাশয়॥
বিজয়কেতুর পুত্র, পুষ্পকেতু নাম।
সেই বিদ্যাধর বর, সর্ব্বগুণধাম॥
সেই মাত্র যুক্ত পাত্র, তোমার কন্যের।
সিংহেতে সিংহেতে যোটে, সাধ্য কি অন্যের?
রাজা বলে ভাল ভাল, বুঝা যাবে পাছে।
অগ্রেতে সম্বন্ধ স্থির, কর তার কাছে॥

যথা আজ্ঞা কুলাচার্য্য, হইল বিদায়।
সভা ভঙ্গ দিয়ে ভূপ, অন্তঃপুরে যায়॥
রাজা যদি উঠে গেল, সভা হ'ল ভঙ্গ।
মদন কহিছে হেসে, দেখ রসিয়া রঙ্গ॥

বিবাহ শুনিয়া কুমারের কামিনী লইয়া পলায়ন।

পয়ার।

অন্তরে উল্লাস নৃপ, অন্তঃপুরে যায়।
ঘন ঘন ঘরণীর, নিকটে ঘণায়॥
কি কর রূপসী বসি, শুনিয়াছ আর।
কামিনীর বিভা হবে, শুভ সমাচার॥
রাণী বলে গাল গল্পে, জ্বলে মোর অঙ্গ।
মাঝে মাঝে মিছে কি, করিতে এসো রঙ্গ॥
ভূপ কহে মিথ্যা নহে, শুন ওহে প্রিয়ে!
বসে থেকে দেখ তুমি, কালি দিব বিয়ে॥
অন্য দিন বলি বটে, সে কথার কথা।
অদ্যকার কথা কিন্তু, নহেক অন্যথা॥
বিজয়কেতুর সুত, নাম পুষ্পকেতু।
তারে পত্র পাঠায়েছি, বিবাহের হেতু॥
কুলে শীলে ভাল বটে, সুপাত্র সুধীর।
সেই বিদ্যাধর বর, করিয়াছি স্থির॥

কামিনীর অনেক, সঙ্গিণী তথা ছিল।
শুনি সে হরিষে তার, বিষাদ জন্মিল ॥
তাড়াতাড়ি ধেয়ে গিয়ে, কামিনী-সদনে।
হেসে হেসে কহে ধনী, প্রফুল্ল বদনে ॥
কি কর গো শশিমুখি! শুনেছ কি আর।
তোমার বিবাহ নাকি, হবে পুনর্ব্বার ?
গিয়াছিনু আজি ঠাকুরাণীর মহল।
শুনিনু তোমার পক্ষে, বড়ই মঙ্গল ॥
ঠাকুর কহিলা ঠাকুরাণীর নিকটে।
কালি তো দিবেন বিয়ে, শেষ যেবা ঘটে ॥
কে জানে কোথায় এক, আছে বিদ্যাধর।
শুনিলাম সেই নাকি, বিবাহের বর ॥
এতদিনে হলো মেনে, পূর্ণ মনস্কাম।
যাহা হউক ঘুচে গেল, আইবড় নাম ॥
কারো ভাগ্যে রাজ্য-লাভ, কারো বনবাস।
ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট, কারো সর্ব্বনাশ ॥
আজি বাদে তুমি তো, হইবে বিদ্যাধরী।
মোসবার হৈতে হবে, নাছের ভিখারী ॥
দুঃখ যে উপজে পোড়া, মুখে হাসি পায়।
হেদে ভালো মানুষের, কি হবে উপায় ?
ধনী কহে মিছামিছি, কি করিস ছল।
কোথায় কি শুনে এলি, সত্য করি বল ॥

সখী বলে এত বড়, পড়িনু সঙ্কটে।
প্রত্যয় না হয় যাও, মায়ের নিকটে॥
ধনী কহে আর মোর, শুনে কাজ নাই।
বরের মুখেতে, আর তোর মুখে, ছাই॥
সে কহে ভালো গো ভালো, কালি দেখা যাবে।
বিদ্যাধর বর পেলে, ফিরে না তাকাবে॥
এইরূপে বোলে চালে, গেল দিবাভাগ।
নিশিতে নাগর লয়ে, মদনের যাগ॥
সহচরীগণে সবে, নিদ্রিতা দেখিয়া।
নাগরেরে কহে ধনী, হাসিয়া হাসিয়া॥
শুনিলাম কালি নাকি, পিতা মহাশয়।
বিবাহ দিবেন বলে, করেছেন শ্রয়॥
কে জানে মিলেছে কোথা, বিদ্যাধর।
তার সহ মোর বিভা, দিবে নৃপবর॥
কবি বলে ইথে ধনি! কেনে ভাব দুঃখ।
জাননা কি বিদ্যাধর, কত দেয় সুখ॥
অট্টালিকোপরে, অষ্টপ্রহর রাখিবে।
সখীচয় চতুর্দ্দিকে, চামর করিবে॥
সুগন্ধি চন্দনমালা, সুগন্ধি পবন।
কোলে বসি দিবানিশি, করিবে সেবন॥
পুরাতন ফেলে পাবে, সুনূতন পতি।
নূতন নূতন হবে, নূতন পীরিতি॥

প্রতিদিন নব নব, সুরত দেখাবে।
নিত্য নিত্য নৃত্যগীত, নূতন শিখাবে॥
তুমি তো সুখেতে রবে, রবে রাজহালে।
যে দুঃখ সে দুঃখ মাত্র, আমার কপালে॥
তুমি রাজকন্যা রবে, রাজ-সমাদরে।
হাতে খোলা কাঁধে ঝোলা, মোর ঘরে ঘরে।
যাহা হৌক সুবদনী, সুখের সময়।
অভাগায় বারেক, মনেতে যেন হয়॥
ধনী কহে কত মেনে, জান নাগরালী।
কথায় কথায় ঠাট, কত চতুরালী॥
মরুক্ কপালে ছাই, কাজ নাই সুখ।
তব সঙ্গে হয় যেন, এই মত দুঃখ॥
তুচ্ছপদ ব্রহ্মপদ, স্বর্গ দেখি ছার।
যেবা সুখ তব মুখ-চুম্বনে আমার॥
কবি বলে সে সকল, বুঝিলাম আমি।
ভূপতি বিবাহ দিলে, কি করিবে তুমি?
কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম বলে, পিতৃদত্তা মেয়ে।
কি করিতে পারে অন্যে, রাজা দিলে বিয়ে?
দেশ কাল পাত্র দেখে, মনে পায় ভয়।
শুনেছি চোরের ধন, বাটপাড়ে লয়॥
ধনী কহে গুণমণি! ভয় কি হে আছে।
কে লইবে যার বস্তু, সে থাকিলে কাছে?

নিজ বস্তু লয়ে গেলে, লয়ে যাওয়া যায়।
একেবারে হালি ছাড়া, উপযুক্ত নয়॥
তুমি যদি সাহসে, বান্ধিতে পার বুক।
যাইতে বিলম্ব মোর, নাই একটুক॥
কবি ভাবে আমিত, উহাই এঁচে আছি।
কোনরূপে স্বদেশ, যাইতে পেলে বাঁচি॥
কালী কি এমন দিনে, দিবেন আবার।
পিতা মাতা হেরে তনু, জুড়াবে আমার॥
অস্থির নারীর মন, চঞ্চল সদাই।
আন্ত্রিক বটে কি নহে, কিন্তু জানা চাই॥
অগ্রেতে কেমন মন, নেড়ে চেড়ে জানি।
জল নেড়ে বুঝা যেন, মীনের মর্দ্দানি॥
প্রকাশিয়া কহে কবি, ওলো সুবদনি!
কি বলিলে তুমি কি, যাইতে চাহ ধনি!
জনকজননী ছেড়ে, ছেড়ে বন্ধুগণে।
তুমি যে যাইবে ইহা, নাহি লয় মনে॥
এমন কি হয় ধনি! তবু আমি পর।
মোর তরে তুমি কি, ছাড়িতে পার ঘর?
ধনী কহে কি বলিলে, রসিক নাগর!
অন্য কি আত্মীয় জন, তুমি মোর পর?
কি বলিলে গুণমণি! বল দেখি ফিরে।
বাহিরে সুবর্ণ রেখে, অঞ্চলে কি গিরে?

বিজ্ঞ বট বন্ধু হে! বচন কেন হেন।
মাঝে মাঝে হয়েন, কতই নেকা যেন?
সতীর জীবন পতি, পতিমাত্র গতি।
দেব গুরু সেবা যেবা, সব তার পতি॥
জনকজননী যত, সুহৃদ বান্ধব।
সকল হইতে বড়, রমণীর ধব॥
তবে যদি দাসী ব'লে, তুমি কর ঘৃণা।
কি কাজ জীবনে আর, তবে তোমা বিনা॥
বুঝিনু কপাল মন্দ, কাল হ'য়ে বাপ।
এ হেন পরম সুখে, দিলা মনস্তাপ॥
না জানি বিধাতা কিবা, লিখেছে ললাটে।
অভাগীর অদৃষ্টেতে, কোন খান ঘটে॥
কিন্তু বঁধু অদ্য যদি, ল'য়ে নাহি যাবে।
তোমায় অবলাবধে, ভাগী হৈতে হবে॥
বলিতে বলিতে আঁখি, করে ছল ছল।
দর দর হৃদয়ে, বহিয়ে পড়ে জল॥
আহা মরি ব'লে, কামিনীরে লয়ে কোলে।
করে কবি সান্ত্বনা, মধুর মৃদু বোলে॥
কেন লো কমলমুখি! কান্দ অকারণ।
তুয়া দুঃখ দেখে বুক, বিদরে এখন॥
গুণবতি! তোমায় গাঁথিয়া গল-হার।
লইয়াছি, অসার সংসারে করে সার॥

ভালইত তুমি যদি, যেতে চাহ ধনি!
ভাবনা কি তোমা লয়ে, যাইব এখনি ॥
ইথে আর কেনে তবে, ভাবলো বিষাদ।
সুধামুখি! সুধাপানে কাহার অসাধ?
কিন্তু তবে বিলম্ব বিহিত আর নয়।
কি জানি বিলম্বে পাছে, জানাজানি হয় ॥
এত বলি গমনে, নিশ্চিত করে মতি।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি, উঠিল দম্পতি ॥
অগ্রেতে কুমার যায়, পশ্চাতে কামিনী।
সুধাকরসনে যেন, চলিল যামিনী ॥
ধনী চলে ধরাতলে, অঞ্চল লুটায়।
রাজগৃহ হৈতে যেন, রাজলক্ষ্মী যায় ॥
ধীরে যায় ধনী ফিরে, চায় বারে বারে।
জনক-জননী-স্নেহ, পাসরিতে নারে ॥
হাজার হউক তবু, পতি স্নেহ কত।
জন্মভূমি ছাড়িতে কে, পারে জন্মমত?
তথাপিহ সাবাসি রে, রমণীর হিয়ে।
পরঘর করে যারা, অনায়াসে গিয়ে ॥
এ দিকেতে যুবক, যুবতী দুই জন।
বাছিয়া লইল অশ্ব, গমনে পবন ॥
মনোজব নাম তার, পৃষ্ঠে আরোহিয়ে।
মনোজবে যায় দোঁহে, নগর বহিয়ে ॥

ভণে কবি মদনে, মদনে বলিহারি।
কে লয়ে কোথায় যায়, দেখ কার নারী॥

পলায়নে শ্মশান-দর্শন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

একে সে রজনী ঘোর, ভয় পাছে হয় ভোর,
চলে চোর হরিয়া রমণী।
দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি, করেতে লইয়া ছড়ি,
তাড়াতাড়ি কসিল অমনি॥
দাবায়ে চলিল ঘোড়া, টমকে ঝমকে জোড়া,
কামিনীরে বসাইয়া কোলে।
কোথা বা রহিল বন্ধু, পাশরিল গুণসিন্ধু,
নারী পেলে কেবা কিনা ভোলে?
বেগেতে চলিছে হয়, হেরে হেন জ্ঞান হয়,
বাজিময় রেখা ভূমণ্ডলে।
অনিল উলকাপাত, কে পারে যাইতে সাথ,
তারা যারা, তারা কত চলে?
সদরে পাহারা আছে, কি জানি কে ধরে পাছে,
সে পথ ছাড়িয়া যুবরায়।
সাহসে বান্ধিয়ে হিয়ে, দক্ষিণে মশান দিয়ে,
দ্রুতগতি চলিল হেলায়॥

বেতাল পিশাচ ঘটা, কারো শিরে রুক্ষ জটা,
কেহ কটা পিঙ্গললোচন।
ডাকিনী শাখিনী দানা, শ্মশানে পাতিয়া থানা,
শব সব করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত, কেহ কালো কেহ শ্বেত,
চিতা হৈতে লয়ে যায় শব।
পচা শুষ্ক কেবা বাছে, মৃতকায় পেয়ে নাচে,
আনন্দেতে হুহুঙ্কার রব॥
করতলে দিয়ে তাল, বেতাল নাচয়ে ভাল,
ভৈরবে মাভৈঃ রবে ফেরে।
সর্ব্বাঙ্গে বিকট শির, গলে ঝুলে নরশির,
চন্দ্রায়ণ হয় রূপ হেরে॥
ফেরে কত ফেরুপাল, পিশিত রসিত গাল,
তবু নৃকপাল নাহি ছাড়ে।
গলিত পলিত কায়, কবলে কবলে খায়,
শেষে চরবায় হাড়ে হাড়ে॥
কেহ বা তুলেছে মড়া, অতি পূতি পচা সড়া,
ঝকড়া করয়ে লয়ে তাই।
যাহার অধিক জোর, তাহারি অধিক সোর,
তোর মোর বাছাবাছি নাই॥
শৃগালের খেঁকাখেঁকি, পিশাচের মেকামেকি,
ঢেকাঢেকি হেঁকাহেঁকি রব।

দেখিয়া বিষম ভয়, ধীরে ধীরে ধনি কয়,
প্রাণনাথ! একি দেখি সব?
কবি কয় নাই ভয়, তবু ভয় যদি হয়,
নয়ন মুদিয়া ধনি থাক।
কপর্দ্দি-কামিনী কালী, মহামায়া মুণ্ডমালী,
ভয়হরা ভবানীরে ডাক ॥
ভাবিলে যে পদদ্বয়, ভবভয় দূর হয়,
ভবের উকতি এই সার।
ইহকাল পরকাল, কাটিয়া কুটিল কাল,
চিরকাল সুখ হয় তার ॥
হ'লে ভবানীর দাস, ভবপাশ হয় নাশ,
বারোমাস অভিলাষ ঘটে।
এবা কোন দায় তবে, অনাসে বিনাশ হবে,
মদন কহিছে তাই বটে ॥

কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর বিলাপ।

লঘু-ত্রিপদী।

অটল সোওার, নৃপের কোঙর,
পবন বেগেতে ধায়।
নানা দিগ্ দেশ, এড়াইয়া শেষ,
বন পরিবেশ পায় ॥

হেরে হয় ভান, নিশি অবসান,
পূরুবে হইল আলা।
যেন কি ভকত, দিল মরকত,
রকত কুসুমডালা॥
ক্রমশঃ তরুণ, উদিত অরুণ,
কিরণে তিমির নাশে।
যত খগদল, করে কল কল,
অবিরল বসি বাসে॥
পথ পাসরিয়া, না জানি আসিয়া,
পড়িনু এ কোন স্থান।
সেই বিন্ধ্যবন, জানিয়া তখন,
ভয় হ'ল অবসান॥
সেই তাল শাল, তমাল পিয়াল,
বিশাল রসালগণ।
কেতকী ধাতকী, হরি হরিতকী,
সেই আম্রাতকী বন॥
কহে গুণমণি, শুন লো রমণি!
সকল রজনী চ'লে।
হয়েছে অলস, ঘুমে পরবশ,
তনু পড়িতেছে টলে॥
অতএব বলি, এই বনস্থলী,
ক্ষণেক বিরাম করে।

শেষে বেলা হ'লে, তরুতলে তলে,
যাব চলে এর পরে ॥
ধনী কহে নাথ ! কেন অকস্মাৎ,
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি।
ওহে বল দেখি, সন্মুখে একি,
ঘুরে কেন পড়ে পাখি ?
অশিব লক্ষণ, শিবার রোদন,
মনে ভাল নাহি বাসি।
ঘুমে ঘোরে গা, টলে পড়ে পা,
চল এইখানে বসি ॥
বিধির লিখন, কে করে খণ্ডন,
যেমন বসিল দোঁহে।
অমনি নাগর, ঘুমে সকাতর,
ভূমেতে পড়িয়া মোহে ॥
দিন দুপহর, এথায় নাগর,
অকাতরে নিদ যায়।
কপাল ফাটিল, যে দায় ঘটিল,
কিছু না জানিতে পায় ॥
যে ধন লাগিয়া, গৃহ তেয়াগিয়া,
করেছিল প্রাণ পণ।
বাদী হয়ে ধাতা, খেয়ে তার মাথা,
হরে নিল সে রতন ॥

ঘুম ভাঙ্গি গেল, সচেতন হৈল,
উঠিল রাজার সুত।
প্রিয়া না দেখিয়া, উঠে চমকিয়া,
মানিলেক অদভুত॥
চারি দিকে চায়, দেখিতে না পায়,
মাথে হাত দিয়ে পড়ে।
কান্দে একি হ'ল, প্রেয়সী যে গেল,
প্রাণ কেনে রহে ধড়ে॥
ক্ষণেক উঠিয়ে, কহে প্রাণপ্রিয়ে!
বিদরিছে হিয়ে মোর।
ছল কর কেনে, দেখা দেও বেনে,
হেরি বিধুমুখ তোর॥
না হেরে শ্রীমুখ, ফেটে যায় বুক,
আর দুঃখ কব কারে?
কে সাধিল বাদ, যত সুখসাধ,
বাদ হ'ল একেবারে?
হায় বুক চিরে, কে নিল বাহিরে,
তোমা হেন মণি মোর?
সুখের আহার, হরিল আমার,
না জানি কেমন চোর॥
অথবা শ্বাপদ, করিয়া বিপদ,
ভুখিল কোমল কায়।

সে যে দুরজন, মোরে কি কারণ,
রেখে গেল হায়! হায়!
রাজহালে ছিলা, কেন বা আইলা,
তুমি অভাগার লাগি?
হায়! কি করিনু, কেন বা আনিনু,
হইনু বধের ভাগী?
আহা! কতজন, করে আরাধন,
পাবে ব'লে তোমা ধন।
আমি তোমা ধনে, এ ঘোর গহনে,
দিলাম কি বিসর্জ্জন?
ওহে শুন বিধি, সিঞ্চিয়া জলধি,
যদি নিধি দিয়ে ছিলে।
কি করম দোষ, পেয়ে করে রোষ,
পুনরায় হরে নিলে?
হায়! কবে কার, কিবা অপকার,
বল করিয়াছি আমি?
কেন এত দুঃখ, দিলে চতুর্ম্মুখ,
হইলা বিমুখ তুমি?
কোথা গুণসিন্ধু, রহিলে হে বন্ধু,
একি অদৃষ্টের লেখা।
জনমে মরণে, আর তোমাসনে,
নহিল বুঝি হে দেখা॥

ওহে প্রাণাধিক, মোরে শত ধিক,
ধিক্ ধিক্ মম জন্ম।
মিছে নারীমদে, ভুলিয়া সম্পদে,
পাসরিনু তব তনু॥
গৃহের ভিতর, পরিহরি সব,
তুমি মোর সনে এলে।
আমি নারী পেয়ে, সকল ভুলিয়ে,
আইলাম তোমা ফেলে॥
ওহে কেবা আর, দুঃখ-পারাবার,
করিবে আমায় পার?
ধরে স্নেহহালি, তুলে জ্ঞানপালি,
হইবে করণধার?
আর কারে পাব, কার মুখ চাব,
কারে কব মনোদুঃখ?
পাথারে ডুবিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
বিদরিয়া যায় বুক॥
ওহে গুণমণি, হারায়ে রমণী,
পড়েছি বিষম দায়।
কর জ্ঞানদান, রাখ মোর প্রাণ,
বলে দেহ সদুপায়॥
এত বলি ধীর, কান্দিয়া অস্থির,
পড়িয়া লুটায় ধরা।

ঝরে ঝল ঝল, নয়নযুগল,
ফণি যেন মণিহারা ॥
শেষ কৈল সার, কি কারণে আর,
এ ছার পরাণ রাখি।
ফল না ফলিলে, ফলিবে রাখিলে,
কি ফল বিফল শাখী ?
সেই সার বিনে, তবে কি কারণে,
অসার সংসারে রই।
আর কি এখন, আছয়ে শরণ,
আমার মরণ বই ?
পিতা মাতা দারা, হ'য়ে বন্ধু হারা,
যে জন বাঁচিয়া রয়।
ধিক্ সে জীবনে, কহিছে মদনে,
তার বেঁচে বাঁচা নয় ॥

কামিনী-বিয়োগে কুমারের ষড়ঋতুক্লেশ-বর্ণন।

পয়ার।

বিনোদ বিয়োগীবেশে, বিপিনে বেড়ায়।
কেবল কামিনী ব'লে, কেন্দে কাল যায় ॥
ঘন বরষণে আঁখি, সদা জলধর।
ক্রমশঃ আইল কাল, কাল-জলধর ॥

গুরু গুরু গগনে, গরজে ঘন সব।
দুরু দুরু দাদুর, আদরে করে রব॥
আলো করে বলাকা, তিলকা যেন ভালে।
উজলী বিজলী খেলে, জলধরকোলে॥
তড়তড়ি রবে অবিরত পড়ে বৃষ্টি।
চড়চড়ি মেঘরবে, যায় যেন সৃষ্টি॥
'জল দে জলদ' ব'লে, ডাকিত যাহারা।
মহাসুখ চাতক, কৌতুক করে তারা॥
কাল পেয়ে নদীগণ, হ'য়ে রসবতী।
নানা রঙ্গে ভঙ্গেতে, ভেটিছে নিজ পতি॥
যে জন যোড়েতে আছে, তারি মাত্র সুখ।
রাখিতে না ঠাঁই যোড়ে, বিযোড়ের দুঃখ॥
ক্ষণে ক্ষণে যোগীজনা, করে নানা ভোগ।
হেন দিনে বিয়োগীর, কেবল বিয়োগ॥
একে ধারাধররবে, ধৈর্য্য ধরা ভার।
কেকারবে একা রবে, হেন সাধ্য কার?
দিন দিন কুমারের, বিরহ-নদীর।
বিষম বরিষা পেয়ে, ভেসে গেল তীর॥
হয়েছে নূতন প্রেমে, নূতন বিচ্ছেদ।
তাহে নবমেঘে যে, নূতন হৈল খেদ॥
কষ্টেতে বরিষা গেল, হয়ে মৃত্যুবৎ।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ, আইল শরৎ॥

শরতে সদাই সুখ, ক্ষণ নাহি ভঙ্গ।
যুবক যুবতী জন, করে নানা রঙ্গ ॥
ঘন বিনা সঘন, গগন নিরমল।
উজ্জ্বল প্রকাশে জ্যোতিঃ, চন্দ্রের মণ্ডল ॥
সারস সারস বনে, সদা করে খেলা।
মৃণালের আশে আসে, মরালের মেলা ॥
এমতি সুখের কাল, সবে সুখ আশে।
পরবাসে কেহ না, থাকিতে ভাল বাসে ॥
একামাত্র রাজপুত্র, এ সুখবঞ্চিত।
সুখে সদা দুঃখজ্ঞান, হিতে বিপরীত ॥
শরত আসিল, তবু নয়নের আড়ে।
লেগে আছে বরিষা, তিলেক নাহি ছাড়ে ॥
বিধু যত নিরমল, হয় দিন দিন।
কুমারের মুখশশী, ততই মলিন ॥
কেন্দে কেন্দে হ'ল যদি, শরতের সীমে।
কিন্তু বিরহীর বড়, বাঁচা ভার হিমে ॥
আইল হেমন্ত ঋতু, কৃতান্তসমান।
কান্ত বিনা নারীর কে, শান্ত করে প্রাণ ?
একাকী যে রহে, দুঃখ কি কব তাহার ?
দিন যদি যায় কিন্তু, রাত্রি যাওয়া ভার।
হেমন্ত দুরন্ত দুঃখে, গেল কুমারের।
শিশির ঋতুর সমা-গম হৈল ফের ॥

শিশিরে অসির সম, শিশিরের ধারা।
বিরহী যুবক জনা, প্রাণে যায় মারা॥
অনল তপন, তুলা, তরুণীর কোল।
শিশিরে পরাণ বাঁচে, ইথেই কেবল॥
নৃপতিনন্দন সদা, করিয়া ক্রন্দন।
বনেতে বেড়ায়ে, শীত করিল বঞ্চন॥
শীত যদি গেল, এলো বসন্ত সময়।
এইকালে বিয়োগীর, হয় বড় ভয়॥
তরুগণ নব নব, পল্লব প্রকাশে।
অনায়াসে প্রাণ নাশে, দক্ষিণ বাতাসে॥
বনে বনে পিকগণ, করে কলগান।
মধু পিয়ে মধুকরে, করে মধুতান॥
শুনিয়া যোগীর হয়, যোগ যাগ ভঙ্গ।
বিয়োগী কোথায় তবে, জাগিলে অনঙ্গ॥
যবে মনে পড়ে কামিনীর তনু খানি।
তখনি পরাণ লয়ে, পড়ে টানাটানি॥
এইরূপে কুমারের, গেল দশ মাস।
আইল দশমদশা, হ'ল সর্ব্বনাশ॥
ক্রমেতে বসন্ত যদি, হইল স্থগিত।
দেখিতে দেখিতে ভীষ্ম, গ্রীষ্ম উপনীত॥
একে দেহ কামিনী-বিরহে দহে অতি।
তাহাতে দ্বিগুণ দাহ, করে দিনপতি॥

নিশিতে শশীর কর, বিষের সমান।
কোকিলের পঞ্চ স্বর, যেন পঞ্চ বাণ ॥
মন্দ মন্দ মলয়-পবন সদা বয়।
ইথে প্রাণ আজি কালি, রয় কি না রয় ॥
অবশিষ্ট অস্থি চর্ম্ম, কর্ম্মভোগ সার।
অনাহার শবাকার, মুখে হাহাকার ॥
কামিনীর আশে প্রাণ, করিয়া ধারণ।
এইরূপে সম্বৎসর, করিল ভ্রমণ ॥
অন্বেষিয়া, যুবরাজ, স্থাবরজঙ্গম।
শেষে উপনীত গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম ॥
বিবেচনা কৈল যদি, ত্যজিব পরাণ।
তবে ত তাহার এই উপযুক্ত স্থান ॥
শুনেছি পুরাণ লোকে, পুরাণের বাণী।
নিষ্কাম ত্যজিলে তনু, হয় চক্রপাণি ॥
সকাম হইয়া পরে, যেই জন মরে।
সদ্য সিদ্ধ হয় সেই, যে কামনা করে ॥
অতএব এই স্থানে, উচিত মরণ।
জীবনে জীবন ত্যজে, জুড়াবে জীবন ॥
এতেক ভাবিয়া ধীর, স্থির কৈল মতি।
মদন কহিছে ভালো, বটে এ যুকতি ॥
জঠরযাতনা যায়, যারে পরশিলে।
এ কোন কঠিন ক্লেশ, মরিলে সলিলে?

সাগর-সঙ্গমে প্রাণত্যাগোদ্‌যোগে কুমারের দৈববাণী শ্রবণ।

লঘু-চৌপদী।

নৃপের সন্ততি, দৃঢ়তর মতি,
নামিয়া জাহ্নবী-জলে।
স্নানাহ্নিক যত, জনমের মত,
সমাপিলা কুতূহলে॥
কামিনী-কামনা, মনেতে বাসনা,
করিয়া রাজার সুত।
শিরে যোড়ি কর, একান্ত অন্তর,
স্তব করে অবিরত॥
আমি অতি দীন, গতি-মতি-হীন,
কি জানি মহিমা তব।
কিঞ্চিৎ জানিয়া, আদরে মানিয়া,
শিরে ধরেছেন ভব॥
ওগো ভবদারা! পরাৎপরা তারা!
তুমি ভবভয়-হরা।
এবার আমারে, ভব-পারাবারে,
পার কর তারা! ত্বরা॥
ভবে আনাগনা, জঠর-যাতনা,
সহেনা সহেনা আর।

এবার তনয়ে, চাহ গো অভয়ে,
এ নহে কঠিন ভার॥
আর কেবা আছে, যাব কার কাছে,
কব কারে মনোদুঃখ ?
জননীর ছেলে, জননীরে ফেলে,
আর কার চায় মুখ ?
ভব বন ঘোর, তাহে কাল-চোর,
পাতিয়া রয়েছে থানা।
কি জানি কখনে, এ দেহ-ভবনে,
আসিয়া দিবেক হানা॥
শুনগো জননি, 'পতিত-পাবনী'
আপনি ধরেছ নাম।
তবে যে পতিতে, এ বার তারিতে,
কেনগো হয়েছ বাম॥
ওগো ভবদারা! মাতা পিতা যারা,
সময়ে সকলি বটে।
অসময়ে পেলে, যায় তারা ফেলে,
কেবল তোমার তটে॥
তুমিতো তেমনি, নহগো জননি,
অমনি লইয়া কোলে।
মুখে দাও পয়, দূর হয় ভয়,
সে জন যন্ত্রণা ভোলে॥

তুমি মূলাধার, জেনে সারাৎসার,
শরণ লয়েছি তোমা।
দেহি স্থানদান, কুরু পরিত্রাণ,
ঠেলনা চরণে আমা॥
জ্বলিছে বিগ্রহ, করিছে নিগ্রহ,
গ্রহগণ দিন দিন।
আমি গো পড়েছি, শরণ লয়েছি,
ভকতি-শকতি-হীন॥
কামনা করিব, জনম পাইব,
লভিব কামিনীধন।
আজি তব তীরে, এ পাপ-শরীরে,
করিব গো বিসর্জ্জন॥
এতেক বলিয়া, সলিলে থাকিয়া
ডাকে জয় সুরধুনি!
পতিত-পাবনি! মহেশ-মোহিনি!
জয় জয় ত্রিলোচনি!
জয় মহামায়া! জয় শিবজায়া!
জয় জয় ভবহরা!
জয় জয় গঙ্গে! তরল তরঙ্গে!
জয় জয় জয় জয়করা!
জয়গো জাহ্নবি! ভবানি ভৈরবি!
জয় জয় জয় গঙ্গে!

জয়গো শঙ্করি ! জয় শুভঙ্করি !
হেরিগো মরি অপাঙ্গে ॥
এতেক বলিয়া, সলিলে চলিয়া,
যেমন ডুবিবে রায় ।
অমনি গগনে, আকাশ-বচনে,
শ্রবণে শুনিতে পায় ॥
না মর না মর, ওহে নৃপবর !
ফিরে যাও বিন্ধ্যবন ।
শুন ওহে শুন, এই দেহে পুনঃ,
দোঁহে হবে সংঘটন ॥
যেইক্ষণে যাবে, কামিনীরে পাবে,
ইহাতে নাহিক আন ।
তবে কেন বল, প্রবেশিয়া জল,
ছাড়িবে আপন প্রাণ ॥
এতেক শুনিল, আহ্লাদে ভাসিল,
উঠিল রাজার সুত ।
মদন কহিছে, ব্যাজ না সহিছে,
চল নৃপ চল দ্রুত ॥

পুনর্ব্বিন্ধ্যারণ্যে কামিনীসহ কন্দর্প-কেতুর মিলন।

পয়ার।

আকাশবাণীতে পেয়ে, পাণিতে আকাশ।
যুবরায় চলে যায়, লইয়া আশ্বাস॥
পুনঃ উত্তরিল গিয়ে, সেই বিন্ধ্যবন।
যথা হারা হয়েছিল, রমণীরতন॥
প্রবেশিয়া বনমধ্যে, করিতে গমন।
দেখে দিব্য অপূর্ব্ব, সুসেব্য তপোবন॥
সুলক্ষণ সুস্নিগ্ধ, সুবৃক্ষসুবেষ্টিত।
সবে সত্ত্বগুণান্বিত, তমোবিবর্জিত॥
অধিক কি কব যারা পশুপক্ষিগণ।
পক্ষাপক্ষ ভেদ নাই সখ্যতাচরণ॥
মৃগে বাঘে খগে, নাগে হয় খেলা।
শ্রুতি স্মৃতি মন্ত্র পাঠ, দিন তিন বেলা॥
অবিরত হোমের, ধূমের বড় ধূম।
তার কাছে কি সুগন্ধি, কস্তুরী কুঙ্কুম?
তপ জপ যোগ-যাগ হয় অবিরত।
বল্মীক হইয়া মুনি আছে কত শত॥
তেজেতে তপনতুল্য, তপস্বীনিচয়।
নাহি জন্মজরামৃত্যুরোগশোকভয়॥

দেখিতে দেখিতে নৃপ, করিতেছে গতি।
অগ্রেতে হেরিল এক, পাষাণ মুরতি॥
রমণীআকার, মণি-হার তার গলে।
কটিতটে কিঙ্কিণী, নুপুর পদতলে॥
নিজে সে পাষাণ, কিন্তু রূপের নিশান।
হেরিয়া অশান হয়, পুরুষে পাষাণ॥
ক্রমেতে কুমার তার, যাইয়া নিকটে।
চিনিল আমার সেই, প্রেয়সি যে বটে॥
সেই মুখচাঁদ সেই, ছাঁদ সেই নাট।
সেইতো সকলি বটে, কামিনীর ঠাট॥
তবেতো বিরহে পোড়া, জুড়াক জীবন।
এতবলি দেয় ধীর, প্রেমআলিঙ্গন॥
দেখহ বিধির খেলা, আশ্চর্য্য এমনি।
স্পর্শমাত্র পূর্ব্বরূপ, ধরিল কামিনী॥
সেইরূপ অপরূপ হ'লো, চাঁদের কোণা।
পরশপরশে যেন, লোহা হয় সোণা॥
হেরিয়া উভয় মুখে, হাসি খল খল।
কিঞ্চিৎ অন্তরে আঁখি, ঝরে ঝল ঝল॥
প্রথমে দর্শনমাত্র, হৃষ্ট হ'লো অতি।
একারণ খল খল, হাসিল দম্পতি॥
পশ্চাৎ যাবৎ দুঃখ, হইল স্মরণ।
একারণ দুইজন, করিল রোদন॥

ধরিয়া বিনোদবর. বিনোদীর গলে ।
বলিতে বয়ান ভাষে, নয়নের জলে ॥
ওলো ধনি তুয়া লাগি, পেয়েছি যে দুঃখ ।
বলিতে পারে কি নারে, যেই শত মুখ ?
যেই দিনে তোমাধনে, হইয়াছি হারা ।
তদবধি আছিলো, জিয়ন্তে যেন মরা ॥
যেখানে যে দিনে যত, দুঃখ পেয়েছিল ।
যাবৎ বৃত্তান্ত ধীর, চূড়ান্ত কহিল ॥
পাষাণ গলিয়া যায়, শুনিলে সে কথা ।
এ কোন আশ্চর্য্য যে, কামিনী পাবে ব্যথা ?
ধনী কহে সব অভাগিনীর কপাল ।
নহিলে এতেক কেন, ঘটিবে জঞ্জাল ॥
এইরূপে যখন, যাহার ভাগ্য ফাটে ।
ভালো যে করিতে গেলে, মন্দ আসি ঘটে ॥
আনিতে সোণার মৃগ, গেলা রঘুবীর ।
এ দিকে বনিতা ল'য়ে, গেল দশশির ॥
কবি কহে কে বুঝিবে, অদৃষ্টের ফের ।
বিস্তার বলিতে হ'লে, গ্রন্থ বাড়ে ঢের ॥
ধূলামুটা সোণা হয়, কভু ভাগ্যফলে ।
পোড়া শোল কখন, পলায়ে যায় জলে ॥

কামিনী পাষাণ হওয়ার বৃত্তান্ত।

পয়ার।

শুন নাথ! বলে ধনী, কহে আরবার।
যে কারণ এ দুর্দ্দশা, ঘটিল আমার॥
তুমি তো ছিলে হে সেই, ঘুমে অচেতন।
করিতেছিলাম আমি, ফল-আহরণ॥
কি জানি কি জনমের, করমের পাক।
এখনো কহিতে মোর, নাহি সরে বাক॥
চতুরঙ্গ বলসঙ্গ, এক মহীপতি।
দূরে হৈতে দেখিনু, আসিছে মোর প্রতি॥
তারে নিরখিয়া আমি, বিচারিনু মনে।
বুঝি পিতা আসিছেন, মোর অন্বেষণে॥
ইহা ভেবে যত আমি, করি পলায়ন।
মোর প্রতি ধাবমান, হইল রাজন॥
শেষে সেই দুরাচার, করিয়া বিক্রম।
হরিতে আমারে দেখি, কৈল উপক্রম॥
ভয়ে মরি আমি একে, একাকিনী নারী।
তাহাতে অবলা জাতি, চলিতে কি পারি?
কি করি কোথায় এসে, কোথা এবে যাই।
হরি! হরি! হায়রে! কি করিলে গোঁসাই?
কোথায় রহিল নাথ, কেবা লয় হরে।
কেন্দে মরি একাকিনী, পড়িয়া ফাঁফরে॥

মরার উপর খাঁড়া, দেখিনু আবার।
আর এক নরপতি, আসিল দুর্ব্বার॥
সঙ্গেতে অগণ্য সৈন্য, অরণ্যমাঝারে।
মনেতে বাসনা তার, লইতে আমারে॥
দূর হৈতে দুই নৃপে, হয়ে দেখাদেখি।
দুই জনে লইতে, করয়ে ঝকাঝকি॥
আমি লব আমি লব, দোঁহাকার বোল।
কথায় কথায়, বেধে, গেল গণ্ডগোল॥
এক পতি দুসতিনে, যেমন রগড়া।
এক মাংসে যথা দুই, শকুনে ঝকড়া॥
তেমতি আমারে লৈতে, করিয়া ঝকড়া।
দুই নৃপে বেজে গেল, সমরের কাড়া॥
ডগরু ডমরু বাজে, বাজে জয়ঢাক।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাজে বাঁক, আর বাজে শাঁক॥
ঘোরতর লেগে গেল, সমরের ধূম।
উঠে রণধূলি যেন, প্রলয়ের ধূম॥
যুঝিছে হলকা হাতি, হলকে হলকে।
মদে মত্ত মদ ঝরে, ঝলকে ঝলকে॥
গজে গজে যুঝে যুঝে, ঘোটকে ঘোটকে।
রথে রথে যূথে যূথে, কটকে কটকে॥
অবিরত অস্ত্র শস্ত্র, হয় বরিষণ।
রথ রথী কিছু নাহি, হয় দরশন॥

দুই দলে যুদ্ধে হত, হলো দুই দল।
শেষ অবশিষ্ট দুই, নৃপতি কেবল॥
আরক্তলোচন ক্রোধে, ঘন বহে শ্বাস।
উভয়ে চলিল উভে, করিতে বিনাশ॥
সুশাণ কৃপাণমাত্র, সঙ্গেতে দোসর।
সমরে সমান দোঁহে, শমনসোসর॥
ক্ষণমাত্রে উভয়ের, খর খড়্গাঘায়।
ধরা পড়ে ধড় ছেড়ে, প্রাণ উড়ে যায়॥
মরিল দুজন দেখে, দূরে গেল ভয়।
বিধির কৃপায় বিষে, বিষ হলো ক্ষয়॥
যায় শত্রু পরে পরে, হইল নিধন।
ষাঁড় শত্রু বাঘে মলো, হইল তেমন॥
আমিতো লুকায়ে ছিনু, মুনিরকুটিরে।
ক্ষণেক বিলম্বে মুনি, আইল ধীরে ধীরে॥
ক্রোধে কম্পবান্ মুনি, থর থর কাঁপে।
ঘরে না আসিতে আগে, ভাগে মোরে শাপে॥
মুনি বলে এ যে মোর, তপস্যার স্থান।
তোর লাগি হইয়াছে, বিষম শ্মশান॥
ধ্যানেতে দেখিছি আমি, তোহারি কারণ।
মরিয়াছে দুই নৃপ, করে ঘোর রণ॥
মম অপকার তুমি, করেছ যুবতি!
এই পাপে হবে তোর, পাষাণ মুরতি॥

দারুণ মুনির বাক্য, ফলিল কপালে।
হায়রে খোঁড়ার পদ, পড়ে গেল খালে॥
কান্দিয়া করিনু কত, মুনিরে বিনয়।
কোনমতে মুনিবর, শান্ত নাহি হয়॥
অবশেষে পড়িলাম, ধরিয়া চরণ।
ক্ষম প্রভু! অপরাধ, লইনু শরণ॥
মুনি বলে মোর বাক্য, নহিবে অন্যথা।
তবে কেন কান্দ কন্যে! পায় ধরে বৃথা?
ভাল তবু তোর স্তবে, তুষ্ট হনু আমি।
মুক্ত হবে যবে পর,-শিবে তব স্বামী॥
আর কি মুনির বাক্যে, কভু হয় আন।
দেখিতে দেখিতে তনু, হইল পাষাণ॥
এইত দুঃখের কথা, কহিল মদন।
তোমার পরশে পুনঃ, পাইনু মোচন॥

কুমারের স্বদেশগমন এবং কামিনী লইয়া সুখভোগ।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ঠেকা।

পরাণবঁধু চল চল হে। আবার আঁখি কেন ছল ছল হে॥
যদি হে মৃত দেহে, মিলন হল দোঁহে, ব্যাজ কি
আর সহে, বল বলহে। মদন বলে বটে, এ ঘোর
বন বাটে, আসি বিপদ ঘটে, পল পল হে॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

আনন্দে প্রফুল্ল হিয়ে, দোঁহে অশ্ব আরোহিয়ে,
চ'লে যায় কুমারী কুমার।
রূপে আলো করে বন, হেরে পশুপক্ষিগণ,
অন্তরেতে হয় চমৎকার॥
বেগে অশ্ব যায় হেন, অনিলে কে নিলে যেন,
তারা তারা ক্ষুরে ঘুরে পড়ে।
ঘন ঘন ছড়ি যায়, হুন হুন রবে যায়,
শন্ শন্ শব্দ যেন ঝড়ে॥
ক্ষণে কত পথ যায়, কে তার নির্ণয় পায়,
দিনের কে করে তবে লেখা ?
এড়াইয়া বিন্ধ্যবন, চলে যায় দুইজন,
মকরন্দসহ হ'ল দেখা॥
বন্ধুরে পাইয়া পথি, আনন্দ বাড়িল অতি,
সোণায় সোহাগা আরো হল।
আনন্দেতে গলাগলি, দোঁহে হ'ল কোলাকুলি,
বলাবলি ক'রে দুঃখ গেল॥
ছাড়াইয়া নানা দেশ, স্বদেশ আইল শেষ,
নৃপে সম্বাদিল দিয়ে দূতে।
শুনি চিন্তামণি রাজা, সহ রাণী সহ প্রজা,
ভেটিতে আইল নিজ সুতে॥

জনকজননী পেয়ে, কবিবর হৃষ্ট হ’য়ে,
আদরেতে চরণে লুটায়।
সদানন্দ মকরন্দ, রাজরাণী-পদদ্বন্দ্ব,
প্রণমিল ভক্তিযুক্তকায়॥
বদনে বসন খানি, ধীরে ধীরে দিয়া টানি,
চাঁদে যেন হ’ল অভ্রচ্ছায়।
লাজে করি হেট মাথ, ধনী করে প্রণিপাত,
শ্বশুর শাশুড়ী রাঙ্গাপায়॥
রাজা রাণী পুত্র পেলো, যত দুঃখ দূরে গেল,
আনন্দেতে হ’ল আটখান।
তাহে আরো হ’ল সুখ, হেরে পুত্রবধূমুখ,
কোলে করে চুম্ব শিরোঘ্রাণ॥
পুত্র পুত্রবধূ দোঁহে, রাণী লয়ে গেল গেহে,
কুলাচার যেমন আছিল।
দশ জন কুলদারা, বরণ করিয়া তারা,
জলধারা দিয়ে ঘরে নিল॥
বারতা শুনিতে পায়, প্রতিবাসী মেয়ে ধায়,
ভ’রে গেল ভূপতির বাটি।
সকলেই এই বলে, যা হোক যেমন ছেলে,
তেমনি সেজেছে পরিপাটী॥
কেহ বলে ওগো রাণি! বধূর বদনখানি,
খুলিয়া দেখাও মোসবারে।

রাণী দিল মুখ খুলে, উদিল কি বাহুমূলে,
শত চাঁদ যেন একবারে ॥
সবে বলে রাণী তোর, ভাগ্যের নাহিক ওর,
আহা মরি! কি বধূ পেয়েছ।
এমনি কি সুকপাল, রোপিয়া সোণার ডাল,
মাণিকের ফল ফলায়েছ ॥
দূরে যায় যত তাপ, পলায় চক্ষের পাপ,
হেরিলে গো? তোর বৌর মুখ।
এই গো! মানত করি, সুচির আইওৎ ধরি,
পুত্র পৌত্র ল'য়ে কর সুখ ॥
রাণী ত আনন্দমনে, সমুদায় এয়োগণে,
দিয়ে নানা দ্রব্য আভরণ।
আপনি আনন্দবাসে, আনন্দসলিলে ভাসে,
আনন্দেতে দেয় সন্তরণ ॥
কুমার কন্দর্পকেতু, করয়ে আনন্দহেতু,
মনানন্দে ষড়ঋতুভোগ।
যত পেয়েছিল দুঃখ, করে তার শত সুখ,
নারী লয়ে সদানন্দ যোগ ॥
অধিক কতেক কব, নিত্য নিত্য নব নব,
অবিরত সুরত কৌতুক।
বারেক নয়ন-আড়ে, কামিনীরে নাহি ছাড়ে,
তাল ভঙ্গ নাই একটুক ॥

দোঁহার যৌবনরাজ্য, দোঁহে করে রাজকার্য্য,
ঋতুযোগে ভোগের বিশেষ।
এমনি কৌতুক ভেলো, মদন যে এল গেল,
রতির বিরতি হৈল শেষ॥
মদন আনন্দে ভণে, সদাই আনন্দমনে,
আনন্দেতে রোমাঞ্চ কপোল।
মন রে! আনন্দে মজ, সদানন্দপদ ভজ,
আনন্দেতে বল হরিবোল॥
কাশীকান্ত উরস্থলে, উর উমা কুতূহলে,
আনন্দরূপেতে কর বাস।
সতত প্রসন্না থাক, সকলে আনন্দে রাখ,
পাঠকের পূর্ণ কর আশ॥
বসু পশুপতিভাল, একত্র মিশেছে ভাল,
সঙ্গে ঋষি চাঁদের মেলানি।
সেই শক নিরূপণ, এই গ্রন্থ সমাপন,
করিলেন শঙ্কর শিবানী॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।